no.14
VIKRAMADIYA RAJAR BATRISH
SIMHASAN.
in Bengali.
in godd condition.

no.14 VIKRAMADIYA RAJAR BATRISH
SIMHASAN.
in Bengali.
in godd condition.

উত্তরে

বসিলা আসনে। হেন্দ্র আপি[illegible]তি। প্রণাম করে ভুমি দেবির সাক্ষাতে ॥ তখনে কহিলা আমি রাজার সমাখে। প্রণাম করয়ে জদি দেখি একবার ॥
[illegible] শুকরাজা[illegible] প্রণতি। তার মুণ্ড তখনি কাটিলা সিদ্ধুপতি ॥ সন্ন্যাসির মুণ্ড তবে কোন হইব। জাকহিলা দাসপ্রায় সেকর্ম্ম করিব ॥
পালনি ॥ বিবিধ [illegible]তি সুধীর। সন্ন্যাসি নিকটে গেলা নির্ভয়ে শরির ॥ জ্ঞা নয়া মহারাজা দিলেন সাক্ষাতে ॥ সন্ন্যাসি দেবির প্রজা নাগিনা করিত ॥
কাকিনামে [illegible] তার জটা সম্বরিয়া। দণ্ডবত নতি কাকে ক্ষিতি লোটাইয়া ॥ হেনকালে মহারাজা আসি নয়াককে। সন্ন্যাসির মুণ্ডকাটি কেনিল সত্বরে ॥
মুণ্ডতক্ষণ স্থানে কাবিয়া নৃপতি। তাহাতে বসিয়া মন্ত্র জপে মহামতি ॥ মন্ত্রসিদ্ধি করি রাজা মুণ্ড বশ কৈল। তার কোন পরে আরোহন কৈল ॥
[illegible]মাথে চক্রিরাজা হইয়া কীর জথা। সেইক্ষণে সিদ্ধুপতি নয়াজায়ত মা ॥ অসাধ্য রাজার জাহা বুদ্ধি অগোচর। মুণ্ড হৈতে তত্ক্ষণ সাক্ষিম
[illegible] ॥ মনে জাহা করে নৃপ সেহি তারা জানে। সঙ্কটে রাজাকে তারা রক্ষে সারবারে ॥ মাথা ছেদে আদি কেহ করে কোন কর্ম্ম। সেইখা নৃপতিকে
[illegible]মর্ম্ম ॥ ঘোড়ার উপরে রাজা করি আরোহন। ক্ষনে ক্ষনে মিলে আপন ভুবন ॥ ধর্ম্ম প্রজা পালে রাজা ধর্ম্ম পরায়ণ। নববধূ সতাতে মাকিয়ে
সন দিবা[illegible] ভক্তরা করে। ইন্দ্রিয়াস হিবানে রাখানে নিরন্তরে ॥ মুলে গিত বৈকুণ্ঠকে আসক নরপতি। অমরা লোকে জেন ইন্দ্রের বসতি ॥

বসিলা আসনে । [illegible] তেলে আমার । যদি সেহি দেন তাহে শুধাইব বাক ॥ মন্ত্রিগন স্থানে রাজা সমর্পিয়া ক্ষিতি । যেমন উপায়ে রাজা চড়ি সিদ্ধ গতি ॥ কাক

থাকি নিত্যে যেমন রহেন । আগ্নে দেশে গিয়া রাজা উপনিত হইল ॥ নিকটে হইয়া উপেক্ষহেন রায়েস । তাহি স্থানে থাক তুমি করিয়া বিলোম ॥ আগে

[illegible]ই প্রবির উত্তর । আপনার রাজ্যস্থানে করিব গোচর ॥ রাজাকে কহিব গিয়া তোমার মহিমা । কিকিলে সাধার রাজা বিক্রমের সিমা ॥

[illegible]মা. কি নইব রাজা কিছি সমাচার । বিদায় সময় মান করিল বিস্তর ॥ উপাধিক দ্রব্য দিব বহু অর্থ ধন । সকল ছাড়িয়া তুমি মাগিবে সিংহাসন ॥

[illegible]ন কন্যাহি আসি তোমার সাক্ষাতে । তেন কথা কহিলাম তাহার কারনে ॥ বিশ্বকর্মা নির্মাইল সেহি সিংহাসন । বত্রিশ পুত্তলি তাথে করিছে শোভন ॥

[illegible]দি প্রবান [illegible] বিরচিত । তাহার উপমা দিতে নাহি প্রাক্সিত ॥ চাহি নে তখনি দিব রাজা বড় দাতা । কহিলাম তব তকে সব মর্মকথা ॥ এমত

[illegible] । নিবেদীল সব কথা রাজার গোচরে ॥ বিক্রম আদিত্যে আগমন কথা শুনি । সচকিত হৈয়া রাজা চলিল আপনি ॥ মন্ত্রিগন

[illegible] রাজার সম্পাসে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ দোহে মিলি আলিঙ্গন কৈল নমস্কার । সমাদর করি নিল পুরির মাঝার ॥ বিবিধ বিধানে

সন দিল [illegible] করায়ে উপেনানা উপহারে ॥ পালঙ্ক উপরে রাজা করিল সয়ন । প্রভাতে উদিত তাহ হইল চেতন ॥ প্রাতঃ ক্রিয়া সমাধিয়া

৩

বসিলা আসনে। হেনকালে উগ্রসেন কৈল আগমনে ॥ দোঁহে মিলি বসিল বিনয় ব্যবহার। জিজ্ঞাসে কুশল দোঁহে মিলি দোঁহাকার ॥ পাত্র মিত্র সব আসি কৈল সম্ভাষণ।
আইল বায়স পাত্র যত সুজন ॥ ততক্ষণ হৈল নৃপতি দোঁহে কথা। সভা মিলি বহিলা করিয়া হেট মাথা ॥ কতক্ষণ থাকি রাজা বিক্রম আদিল। স্বদেশে গমন তাকে
করিলা ভক্তি ॥ বীর উগ্রসেন বলি করিল বাখান। কাকের বচন সব পাইল প্রমাণ ॥ বিদায় হইয়া রাজা মাগিল মেলানি। তবে উগ্রসেন রাজা
কহি প্রিয় বানি ॥ বিনয় করিয়া দিল বহু বস্ত্র ধন। তাথে মহারাজা ওাম কৈল আগমন ॥ দাসদাসী গজ রথ কাঞ্চন নির্মাণ। বোগাতি ঘোড়া
গুণ মণিরত্ন দান ॥ রাজা বলে হেথা কাজ নাহিকি আমার ॥ এক দ্রব্য (৭) চাহি যদি কর অঙ্গীকার ॥ রাজা বলে যাহা চাহ তাহে নাহি আন।
করিয়াম অঙ্গীকার সভা বিদ্যমানে ॥ বিক্রম থাকিলে তবে কহিলেন তাকে। বত্রিশ পুত্তলি সিংহাসন দেহ মোকে ॥ এহি কথা শুনি
তবে লাগিলেন কান্দে। প্রতিজ্ঞা করিয়া উগ্রসেন হৈল বন্দ ॥ পাত্র মিত্রগণ যত রাজা করিলা যুক্তি। কি কাজ করিব এবে কহ সিদ্ধ্যাতি ॥ সভে বলে
[illegible] কৈল অঙ্গীকার। ইহাতে বলিব কিবা যুক্তি আছে আর ॥ মন্ত্রির এমত বাক্য শুনিয়া রাজন। রাজার সাক্ষাতে আনি দিল সিংহাসন। হেরি বত্রিশ সিংহা
সন বিস্ময় [illegible] আনন্দে পুলকিত তনু হরষিত চিত ॥ বেতাল উপরে আনি সিংহাসন দিল। তাহার উপরে রাজা আপনে চড়িল ॥ অগ্রহাতি উগ্রসেন রাজা

হগোঘর। বিনয় বিধানে প্রেম করিলা প্রচুর ॥ বিশ্রাম আদি দেলেন আপনার দেস। সিংহাসন লয়্যা পুরে করিলা প্রবেস ॥ পাত্র মিত্র আসি কৈল রাজা সম্ভাসন ॥
সিংহাসন দেখি সবে চমকিত মন ॥ সপ্তশ্রেণি পরস্পর করিলা বাখান। হেন বুঝি সিংহাসন বিধির নির্ম্মাণ ॥ বত্রিশ পুতলি কিবা গঠনের ছন্দ। নানা প্রকার হেম মুক্ত
কচিবণ ॥ রতন নূপুর পায়ে নাচনিতে বাজে। মনিমুক্তা প্রবাল পাথর থাকে সাজে ॥ জিজ্ঞাসিলে কথা কহে নাহিক জিবন। নানা বজ্র মনিময় দ্রব্য
সিংহাসন ॥ তাহাতে বসিলে বুঝি ধর্ম্মের সঞ্চার। ধর্ম্মকথা বিনা মনে নাহি নয় আর ॥ সেহি সিংহাসনে রাজা থাকে অতক্ষন। ধর্ম্ম আলাপন বিনা
নাহি লয় মন। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল করিয়া জতন। তথাপি নাহি আর এমত সিংহাসন ॥ তাহাতে বসিয়া রাজা করে রাজকাজ। দেসের নিকটে ৩
মানুষ পায় মহারাজ ॥ কতবত দ্রব্য কৈল কতকত দান। কত কৈল তারমর্ম্ম কিবুঝিব আর ॥ অস্টাত্রিংশ বৎসর ছিলা পাটনা সহরে। তদন্তর গেল রাজা
হস্তিনা নগরে ॥ তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমান। তথা পুরি নির্ম্মাইয়া রহে বনবাস ॥ কতকত জোতিস্যগন নিযুক্ত করিয়া। রাজ্যেরি সাসন কৈল পাত্র
মিত্র লইয়া ॥ কতেক মণ্ডপ কৈল ছত্রাকৃতি তার। সত্যধর্ম্ম অবনিতে করিলা প্রচার। মন্ত্রিগনে সমর্পিয়া রাজ্য অধিকার। বেতালে চড়িয়া ফিরে সকল সংসার। কতকর্ম্ম
দ্রব্য রাজা কারন প্রচার। তোজের সহিত ছিল বিরোধ অপার ॥ মহাপরাক্রম সেহি ভোজ নরপতি। তারকন্যা বিদ্যা করি নামে ভানুমতি ॥ পুতলি প্রণাম সর

৪

কবিয়া বিচারি । তাহমতি সমরূপ নাহি আর নাহি ॥ পরতদশ শত বৎসর পরিমান । রাজ্য ভোগ কৈল রাজা মহাবলবান ॥ হেন সম মহারাজা পালিলেন প্রজা । প্রাথমিক
রাজাগনে কৈল তার পূজা ॥ এতেকালে তনু ত্যেজি নৃপতি কেশরি । বৈকুণ্ঠে চলিলা রাজা কৃষ্ণ মনে করি ॥ সেই রাজার সিংহাসন ছিল এক স্থানে । কেহ নাহি বসিল
আমে ভয় পায়া মনে ॥ যদি আমুদীতে কেহ বসিবার চায় । বিপরীতে সে জনাকে সপন দেখায় ॥ মৃত্তিকার তল হইয়া রহে সিংহাসন । দীপ্তমান হৈয়া
থাকে রাত্রিকালে কোনজন ॥ এইরূপে এইমতে থাকে সিংহাসন । প্রচারিল জেন মতে শুন বিবরন ॥ সেই দেশে আছিলেক সাধু দুইজন ॥ বিষয়ার্থ দুইজন
করয়ে ভ্রমন ॥ দোহার সহিত ছিল মিতালি বিশেষ । দুইজনে সদা কিরিতো পায় প্রবাস ॥ নানাধন উপায় করিল একজন । মনবাঞ্ছা পরিপূর্ণ আনন্দিত
মন ॥ নাহিল তাকেক কার্য্য হইয়া নৈরাশ । কত দিন রহি করে বাঙ্গালের পাশ ॥ রহসব আরিক হইল নাহইল কার্য্য । দেশেত আইব মনে করিলাম ধার্য্য ॥ রাখর
তাহার তরে দিল কত ধন । পথের খরচ আর বিচিত্র বসন ॥ আপন বাড়ীত দিতে একনাম দিল । তার্থ্য স্থানে দিতে তারে মিতাত কহেন ॥ প্রাহে আসি
পত্নী স্থানে কৈল বিবরণ । তত্ত্বের তাহার নাকি করিল রাজন ॥ নাহি দেইলাম তুমি রাখ পরিষ্কন্দে । কতদিন রহি ভোগ করিব আনন্দে ॥ এতিবাক্য শুনি গেলা মিতালির
স্থানে । মিতালে থাকুন মিত্র উপায় বিধানে ॥ আমারে সহিত কিছু খরচ না দিল । পশ্চাতে পরার বলি আমাকে কহিল ॥ এতেক কহিয়া দান আপনার মাকে ।

[পে]গাতি চিন্তিল তবে দিদয় বিপ্রক ॥ তিন জন ছিল তথা পড়সি তাহার ॥ নাপিত গোপ আর কুম্ভকার ॥ তাহা সভাকারে আনি নিরবে কহিল । সাক্ষীহরে
বলি তাকে সব জানাইল ॥ কত মুদ্রা দিল সেই তাহা সভাকারে । না দেখিল নাল কেহ সাক্ষী হৈল তারে ॥ বহুদিনান্তরে মিত্র আইলেন ঘরে । প্রভাতে দেখিয়া তারে জিজ্ঞাসে
পত্নীরে ॥ তায় মর্ম স্বার দেখি মনে নাগেবন্দ । নাল পঠায়াছি আমি তবু নি সমন্দ ॥ হেন বুঝি বান্ধিয়াছ পরম গতনে ॥ সে রলে বেমনবার নাহি কি নয়ানে ॥
মিত্রের সাক্ষাতে গিয়া পুনঃ পুনঃ যাচে । দিয়াছি মিত্রনি তবে কেবা সাক্ষে আছে । পুন গিয়া পত্নী স্থানে ধন জিজ্ঞাসিল । সপথ করিয়া স্বামী মাথে হাত
দিল ॥ সাক্ষাতে তেন জৈন আদি তাহার বচনে । মিত্রের কপট বাক্য জানি মত্ত মনে ॥ তবে রাজার স্থানে করিল গোহারি । রাজ দূত আসি ধরে মিত্রক নিল
হরি ॥ সভামধ্যে জিজ্ঞাসয় নালের কথন । মিত্রনিক দিয়াছিলাম নিধ্যৈর বচন ॥ তাহার প্রমাণ রাখিয়াছি তিন জন । তাহা সভাকে আনিয়া করহ জিজ্ঞা
সন ॥ সাক্ষীগনে আনি রাজা সম্মুখে জিজ্ঞাসে । সভাই কহিল নাল দিয়েছে তার পাশে ॥ কেবা কহিল সেকহিয়া হইল প্রাঙমুখ । নাল বাড়াইবিয়া প্রতিবাদী
পাইল সুখ ॥ বিদায় হইয়া সবে নিজ ঘরে জায় । জাব নাল গেল সেই কান্দে দুঃখ মায়ে ॥ কত ধনে একা দীপ পাখেত আছিল । সৈনায় বামান সব তাহাকে
দেখিল ॥ কেহবা ইহিয়াছে বাজা কেহ খেলে পাশ । কেহবা পাসাতি লৈয়া নিকে বাকে ছত্র ॥ দ্বিপের দুপারে বসি সিদ্ধ গন মেনে । পাচ জনা উপস্থিত হৈল

হেনকালে ॥ চারিজন হাতে দেখি এক অশ্ব আসে । তাহাকে ডাকিয়া কেমা পুছিল কৌতুকে ॥ কি কারনে কান্দ তুমি পুছি চারিজন । ইহারা কেবা হয় কহিরে
কারন ॥ চারিজন বলে নাম চুরি কেল মিত্র । কহিল সকল কথা মিত্রের চরিত্র ॥ মিথ্যা সাক্ষি দিয়া মোর নাম কেল চুরি । ত্রিভুবন সভাকাকে আনাইল ধরি ॥ দাইমুদ্দই
তকে প্রথমে পুছিল । দিয়াছি পাইয়াছি দোহে উত্তর কহিল । সাক্ষিগনসা
নান মতে দেখাইল । দুইমিল এক মত না দেখাইল । সাক্ষিগনে কহে নাম রি
গাভাইল নাই । জেনায় গড়াইল নানা উত্তিম ন পাই ॥ দুমাকে গড়াযা
ভিন হইয়া গেল দোষ । সাক্ষিগন নিজ দোষে পড়িগেল বন্ধ ॥ একজন সে
সবে কহে বিবরন । জেমতে বিচার কেল বাখানের গন ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া তবে
ক্ষিদিল এইমতে বানি । প্রত্যেকে বিচার কেল জানে২ আনি ॥ গাড়িয়া মাটিক
রিব প্রকার । তাক তেই আপত নিখা তেমতি আকার ॥ দর্শন আকার নান
দিল পাতিল আকার । সভাকে একত্র করি বুঝিল বিচার ॥ জো চুরি করিয়া
ছিল সে বাখানের দলে । তবে সেই মহাজন কৃপা প্রেতে চলে ॥ পুনর্ব্বার গিয়া
দেখাইল নান । জিজ্ঞাসিল কোনস্থানে দেখিলে বাখান ॥ কোতাল লইয়া
ধরি আনিল বাখানে । কেমন বিচার কেনা নৃপ জিজ্ঞাসিলে ॥ কহিতে নপারে কিছু হেট মাথে রহে । বিনয় করিয়া কিছু নিবেদন করে ॥ সেইস্থানে গেলে সব
[illegible]রে পারি । দ্বিপে বসিলে সব বুদ্ধি পারি হবি ॥ তথাতে জোহিল ভান এখা তাহা নাই । নিবেদন বিস্ময় কহিলাম তব ঠাই ॥ মন্ত্রিগন লইয়া রাজা ছিল যেন

চিত ।। সামাজিক সভাসদ হইল আনন্দ। সিংহাসনে বসিবারে কৈলা আয়োজন ।। দৈবজ্ঞ আনিয়া রাজা সুলক্ষন কৈল। নৃত্যগীত নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল ।।
নর্তকি নৃত্যক করে গায়েন মধুর। করিল প্রাচীর শোভা জ্বলন সুবর্ণ ।। ধ্বজা পতাকা সব প্রতি দ্বারে দ্বারে। ময়ূর ময়ূরী নাচে মন্দির উপরে ।। প্রতি দ্বারে
খড়্গা ঢালি প্রচণ্ড সারি। পদাতি প্রনাম করে হাত যোড়া করি ।। সইস মাহুত বাম করিল প্রনতি। সাজাইয়া অশ্ব রথ মদ মত্ত হাতি ।। আগারু
সমক্রমে কপালে দীর্ঘ ফোটা। বনিতা কমলে শ্রীক জেন হরি ছটা ।। গুরু দ্বিজ প্রন মিয়া আজ্ঞা লইয়া শিরে। সিংহাসনে বসিতে চলিলা দ্বিরে দ্বিরে ।।
নানা অভরন আনি করিল স্নান। গঙ্গাজলে অভিষেক কৈল দ্বিজগন ।। শুভক্ষনে প্রণাম করি উঠিয়া নৃপতি। সিংহাসনে বসিবারে চলে শীঘ্রগতি ।।
শুভ নব বস্ত্র আনি জোগায় কিঙ্করে ।। বসিবে বিক্রম দেব আসন উপরে ।। হেন কালে প্রথম স্বতনি বক্তাবত। কহিতে লাগিলা রাজা কর অবগতি ।।
এহি সিংহাসনে ছিল বিক্রম আদিত্যে। তাহা বিনা যোগ্য অন্য নহে কদাচিত ।। তাহার সমান গুণ্য জেবা জন করে। সিংহাসনে বসিবারে সেহি জন পারে ।।
আশ্চর্য শুনিয়া রাজা স্বতনির বানি। জিজ্ঞাসে তাহারে সেই রাজার কাহিনি ।। তেজে নব পতি ছিল দাতার প্রধান। লক্ষ মুদ্রা দ্বিজে দিয়া করে জল পান ।।
বিক্রম আদিত্যে কোন কৈল পুণ্য দান। বিশেষিয়া কহ তাহা সভা বিদ্যমান ।। স্বতনি কহেন তেজ ওহন বিদিত। তাহার কি বাখান বিক্রম আদিত ।।

বিস্তারিয়া কহিবাজো শুন সাবধানে। বিক্রম আদিত্য সম কেবা আছে দানে ॥ এক দিন কৈল তেঁহ মায়েকে প্রনাম। কহিল হইবে দাতা তোমাক
সমান ॥ নক্ষ মুদ্রা দান রাজা কৈল প্রর্থনে। শুনিয়া জননি বাক্য ভাবিলেন মনে ॥ পাত্র মিত্র বর্গে রাজা রাজ্যভার দিয়া। তোমাক নিকটে রাজা
উত্তরিল গিয়া ॥ বুঝিয়া তাহার সর্ব্ব কার্য্যেক মাহিত্যে। আপনে তাহ করি সবায় হইল নিযুক্ত ॥ তাহার সেবায় প্রিত পাইয়া রাজন। সয়ন
মন্দির মধ্যে কৈল নিয়োজন। যথাকে থাকেন লোক মধ্যে নরপতি। ত্রিমাত বিক্রম আদিত্য রহে তথি ॥ রজনিতে তথি ভোজ জায় প্রতি
বেশ। বিক্রম আদিত্যে তাহা করেন উদ্দেশ ॥ পাছে২ বিক্রম আদিত্য দিনজায়। জেমত করিল ভোজ দেখিবার পায় ॥ নদী তিরে কড়াই
দেখেন সুতজনি। তার হেটে আছিলেন দেবের সকতি ॥ স্নান করি তোজ হৈয়া সিদ্ধ কলেবর। নারক দিয়া পাড়ে সেই কড়াই ভিতর ॥ সুতে
তাজা গেলা যদি ভোজ নরপতি। সেইক্ষনে রাক্ষস আইলা সিদ্ধ গতি ॥ আসিয়া রাক্ষস গন সবিব ভক্ষন। সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার জিয়াইল ॥
নক্ষমুদ্রা দিয়া তাকে সন্তোষিল মন। বিক্রম আদিত্য গৃহে করিল গমন ॥ বিক্রম আদিত্যে দোষ বুঝিলেন কাজ। নিজ স্থানে আগে চলি গেলা মহারাজ ॥
নক্ষমুদ্রা প্রভাতে বিপ্রেক দিলা দান। বিক্রম আদিত্যে মনে কৈলা অনুমান ॥ আনিয়া বনিক এক সুগন্ধি কর্পূর। জয়াতি ত্রিনাথি নামী মরিচ প্রচুর ॥

৭

৩ঃ

বাছিয়া রাখিল তাহা পালনোত ভরি । কতক্ষণে উপস্থিত হইল সর্ব্বরি ॥ নিদ্রা গেলা ভোজ যদি আপন মন্দিরে । বিক্রম আদিত্য চলে প্রথম প্রহরে ॥
মন্ত্র স্থানে লইল আর খুর এক মান । উপনিত হইলেন কড়াই বিদ্যমান ॥ স্নান করি নিজ অঙ্গ পাচিলেন খুরে । মসখা মাখিলা রাজা আপন সর্ব্বাঙ্গে ॥
নাবিয়া পাতিল রাজা কড়াই উপরে । রাক্ষস আইল সেই গন্ধ অনুসারে ॥ রাজার সর্ব্বাঙ্গ তবে করিল ভক্ষণ । সুস্বাদ পাইয়া তার হৃষ্ট কৈল মন ॥
এমত ভক্ষণ আর কভু নাহি কৈল । ভক্ষণে পাইয়া প্রীত আনন্দিত হৈল ॥ জিয়াইয়া রাজাকে কহেন প্রীত কথা । আজি হৈতে না করিবে এমত
সর্ব্বথা ॥ প্রধান রাক্ষস তবে ভাবিয়া অন্তরে । সিদ্ধ ঝুলি আনি দিল রাজার গোচরে ॥ এ ঝুলি দিলাম যাহা চাবে তাহা পাবে । নাস্তিক
কিকিমা তোমা আশ্রয় করিবে ॥ নিতাইয়া থাকিতাব সেদিন কড়াই । চলিল রাক্ষস গন ছাড়ি সেই ঠাই ॥ বিক্রম আদিত্য তবে হরষিত মনে ।
সত্বরে আসিয়া ঘরে বসিলা আসনে ॥ কতক্ষণে ভোজ গেলা কড়াই নিকটে । কিছু না দেখিয়া রাজা পড়িলা সঙ্কটে ॥ না দেখে কড়াই তথা
নাহিক আগুনি । স্তব্ধ হইয়া রহিল রাজা রজনী ॥ মনে দুঃখ পাইয়া রাজা গেলা নিজ স্থানে । লক্ষমুদ্রা দিন দান ভোজের ভাণ্ডারে ॥ পরেদিন
লক্ষমুদ্রা দিন পাসরিলে । তার পরে রাজার নাহিক সম্ভবে ॥ প্রতিজ্ঞা বিফল হৈল ছাড়িবেন প্রাণ । বিক্রম আদিত্য তবে হৈলা বিদ্যমান ॥ বিনয়

বচনে কহে শুন মহাশয়। তোমার সেবক আমি কিছু ভিন্ন নয় ॥ সিদ্ধিস্থানে আমি তোমাকে দিলাম দান। তাহা চাহ তাহা পাবে তাহে নাহি আন ॥ এমত
শুনিয়া তবে ভোজ মহারাজা। তখনি কিবা স্নানে স্থানে কৈল পূজা ॥ লক্ষ মুদ্রা চাহিল পাইল সেইক্ষণে। পরম হরিষে দান দিলেন ব্রাহ্মণে ॥ যামিনি[?]
ভোজের ধর্ম্ম বিক্রম আদিত্যে। অন্তরীক্ষে নিজ স্থানে[?] হৈল উপনিত। না দেখিয়া ভোজ তবে চিন্তে মনে মনে। হেন উপকার মোর কৈল
কোন জনে ॥ পাত্র পুরোহিত তবে করিল বিচার। বিক্রম আদিত্যের[?] সে কেহ নহে আর ॥ পাইল এক দ্বিজ বুঝিবার তত্ত্ব। সুসিদ্ধ পণ্ডিত
দ্বিজ রাজার আমাতে[?] ॥ কহিল ভোজের স্থানে সেহি দ্বিজবর। কিম[?] তে উদিত[?] রাজা আবেন[?] অন্তর ॥ তাহার মতি কথা যদি তাকে দিব করি[?]।
তবে সে তাহার ধার শুধিবার পারি ॥ এমত ভাবিয়া ভোজ শোয়াইল মন। বিক্রম আদিত্যে আনি কহ্যা কেন দানে ॥ তাহার মতি উহার[?] নাহি কোন
নারি। পৃথ্বী কিশ্বরি কিংবা স্বর্গ বিধাধরি ॥ বিক্রম আদিত্যে দানে কিবা হে উপমা। কত দান কত পুণ্য তার নাহি সীমা ॥ শুনহে সংগ্রাম দেব
কৈলা কিবা কাজ। সিংহাসনে বসিতে তোমার নাহি লাজ ॥ রত্নাবতি এতেক কহিয়া রাজা স্থানে। অন্তরীক্ষে উড়ি গেলা আকাশ বিমানে ॥ শুনিয়া সংগ্রাম
দেব পুতলির কথা। দুঃখ লোকের লাজে রাজা হেট কৈলা মাথা ॥ কতক্ষণ থাকি মনে করিয়া বিচার। সিংহাসনে বসিতে চলিল আর বার ॥ ১ ॥

দ্বিতিয় পুতলি কহে রত্নপ্রভা নাম। কহই নিশ্চয় তুমি শুনহে সংগ্রাম॥ সিংহাসন যোগ্য তুমি নহ কদাচিত। এই সিংহাসনে ছিল বিক্রম আদিত্য॥
তাহার সমান গুণ জেহি জন করে। সেহি জন সিংহাসনে বসিবারে পারে॥ হেনমাথে রাজা তাকে প্রাখে বারম্বার। কহ দেখি ধর্মদান বিক্রম রাজার॥
কহেন রাজা শুন বিবরণ। সভামধ্যে তার যথ গুন দিয়া মন॥ একদিন গেলা রাজা মৃগয়া করিতে। অশ্ব আরোহিন করি সৈন্য লয়া সাথে॥ স্বজন
তবে মৃগ অন্বেষণে। হেনকালে একমৃগ দেখা দিল বনে॥ খেদাড়িয়া মৃগ রাজা তার পাছে ধায়। ধরিতে না পারে মৃগ অশ্ব দিলে ভায়॥ সৈন্য চয় ধায়
নারিলা মৃগ গেলা অন্যবনে। অশ্ব আরোহনে রাজা ভ্রমে বনে বনে॥ হেন কালে হুইয়া গেল দিবা অবসান। এক পুরি বিচিত্র দেখিল বিদ্যমান॥ মাঝিতে
জায় রাজা পুরির মাঝার। দেখিল পালঙ্ক সজ্জা অনেক প্রকার॥ তাম্বু ন করিল দেখে সিদ্ধান্ন চন্দন। নির্জন দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥ দ্বীবের
ভোজন করি শুন কেন পান। তাম্বুল খাইয়া হেন শয়ন বিধান॥ চারিকথা পাও তথা কর নিবেদিত। বৃদ্ধ এক দ্বিজবাটে করে পুরোহিত॥ সিদ্ধান্ত
ইহা সার হিত। সেহি স্থানে গেলা রাজা বিক্রম আদিত্য॥ জেই দিন বিক্রম আদিত্য গেলা তথি। সেহি দিন প্রাতঃকালে হেন দৈব গতি॥ কন্যাগণে পড়ায়
তার কেন মন্দ। পড়াইতে কন্যাগণে কিকরি প্রবন্ধ॥ ব্রাহ্মণ তনয় এক আছিল যুবক। বনেকথা পাও হেতু আজ্ঞা দেহ মোক॥ বৃদ্ধ দ্বিজ বলে মোর
বিপ্র বলে তোমা আমি না পাই প্রতিত।

যৌবন বিপরীত স্বভাবে তার বিপরীত । এরব রিয়া বৃদ্ধ দ্বিজ চলি গেলা মুত । পড়াইল কন্যাগণে হইয়া প্রেমযুক্ত ।। দেখিয়াত কন্যাগণে কামে হৈলা মত্ত । কি করিতে কি
বাহির আরে মনে ভিত ।। কহিলে কি পাছে হয় ভাবেন ব্রাহ্মণ । কিন্যাল স্থানে কিছু করে নিবেদন ।। এক প্রশ্ন চাহি আমি তোমা সভা স্থানে । আমি কার কর জোড়ি
নারিকেল আনে ।। এত শুনি কিন্যাল করিল স্বীকার । যাহা চাহ তাহা দিব কহিলাম সার ।। বিপ্রবরে সত্যে জোড়ি নিশ্চয় কহিলে । সয়ম্বর হেতু মোরে
মারিব নারিলে ।। এমত শুনিয়া সতে বিপ্রের বচন । অদ্ভুত দেখিয়া তারা রহে কত ক্ষণ ।। সভাই সভাকে চাহি ভাবেন যুগতি ।। কিবুদ্ধি করিব সভে পাছু
কোন গতি ।। যদি পিতা মুনি কন্যা না দেয় ব্রাহ্মণে । সত্যভঙ্গ হইলে সংশয় জীবে কেমনে ।। সয়ম্বর করি পাছে নিবেদিব বাপে । এমত ভাবিয়া কহে
ব্রাহ্মণ সমীপে ।। শুন হে ঠাকুর দ্বিজ আসিবে সকালে । সয়ম্বর হবে আজি এহি পাটশালে ।। শুনিতে হাসিব মাত্র আনন্দ তখন । পড়াইবে সাব
কালে জে পাবি তখন ।। সয়ম্বর করি পাছে করিব বিদিত । তবে পাইব আর কার্য্য বিপরীত ।। সঙ্কেত করিয়া বিপ্র গেলা নিজ ঘরে । কন্যাগণ চলি
গেলা আপন মন্দিরে ।। ব্রাহ্মণ সম্ভাবতে কোন কর্ম্ম করে । সকালে বন্ধনকর্ম করে নিজ ঘরে ।। দুষ্ট পাপ করে দ্বিজ আইতে সকাল । তাহার জনক চিত্তে কৈল অনুমান ।।
থাকিলে ইহার দোষ রীতি বিপরীত । হেন বুঝী কন্যাগণ কৈল অনোচিত ।। এতেক ভাবিয়া তাকে করিলেন বন্দী । লোহ বেড়ি দিল পায়ে নাম কহিল সন্ধি ।।

সৈবাধান সেহিস্থানে বিক্রম আছিল । শয়ন করিয়া রহে নাজানে মাহিলে ।। রাজকন্যা মালা হাতে প্রথম প্রহরে । আসিয়া দিলেন মালা নাজৈন বিচারে ।। বসান
শুনিয়া তবে সেখানে রহিল । প্রধান নারীর কন্যা চিন্তে মনে মন ।। প্রতিজ্ঞা করিব কারে মালা দিব কাকে । সকাল রাত্রির আমি ঠেকিলাম পাকে ।। এহি মতে তবে
ভাবিব সব সাথি । এতেক ভাবিয়া মনে রহিলেন থাকি ।। তব পাত্রকন্যা আসি মালা গলে দিল । একে২ সভে আসি রাজাকে বরিল ।। চত:শতৈয় কন্যা যুক্তি
কীকে মানেম নে । কহিল সকলে গিয়া পিতা সন্নিধানে ।। সকল বৃত্তান্ত শুনি কন্যার বরণ । শুনিয়া নৃপতি তবে প্রবেশে বিহানে ।। একদ্বি জেতাক রাজা
কহিল বিশেষ । পাছে পালে কোন জন করিব প্রবেশ ।। শুনিয়া তখন তত্ত্ব আসিবে সত্বর । আসিবার যোগ্য হয় আনিবে গোচর ।। শুনিয়া
নৃপতি বাক্য সেহিস্থানে চলে । জাইয়া দেখিল বিপ্র সেহি পাশে পালে ।। বিক্রম আদিত্যে তবে চিনিল প্রধান । নিবেদন করে দ্বিজ বিনয় বিধান ।।
কোথা হৈতে মহারাজা কোথায় গমন । কোন কাজে এথাতে হইল আগম ন ।। রাজা বলে গিয়াছিলাম মৃগ অন্বেষিতে । বেলা অবসান দোষি বারি
নাম এথাতে ।। সূর্য রবি দেখিয়া ভ্রমাম এহি স্থান । এখন জাইব দেশে করি অবধান ।। দ্বিজ বলে তাহে তুমি এথাতে আইলে । আসিব আমার রাজ্যেতে
শুনিল ।। দ্বিজ কহে মহারাজা করি নিবেদন । আমার রাজার কিছু আছে প্রয়োজন ।। ক্ষণকাল অত্র যদি স্থির হইলাম । আনিয়া সাক্ষাতে তাকে দিবার

নিবেদয়।। শুভ কহি দ্বিজ গেলা রাজা বিদ্যমান । কহিলা আখ্যান তবে সকল আখ্যান ।। শুনি আনন্দিত রাজা তবে সেহি ক্ষণে । সাক্ষাত করিয়া কহে আত্ম
নিবেদন ।। চারিকন্যা আমা সভার ছাড়িলেন ইন্দ্র । বিক্রম আদিত্য পাত মাগিলেন ইন্দ্র ।। দৈবগতি তোমার এথাতে আগমন । স্বয়ম্বর তোমাকে দিলেন কন্যা
গন । পানিগ্রহণ রাজা করহ গন । আপন ভবনে তবে করিবে গমন ।। বিক্রম আদিত্যে শুনি দিলা অনুমতি । বিবাহের উদ্যোগ করিলা নরপতি ।।
নিজালয় নিল বৃহৎ করিয়া আনন্দ । তবে আনন্দিত হৈল রাজার অন্তর ।। জিহ্ন রাজা চিত্রসেন নাম । বিজয়ানগর পাতি শুনে এ নাম ।। তবে
সুমঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল । নানা চিত্র বিচিত্র পত্রিক শোভা কৈল ।। ধ্বজ পতাকা ছত্র প্রাতি ঘরে ২ । নৃত্য করি নাচে গায় প্রাতি ঘর ঘরে ।। গায়েন্দ্রে
মধুর গীত নাচে বিদ্যাধরি । অধিবাস সমাপন সুমঙ্গল করি ।। পর দিন বাদ্যের নাদ হৈল তার । গৌরি সময় হৈল করিয়া বিচার ।। চারিকন্যা
গৌরি হেতা কৈল বিভ্রমাত । নানা সুমঙ্গল বাদ্য লাগিলা বাজিতে ।। রাজপা এ মঙ্গলে থাকে কোতানে কথা । আনিল সুবেশ করি ।। শুভ
তিত মঙ্গল বাদ্য বিবিধ কৌতুক । চারিকন্যা আনিলেন বরের সম্মুখ ।। ছত্র: কীলে জয় হুলুধ্বনি করে নারিগন । বরের গলায় মালা দিলা চারিজন ।। নানা রত্ন বসন
ভূষন কৈল দান । অশ্ব গজ ধন রত্ন বিবিধ বিধান ।। কাঞ্চন যৌতুক করি দিলেন যৌতুক । নানা বাদ্য সুমধুর বাজে সুকৌতুক ।। বিবাহ দিবস তথা রহিয়া

১০

রতানি । প্রাতঃকালে নিজদেশে মাগিনা মেলানি ॥ রথে চড়ি জায় রাজা কন্যাদান সাক্ষী । চতুরঙ্গ দল মাঝে বন্দু বিবি বক্ষে ॥ ব্রাহ্মণের বাড়ি জথা সেহি পথে চলে । বিনয়
করিয়া বিপ্র পিতা স্থানে বলে ॥ শুন পিতা আমার আছিল বড় সাধ । বেড়ি দিয়া তাকে ভস্মি করিবে প্রমাদ ॥ বিক্রম আদিত্যে রাজা কন্যা কৈল দান । অনেক ছাড়িয়া
সেই করি নিরীক্ষণ ॥ তবে আজ্ঞা দিন বাপ ছিরে বিদেশে জায় । নৌকা বেড়ি পায় যদি পাত্র দরিদ্রে ॥ কন্যাদানে সাক্ষী রাজা চড়িয়ায় বসে । ব্রাহ্মণ
চরণে বেড়ি দেখে আচম্বিতে ॥ সেই ক্ষণ রথ হৈতে নামিয়া রাজন । বিনিয় বচনে তাকে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ এহি বিপ্র কি হেতু চড়ে কাতর পায়
বিপ্রবরে সেকথা কহিতে না জুয়ায় ॥ রাজা বলে অবশ্য কহিবে মম স্থানে । বিপ্র বন্দি দেখি আমি জাইব কেমনে ॥ বিপ্র বলে নিবেদন শুনহ
নরপতি । বন্দি হইলাম আমি দৈবের গতিকে ॥ জেন মাত্র কন্যাদানে কৈল অধিকার । তেমতি পিতার স্থানে হইল প্রচার ॥ জেন মাত্র মম বন্দি
কারণ বিচার । শুনিয়া নৃপতি সিংহ মারে হরি হরি ॥ ব্রাহ্মণ হইল বন্দি জানার কারণ । প্রতিজ্ঞা করিল আগে এহি কন্যাদানে ॥ সেহি কন্যা বিনা
করি লইয়া জাই মারে । এমত পাতকি আর কে আছে সংসারে । এমত ভাবিয়া বেড়ি দূর কৈল তার । বিনয় বচনে দ্বিজে কৈল পরিহার ॥ কিছু দান সাক্ষী
ভক্তি মৌক্তিক পাইল । কন্যা সহ সেহি বিপ্রে রাজা দান কৈল ॥ নিজ অশ্বে চড়িয়া নৃপতি গেল দেশ । আপনার ঘরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ কহিল সকল

কথা শুনরে সংগ্রাম । বিধাতা তোমারে রাজা হইয়াছে বাম ॥ সেতায় কিবহ নাহি সিংহাসনে যাব । গরুড় সহিত জেন কাকে করে বাদ ॥ এতবলি বক্রপ্রভা
দ্বিতিয় পুত্তলি । থাকে বাক্যে থাকিলা গমনে গেল চলি ॥ :॥ ২ ॥ শুনিয়া সংগ্রাম দেব হেট কৈল মাথা । কতক্ষন রহে রাজা মনে পায়্যা ব্যথা ॥ চিন্তাওক
হইয়া সংগ্রাম দেব রহে । সুশান্তি করিয়া তবে পাত্রগনে কহে ॥ জেহেতুক সেহেতুক আমি বসিব আসনে । সিংহাসনে জায় রাজা বসিবার মনে ॥
তৃতিয় পুত্তলি কহে শ্রীকৃষ্ণ মস্করি । তোমার শকতি কিবা বসিবার পারি ॥ বিক্রম আদিত্যেসম জেহি পুণ্য করে । সেইজন সিংহাসনে বসিবার পারে ॥
রাজা বলে কোন পুণ্য কৈল সেই ভূপ । বিস্তার করিয়া তাহা কাহার স্বরূ প ॥ পুত্তলি কহেন রাজা শুন সাবধানে । একাদশী উপবাস কৈল এক দিনে ॥ ১১
পর দিন মহারাজা করিবে পারন । স্নান করি পুজা তবে করিবে রাজন ॥ আ নিতে প্রভাত জল এক বিপ্র গেল । স্নান করি গঙ্গাজলে স্নাতি প্রবাইল ॥ ওকি ত
গমনে দ্বিজ জল নৈয়া জায় । কি মোহরে এক স্থান শুইয়া পলায় ॥ বিপ্র বলে জদি জলে জাই স্নর্থ্যক । বিলম্ব দেখিয়া ক্রোধ হইল রাজার । এমত
ভাবিয়া মনে বেগর্ব যুক্ত হৈয়া । ক্ষঃ ক্ষ মারিতে তার পাছে জায় ধাইয়া ॥ কিসোহরে দেখে ধার পাতাল গমনে । প্রবেশিল ঘানে তবে পাতাল ভুবনে ॥ সেইখানে
জায় দ্বিজ ধারে বেদাবি ভুইয়া । বসাতল পারে দ্বিজ প্রবেশিল গিয়া ॥ দেখিল বিচিত্র স্থান আছে এক রামা । সিংহাসনে বসিয়াছে নাহি উপমা ॥ আমিকারু

কবি কন্যা মৌন ব্রত ধরে। ভেকরিব মৌনভঙ্গ বলিব তাহারে।। কত দূর পাত্র আইল তার স্থান। না পারিয়া তাহারা পাইল অপমান।। দেখিয়া কন্যার
রূপ সত্তে হৈয়া বন্দ। মোহিত হইয়া তথা সবে রহে বন্দ।। ব্রাহ্মন দেখিয়া কন্যা মৌন হৈয়া রহে। কি পাসি দেখিয়া তার মনস্থির নহে।। এমা বাক্য শুনিয়া

থাকিতে তার মনে। জন হেতু বিপ্রের বিনয় কি কারণ।। ব্রাহ্মন
সুরঙ্গ দ্বারেতে দুঃখ রেখ পাতি। মন্ত্রাকে পদচিহ্ন দেখিলেন তথি।
তাঁরে বলে।। তাহা ব্রাহ্মন তোমার ঠাকুরান। কোথা আমি কো
তব ভুতেলোকে আমি আইলাম ব্রাহ্মন।। ব্রাহ্মন বলেন রাজা ক্রিরূপে
পারিবে ধরিছেন। তোমার প্রসাদ্য নহে শুনেক রহিলে।। তবেরা

উদ্দেশে রাজা করিলা গমন। কি প্রকারে বিজ ধারি দেখিব রাজন।।
সেই অনুসারে রাজা প্রবেশ পাতালে। ব্রাহ্মন দেখিয়া কিছু বোলে
মা তুমি কেমনেতে পাতাল।। তোমার কারনে দুঃখ ছাড়িয়া পারিব।
নবীন। তাহে তুমি এখাতে করিলে অধিষ্ঠান।। মৌন ভঙ্গ করিতে
তা রসিনা কন্যার বিদ্যমান। ইতি হাস কথন কহেন তার স্থান।।

শুনেন সুন্দরি আর শুনে সর্বজন। কহিতে আরম্ভ কেমন তার স্বর্গ কিমন।। এক রাজকুমার পাণ্ডিত্ত জান নিথে। রক্তবর্ণ এক কিশুক পাল্যে আচম্বিতে।।
তাহার সঙ্গীন্যা জাতি পাখি কোনখানে। তবে না করিবে দিবা নহাইন মনে।। চাদকে ব্যাপিয়া ঔরুষা করিব সয়ন। পিতায়ে ডাকিন তাকে করিতে ভোজন।।

কুমার বলেন এই বিবৃত কথা পাই । নতুবা কুৎসিত প্রাণ করিতে হয় তাই ॥ রাজা বলে থাকে আমি করি অপমান । পাইলে করিব বিবা ভঙ্গ না গেহান ॥
আনিয়া অনিমান ভগ্ন ছিল দেশে । তাহার সাগরে রাজা কহিল বিশেষে ॥ জেজন দেখিয়া কহে বার্তা দিবে মোকে । বিধিমত পুরস্কার করিব তাহাকে ॥
এতশুনি বিমান দিলেক রায় । প্রাতে দেশে প্রতি ঘরে চাহিয়া বেড়ায় ॥ অবধি পর্যন্ত চাহি আনিয়া কহিল । কুমার কন কথা কোথা
নামিনি ॥ তবে রাজা এতশুনি মরিবার চায় । পরিতোষ করি রাজা প্রকাশে বুঝায় ॥ কেনে প্রাণ হারাও তুমি শুন নৃপমণি । এমন
কথা গিয়া করিছে বিশেষ ॥ এমত শুনরিয়াদি পাত্র কোন স্থানে । তত্ক্ষণে বার্তা দিবে আমা সন্নিধানে ॥ ক্ষতহীন নাগে তাহা কহিলাম
পানে । অবশ্য করিব বিবা কিবা কারে ধন ॥ এতশুনি কুমার চলিল সিদ্ধান্ত । এমন করিয়া ফিরে জেন জড়মতি ॥ দেশে২ নানা স্থানে
কহিল এমন । অহনাথে এমন করিতে গেলা রন ॥ কথোদূরে যাই সে দেখিল এক পুরী । নানা ধাতু বিরচিত অমরা নগরী ॥ ফিরে২
চলে সেই পুরের মাঝার । দিল এক কন্যা দেখে ভুবন উজ্জ্বল ॥ মুখে মরিবে জেন সহস্রবিন প্রাণ । দেখে দেখি দেখিয়া কহিলা প্রেম দান ॥
কন্যা বলে কি কাজে আইলে তুমি এথা । রাক্ষসে তোমারে আজি করিব সর্বথা ॥ এই পুরে ছিল মোর জনক রাজন । রাক্ষসে আসিয়া তাকে

১২

গেল নিজ ঘরে। কুমার রহিল তথা চিতার উপরে॥ একটি কুক্কুর হাতে পানিছে কুমার। সেইমাত্র রহিলেন সংহতি তাহার॥ নাহি নিদ্রা উপবাসে
রহে সেইমতে। শ্রীশ্রী: বিপ্রে হর গৌরি চলি জায় পথে॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য দেবি কহিলেন হরে। হের বিপরিত কেহ কভু নাহি করে॥ নারি বিনে পুরুষ
বাঁচায় কিবা মতি। মোর নিবেদন নাথ কর অবগতি॥ আপনে কি যাও কন্যা দেহ প্রান দান। তবে মহাদেব গেলা তার বিদ্যমান॥
এস্থানে কি দ্বিজবেশে কহেন মধুর। থাক কিসা কর তুমি মৃতা কারি কর॥ অনেক প্রকারে তারে বুঝাইল কুমারে। নামানিল হরবাক্য
প্রবোধ ধর্ম্মারে॥ নিবরবে স্নান করি ধ্যান ভগাঞ্জুলি। অর্দ্ধেক কন্যা কে মুখে দেহ তুমি জানি॥ অর্দ্ধেক আইবে তুমি জিব তোর নারি॥
জেমত করিল আজ্ঞা করিল বিচারি॥ কন্যা জিয়াইল অর্দ্ধ পরমায়ু দিয়া। হর গৌরি নিজস্থানে গেলেন চলিয়া॥ উঠিয়া জাগরি
করে প্রাহিমত কোলে। কুমার বলেন হের তোমারে কান্দনে॥ কন্যার সহিত জায় আপনার ঘর। জাইতে নাপারে নিদ্রায় হইল কাতর
॥ বৃক্ষতলে শুইয়া কুমার নিদ্রা গেল। আচম্বিতে নাহি জানি মৃত্যু প্রায় হৈল॥ হইল অনেক বেলা চৈতন্য নাপায়। দেখে এক সদাগর নৌকা বাহি
জায়॥ দেখিয়া কন্যার রূপ নৌকা চাপাইল। প্রনতি পুর্ব্বক তারে অনেক কহিল॥ নৌকাতে জতেক ধন কত আছে আর। জাদি মোর সঙ্গে চল

১৩

কিতহবে দেশে সাধু আপনার দেশা । যাতে নৌকাবাসি স্নান করেন প্রাবেশা । কথা বিবা করিয়া আনিল সাধুসুত ৭-৩

সকলি তোমার ॥ সেইক্ষনে ছাড়িয়া নিশাতে নিজ পতি । নৌকাতে চড়িয়া গেলা সাধুর সংহতি ॥ এমত দেখিয়া যান কন্যার চরিত । কুমারের কর্ণকাঙে তাকে
বিপরিত ॥ চৈতন্য নাহিক আদি বাজার নন্দন । তবে তিরে স্নান স্তুতি করিল গমন ॥ নৌবগপথে সদাগর কন্যা লইয়া জায় । তিরে২ সেকু:কুক পিছে২ ধায় ।
কিরিয়া কুমার পানে তাকে উচ্চরায় ॥ চৈতন্য না দেখে পুন অথেলা সেধায় ॥ এমত হতির কথা সকল বাক ॥ সুরবাড়ি দেখি স্নান চলিল
সত্তর ॥ কুমার নিকটে আসি প্রবেশিল বিস্তর ॥ চৈতন্য না দেখি পায় কা মতায়া তোলে । কন্যা না দেখিয়া স্নানে যাইবারে চলে ॥ আগে তায় কু:কুর
কুমার পাছে ধায় । কতদূর গিয়া সে হারের নাগ পায় ॥ শুনিল লোকের মুখে কন্যার বাখান । গুণধর বদন বটে তাহে নাহি আন ॥ সেনকালে
দিবাকর হইল নি:শেষ । পুর প্রবেশিতে কিছু না পায় উদ্দেশ ॥ সমুথে ধুমাবে থাকে প্রহরি সকল । দেখিল প্রাচির তলে নিকলিত জল ॥
সেইখানে একইটা কু:কুরে খসায় । দুই ইটা খসাইতে পুরকামতায় ॥ একমেই খসায়া বিস্তর কৈল দ্বার । পুর মাঝে সেহি পথে প্রবেশ কুমার ॥
আগে যান পাছে বাত কুমার চলিল । সাধু কন্যা নিদ্রা যায় সকল দেখিল খাটের উপরে দোহে শুতা চর্ম পাশে । দেখিল প্রদিপ জলে তারির দিশে ॥
মত্তাপরি সাধুকে কাটিল ততক্ষন । কন্যাকে লইয়া কোনে করিলা গমন ॥ মুণ্ড হাতে লইল কন্যাকে দেখাইতে । কতদূর চলিয়া গেলেন এহি মতে ॥

চৈতন্য পাইয়া কন্যা দেখিল কুমার । মাধুর মুণ্ড হাতে মধ্যে দেখিল তাহার ॥ কি:কুবে চাহিয়া বক্ত মায় পাছে পাছে । জানিল ইহার কর্ম্ম থাকে কিবা থাকে ॥
তিনাম পরম সুখে তেজে কেন মান । অবশ্য ইহার আমি বধিব পরান ॥ কুমার বলেন কথা এ কোন উচিত । আমাকে ছাড়িয়া তাহে থাকেক সহিত ॥ তোমার
কহিলে আমি কিবিনাম পেলে । অর্দ্ধ পরমায়ু দিয়া বাচিলাম প্রাণ ॥ তাহা লাগি গিয়াছিলা দেশ তার মুণ্ড । খড়্গেতে কাটিয়া তারে করিয়াছি খণ্ড ॥
কন্যা বলে চৈতন্য নহিলে প্রভু যদি । ধরিয়া তুলিব লায়ে রাম হেন বিধি ॥ মুণ্ড কোন দোষা দোষে নিজ নিজালয় । শুনি এতে তাহার পিতা আনন্দিত
হয় ॥ পুত্র বধূ সহ পুত্র লয়া গেলা ঘরে । নানা সুমঙ্গল হইল প্রবেশ মাঝারে ॥ এইমতে কন্যা সহ রহিলা কুমার । ধর্ম্মেন দেশে গিয়া মান্দির
মাঝার ॥ সেলেকি ॥ দিন যামার্থ সায়ং প্রাত: । লিখিব বশত প্রেমবায়ুত । কাল গিয়া গৃহস্থায় তথাপি নমুক্ত আশাবায়ু ॥ মনে২ কথ্যান্তরে করিয়া
বিচার । কু:কুর মারিতে তাকে চিন্তিলা প্রকার ॥ শিব: শুন বোলাবলি বহিলা শয়নে । হেত্রু হইয়া কুমার তারে বলিছিলে ॥ কত কবিরাজ
আনে কইবা ঔষধি । অসাধ্য দেখিয়া রোগ গেলা বৈদ্য যদি ॥ তবে কন্যা ধীরে কহে কুমারের স্থানে । নিবেদন করিব তাদি নয় মনে ॥ অনেক আনয় মম
হইয়াছিল রোগ । তাহাতে হইল সাধ্য জানিয়ে সম্ভোগ ॥ কু:কুর মণ্ডুক মণ্ড্রা কৈলে রোগ হৈকে । তোমার কু:কুর বুঝি সেইচ্ছেন বকে ॥ ইহার মণ্ডুকে নাম

তুমি দেহ বাড়ি। নহে এইক্ষণে আমি নিজ প্রান ত্যজি ॥ শুনিয়া এমত বাক্য চিন্তিত পবন। কু:কুর নিতান্ত মোহ প্রানের সমান ॥ কু:কুর বদনে কত কু:কুর পাইয়া।
কন্যা দেখে হেন রূপ আর না হইব ॥ ভাবিয়া ঔষধ তবে হাতে লৈয়া দণ্ড। কু:কুরের মুণ্ড ভাঙ্গি কৈল খণ্ড ॥ পাতালের কন্যা শুনি এমত কথন। হাসি২ বলিয়া
উঠিল তৎক্ষণ ॥ দুর্ভাবিনি নারি সেই হেন স্থান মাঝে। হেনকি নিষ্ঠুর আছে পৃথিবি ভিতরে ॥ বিক্রম আদিত্য মুখে শুনিয়া প্রসঙ্গ। পাতা
লের কন্যার হইল মৌনভঙ্গ ॥ ভাসিয়া রাজার পদে মালা দিতে জায়। নি বেদবচনে রাজা তাহাকে বুঝায় ॥ এমতে আইলাম আমি প্রধান কারণ।
মৌনভঙ্গী করিলাম আজ্ঞান রচনে ॥ আমার রাজ্যেতে মালা দেহ বিপ্র গলে। এমত শুনিয়া কন্যা বিপ্রস্থানে চলে ॥ মালা গলে দিয়া তাকে
দিল সমুদ্রক। হরিধ্বনি করি সব রাজা গেলা ঘর ॥ সেহি স্থানে রাজা করি সেহিত প্রধান। নিজ দেশে মহারাজা করিলা গমন ॥ হেন ধর্ম
দানধর্ম্ম সেহিজন করে। সেহিজন সিংহাসনে বসিবার পারে ॥ তুমি নহে যোগ্য পাত্র কেন কর সাধ। সিংহের সহিত জেন শৃগালের বাদ ॥
কহিয়া এমত কথা শ্রীবৎস মঞ্জুরি। অন্তরিক্ষে পুতলি চলিল সর্গপুরি ॥ ৩ ॥ ইতি তৃতীয় পুতলি ॥ শুনিয়া সংগ্রাম দেব পুতলির কথা। মনোত্যেশা পাইয়া
রাজা হেট কৈল মাথা ॥ কতক্ষণে মন্ত্রি সাক্ষ করিয়া বিচার। সিংহাসনে বসিবার চলে আরবার ॥ পাত্র মিত্র গনকাদি জত সবপাতি। দানধর্ম্ম পুষ্পচন্দ্র তেইশ সংপ্রতি ॥

এমত শুনিয়া রাজা পাত্রের বচন । কাঞ্চন বসন দ্বিজে দিল বহুধন ॥ শুভক্ষণে আসনে বসিতে রাজা চলে । চতুর্থ পুত্তলি পুর্ব্বকথা উপজলে ॥ নারু ক্রিয়া
সিদ্ধ জেন হৈয়া করে মাত্র । সিংহাসনে বসিবার কিছু নহ পাত্র ॥ বিক্রম আদিত্যে সম পুণ্য জেহি করে । সেহি জন সিংহাসনে বসিবার পারে ॥ রাজা
বলে কিছু তারে প্রাণের দোসর । কিমত করিব বীর্য প্রথ বর্তমান ॥ প্রভাতে কহেন শুন সংগ্রাম রাজন । সাবধানে শুন তুমি অমিয় বচন ॥ এক
দিন সভা করি বসিলা নৃপতি । নবরত্ন প্রিয় স্থানে জিজ্ঞাসে নৃপতি ॥ কহ দেখি বৃক্ষসব প্রাণের বাখান । কোন ফল পায় কৈলে কোন দান ॥
বিচারিয়া বৃক্ষসব কহিল বারতা । রাজার সমীপে কহে দান পৃথক কথা ॥ আসন বসন ভূমি আদি [illegible] স্বর্ণ্ণ দান । স্বর্গভোগ হয় রাজা প্রাণে
নাহি আন ॥ আম দান সমনাহি অতআছে আর । সর্ব্বদান ফল হয় পর উপকার ॥ এহিমতে সভে মিলি কহে ধর্ম কথা । হেন কালে এক বিপ্র
উপস্থিত তথা ॥ [illegible] চারি শ্লোক পড়িয়া আশিস বাণি কৈল ॥ রাজা বলে বৃক্ষসব করিল অশ্রয ॥ অর্থ কিবা বৃক্ষসব কহে নিবেদন । দক্ষিণ
দুঃখিত ব্রাহ্মণ আইল ব্রাহ্মণ ॥ নারি পুত্র পরিবার সদা করে মন্দ । সভে বলে তোমা সহে কিসের সম্বন্ধ ॥ খেদাড়িয়া দিল বিপ্রে পণ্ডিত সুধির । এমত
শুনিয়া রাজা মনে কৈল স্থির ॥ লক্ষ মুদ্রা দিয়া সে ব্রাহ্মণ পরিতোষে । তুষ্ট হৈয়া ব্রাহ্মণ চলিল নিজবাসে ॥ বিক্রম আদিত্য রাজা ছিল হেন দাতা ।

সিংহাসনে নাহি তোমা বিমুখ বিধাতা ॥ এমত কহিয়া জদি প্রভু বেশ্যা স্তুতে । অচৈতন্য হইয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে ॥ ইতি চতুর্থ প্রকরণ ॥ শ্লোক । দাস্যামি দং মম
দক্ষিণ হস্তে বামকর্ণস্য ভূং পদ মেক । এতদুক্তি মধ্যে কর্ণমাসনং ॥ তবে রাজা সংগ্রাম থাকিয়া কতক্ষণ । সিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা করে মন ॥ আত্মা কহি
আসনে বসিতে রাজা চান । স্বর্গে প্রভা প্রজা এমত কালে বলে ॥ এহি সিংহা সনে হিং ক্রিয়া থাকিলে । বিচার করিয়া কহি তাহার মাহিমা ॥ সংগ্রাম
ভূপতি বলে কোন কথা কৈল । বিচার করিয়া তাহা আমি সোধিব ॥ স্বর্গে প্রভা বলে রাজা শুন দিয়া মন । ক্রিয়া থাকিলে সর্ব আছে কোন জন ॥
এক দিন ভূপতি ভাবেন মনে মন । অসার সংসার সব যৌবন জীবন ॥ দা ন ধর্ম কৈলে হয় বৈকুণ্ঠেতে গতি । সংসারে তরিয়াছে অনেক মহামতি ।
নানা দান করিবারে এমহি তাহার । দুঃখিত আনন্দ সুখ নানাবিধ প্রকার ॥ তবে মহারাজা কৈল যজ্ঞ আরম্ভন । পৃথিবীর রাজা সাথে কৈল আগমন
॥ তবে বিপ্র বিয়া করে পণ্ডিত সকল । সর্বকাল কবিত নানা সমাধ্বজন ॥ পাইল একি ক্রিয়া সনিব কারণে । সমাপকে উঠি দায় দক্ষিণা সংস্ত দিলা ।
নঠেক তোজন পর পর্যন্ত বিচার । আকাশ পবন তেজ নাগে চমৎকার ॥ জান্তির মস্তক মধ্যে পর্বত থাকোক । এবা দায় ব্রাহ্মণ নিকটে রহে তব ॥ প্রকথানি
ভক্তিভাবে সিংহাসন রাজা কৈলা । বহু বিধ স্তব করি ব্রিযানে বসিলা ॥ তবে সিংহ আনিল ব্রাহ্মণ আগমন । নবকানের বার্তা দিলা সবকান ॥ কহ ব্রাহ্মণ তোমার বাতিলা ।

আহ্য ভার তাহা দিয়া পুরাইব আস ।। দ্বিজবাসে বিক্রম আছিল নরপতি । মহাধর্ম্ম পরায়ণ সেই মহামতি ।। রাজসূয় যজ্ঞ রাজা কৈল আরম্ভন । মোরে পাঠাইল
সিন্ধুজলের কারণ ।। সিন্ধু বলে নরজন এত দুঃখ মনে । বিক্রম আছিয়ে রাজা শুন্যাছি শ্রবণে ।। চারিরত্ন দিব আমি নৃপতির তরে । মহাতেজ চারি রত্ন
চারিগুণ ধরে ।। একরত্ন অন্নপূর্ণ সকল যোগায় । অন্নবস্ত্র আদি যা য় চাহা পায় ।। দ্বিতীয় রত্নের গুণ শুন অলঙ্কার । তৃতীয় রত্নের গুণ
হস্তি ঘোড়া আর ।। চতুর্থ রত্নের গুণ শুনহে ব্রাহ্মণ । চাহিলে যাবৎ বস্ত পায় ততক্ষণ ।। চারিরত্ন দিলাম আমি রাজার সম্মান । বিদায় হৈয়া
কীর্ত্তি গুণ ভূপতির স্থান ।। হাস্টমনে দ্বিজ চলে রত্নগণ লৈয়া । রাজা র সাক্ষাতে আসি উত্তরিল গিয়া ।। কহিল রত্নের গুণ সিন্ধু দেবার ।
যেমতে সম্মান দিল মনি রত্নগণ ।। ততক্ষণ করিয়া করিল আরম্ভন । নানা দেশ হৈতে আনি যত রাজাগণ ।। যজ্ঞ সমাপন যজ্ঞ কার্য্যে হৈল
নিয়োজন । যেজন যে যোগ্য তারে সেই অর্পণ ।। নানা দান কৈল রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন । আহুতি সাঙ্গ দিয়া সবার মানিল ।। আশেষ দক্ষিণা
দিতে চিন্তে মনে মন ।। ডাক দিয়া পুরোহিতে আনে ত্রিয়মাণে । চারিরত্ন যেন পাইল সমুদ্রের স্থানে ।। চারি রত্ন চারিগুণ মহাতেজ ধরে । বিতোষ করিয়া কহে
ব্রাহ্মণের তরে ।। যেই রত্ন কর ইচ্ছা সেই রত্ন লহ । ইহা হৈতে নাহি তত্ত্ব আর কিছু কহ ।। দ্বিজ বলে যাই আমি আপন মন্দিরে । সুধা পারিজন আদি জিজ্ঞাসি সবারে ।।

১৬

সকলের ইহ থা জায় সেহি বক্রবর । তাহারা ভেই২ থাকবে পশ্চাত কহিব ।। এমত কহিয়া বিপ্র গেলা নিজালয় । সতাক সমিপে গিয়া বিশেষিযা কয় ।। ব্রাহ্মণি
কহেন নাথ সাগ ধ্বংস পাই । সেহি বক্র নহৈ গিয়া জাহে অন্ন মাই ।। ব্রাহ্মণ কহেন বলে অন্নকিছি পাই । সৈথ বস মিলে তাহে চাড়িয়া বেড়াই ।। হনুবলে

তাহাক কহম গেল ঘরে । অনন্তকাল বক্রবরে পরি ভেল সুখে ।। ব্রাহ্মণ
চারিজনে চারিবক্র বেল আনিলাম । পরস্পর বিরোধ সতাব উপবাস
হলে ।। চারিবক্র নহৈতে চাহেন চারিজন । এতে কিছু কাল নাহি সেহ
নাকেম অগ্রসর ।। হর্ষচিত্তে বক্র নহৈয়া বিপ্র সাব ভাম । তার ভেহি
কেহ দান দেয় তাহার সমান ।। সেহিমত সুখ বর্ম ভেহি জব করে । সি

বলেন সংউত সভ্য জানে পাই । ব্রাহ্মণের ধর্ম ভেহি অথে কেহ জানাই ।।
।। বিহানে উঠিয়া বিপ্র স্নানে চলে । তার ভেহি মনোনিত বিশেষিয়া
অন্নবর ।। রাজার সাক্ষাত যদি কহে হেন কথা । চারিবক্র দিব দান
মনোনিত সকল যথায় ।। বিক্রম আদিত্যে রাজা কেন হেন দান । যদি
হাসানে হাসিবার সেহি জন পারে ।। শুনহ সংগ্রাম দেব তুমি যোগ্য নহ ।

নাকির আসন সার ধৈর্য বৈথারহ ।। এমত কহিয়া কথা সংগ্রামের স্থানে । অন্তরিক্ষে উঠিলেন দেখে সর্বজনে ।। ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।। শ্রী ।। অর্ধেক মধ্যে
হয়েতবে সংগ্রাম নৃপতি । কিম্বা পাত্র গণ কিছু যুক্তি ।। মনেত ভাবিয়া দুঃখ নাজে হেঁট শির ।। ক্ষনেক মুর্চ্ছিত হইয়া প্রাণ হয়াস্থির ।। দারুণ মনের সাধ

রাজা পরীক্ষিত চলে সেহি দ্বিজবর । শুভ দিন গিয়া দ্বিপ্র রাজার নাকে ॥ রাজ কার্য্য লাগি লোক ডাকি দিল রায় । সেমিন রাজাকে ... পাত্রমিত্রগনায় ।
ক্ষমাদ করিয়া কোলে ডাকিয়া বসালে । আপন আসনে বিপ্র দেখা সেইক্ষনে ॥ একথা বলিল তাকে অর্দ্ধেক রাজার । ঐমাতৃক করে সত্যে না দেশে ক্রমাং ।
দিলা দিগাজ্ঞকে লোক বাহুন সকল । না পায়া ঞাদেনা সতে হইল বিকি ন ॥ চিন্তিত হইয়া রাজা লোকে আচেতন । মানে মুক্তি তরে করিল
ব্রাহ্মন ॥ রাজ দ্বন্দ্ব দানে ছিল বড় ময় হার । সেবকের ইঙ্গে দিয়া পায়া ইব ব্রাজার ॥ কহিল অপায়ুবন দ্বিকথা আনিব । আদি কেহু বান
কিছু লোকে জানাইবে । সেবক রাজার আয়া হৈল উপস্থিত । তেন কালে কোথাকে সেমিন আচম্বিত ॥ হাব দেখি রাবি নিক
রাজা বিধুমানে । জিজ্ঞাসে পাছুনে কোথাকে মম স্থানে ॥ সেবক কহিল লোকে দিলেন ব্রাহ্মন । চরি না হি কিরি আমি ভনহ রাজন ।
সেস্মার ব্রাহ্মন লোকে দেহ মোর সাথে । তার সঙ্গে দিলা লোক ব্রাহ্মন ন আনিতে ॥ সেবকে দেখায়া দিল সেহিত ব্রাহ্মন । কোথাকে
বসিয়া বিপ্র থাকে ততক্ষন ॥ রাজার সাক্ষাতে আনি দিলেক ব্রাহ্মন । দেখিয়া জিজ্ঞাসা তাকে করিছে রাজন ॥ রাজা বলে শুন বিপ্র নাহিক সংশয় ।
কি লাগি এমত বেশ কহিবে নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মন বলেন আমি লোভ মুক্ত হৈয়া । অনেক কাল রহিয়াছি ক্ষমাকে মারিয়া ॥ অবুক্তি লাগিল লোক বাম হৈল বিধি ।

১৮

নারক ব্রাহ্মণ । আমাকে খাইয়া তুমি ছাড়হ ব্রাহ্মণ । আমার সাক্ষাতে যদি প্রশ্ন বর চাহ । এথো আমা খাইয়া ব্রাহ্মণ পাহ মান ॥ রাক্ষস বলেন
তুমি নাহি কিছু দোষ । তোমাকে ভক্ষিব কেবা আছে হিংসা বোধ ॥ রাজা বলে কোন দোষে হিংসা লেগা দেখি । আমার সাক্ষাতে তাহা কহিরে
বিশেষি ॥ এমত শ্রাপের বাক্য শুনিয়া কহুক । বিনয় বিধানেতে তাহে কহিছে মধুক ॥ পূর্ব্বে ছিলাম বৈশ্য বৃত্তি আছিল আমার । লক্ষ মুদ্রা
এহি হিংসা লইয়াছিল রাক ॥ সেহি মুদ্রা পরি লোর লাগিল ব্রাহ্মণ । রাখিল জনম মম দেবের কারণ ॥ আইল অমিত্র এক অবধূত বেশ
সন্ধ্যাকালে মোর স্থানে করিল প্রবেশ ॥ কেহ নাহি তত্র কেন রহে উপবাস । তার অভিলাষে মম হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ রাখি আপনে
আইল । সেই অপরাধে আমি রাক্ষস হইলাম ॥ এহি হিংসা লক্ষ মুদ্রা করিলেক রাক । তাহা দিলে প্রাণ রক্ষা করিবাম সাক ॥ রাজা বলে লক্ষ
মুদ্রা দিল এখন । তথাপি করিব রক্ষা সেহিত ব্রাহ্মণ ॥ সেহি স্থানে লক্ষ মুদ্রা আনি তারে দিল । রাক্ষস পাইয়া মুদ্রা নিজস্থানে গেল ॥
লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিপ্র কৈল পরিত্রাণ । তবে বিপ্র মনেতে করিল অনুমান ॥ এমত ধার্ম্মিক নাহি পৃথিবীর মাঝে । আপন সহিত ছাড়ে ব্রাহ্মণের কাজে ॥
পরাক্রমে রাজাকে বুঝিল স্বনর্থক । তাহা মম রক্ষ কর্ম্ম নাহি সেহি থাক ॥ এমত ভাবিয়া নিজ গৃহে চলি গেল । ব্রাহ্মণের স্থানে গিয়া তারক কহিল ॥

আনিয়া করিবে দণ্ড উচিত নিধি ॥ এমত শুনিয়া রাজা অর্জ্জুন বচন । অচৈতন্য হইয়া রাজা ভাবয়ে কতক্ষণ ॥ মনেতে ভাবিয়া উপায় চিন্তে কিছু কৈল । অর্জ্জু
নেরে তবে কিছু কহিতে লাগিল ॥ শুনহ কিরিটি বিপ্র মম কর্ম্ম দোষ । শুন আদি পাণ্ডু তাহে তরে কিবা রোষ ॥ তোমাকে বধিলে শুন পাপের থাক ।
কেবল অর্জ্জুন হবে না দোষি নিশ্চয় ॥ বল শোকে যদি তুমি কেমনে পরাক্রম । তোমাকে বধিয়া মম হবে কোন ধর্ম্ম ॥ তাহে বিপ্র নিতান্ত
লক্ষ মুদ্রা লহ । না করিহ হেন কর্ম্ম শান্ত হইয়া রহ ॥ এমত শুনিয়া বিপ্র রাজার বচন । আশিস করিয়া কিছু কহে নিবেদন ॥ তুমি মহারাজা
বহু ধর্ম্ম অবতার । তোমা পরক্ষিতে আমি আসিয়াছি ক্ষমাবঃ ॥ অর্জ্জুন পোষণ করিলে জিবন । লক্ষ মুদ্রা দিয়া মোকে করিলা রক্ষণ ॥ বুঝিবারে
তবে আমি কেমনে হেন কর্ম্ম । পুত্র শোকে দুঃখিয়া আসিয়া নিশ্চয় ধর্ম্ম ॥ মারিলাই ক্ষমাহ আহোয় মোর মাকে । আনিয়া দিলেন তত
রাজার গোচরে ॥ কিন্তু দেখি মহারাজা হইলা অজ্ঞান । দেখিয়া হৃদে ব ধর্ম্ম সাক্ষী কর ॥ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিপ্র করিলা বিদায় । হেন রাজা
বিক্রম আসিয়ে মহাশয় ॥ তাহে সিংহাসনে বসিবারে কারে সাধি । নানা রত্ন সহেজন ধুমধাম বাদ্য ॥ এমত বচন কহি বজ্রমেশে দার । সপ্তম স্বর্গে
উড়ি গেল স্বর্গপুরি ॥ সংগ্রাম নৃপতি তবে হইল চেতন । অপমান লোকে রাজা বাক্যে অর্জ্জুন ॥ ইতি দশম হরনি ॥ ১০ ॥ অনেক অন্তরে লইয়া থেকিয়া

রাখে তারে নাহিক প্রত্তন। সোবা সঙ্গে নাগরিয়া হইনাম বন্দি । সকল তোমাকে দ্বিপ্র কহিনাম সন্ধি ॥ তবে দ্বিপ্র চলিলেন গৃহের ভিতর ।
পরম সুন্দরি কন্যা দেখে দ্বিজবর ॥ রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা উর্ব্বসি ইন্দ্রানি । গন্ধার্ব্ব কিন্নরি পদ্ম উর্দ্ধ মোহিনি ॥ মূর্তি ভাবেন দ্বিজ নিজ
মনে মনে। ব্রিতম্ম থাকিব স্থান সেখা সোহাগলে ॥ আসি মধ্যে দ্বিথা দ্বিপ্র কহে সবকথা । তোমা হৈতে মৌন ভঙ্গ হইব সর্ব্বথা॥
মৌন ভঙ্গ করি যদি কন্যা দেহ দান। নাহিলে ত্যজিব প্রান তোমা হিথমান ॥ দ্বিজ উপরোধে চলে বিক্রম আদিত্য । পাতাল
প্রবেত চলে বেতাল সহিত ॥ তারি দ্বার দ্রুত্য প্রারি দেখিল নৃপতি তারদ্বারে তারি পঙ্খু থাকে দিবারাতি ॥ মৃনাল মুকুর হাড়ি বাহাবের
দ্বারি। সেইকি লাউমিয়া গেল গৃহের মাঝার ॥ রাজাকে দেখিয়া দিন বসিতে আসন । সেইকালে রবি অস্ত সন্ধ্যা আগমন ॥ রাজা বলে
কন্যা অত্যবাদি তারি থাম । মৌন ভঙ্গ করিয়া সাধিব নিজকাম ॥কি বিতিনা পারি হয় রজনি প্রভাত। করিবে উচিত সাস্তি তোমার সাক্ষাত।
প্রথম প্রহরে এক রাতি হাসকহে। সর্ব্বার উপারে কন্যা মৌন হৈয়া রহে। সম্ভোপানে কহে কথা বেতালের স্থানে । বোত্ত্রম কবি অপারি প্রশ্ন এখানে ॥
প্রথম প্রহরে কহে শুন শেষ সারি। তারি নিত্র বিদেশ চলিল যুক্তি করি ॥ চলিতে অরণ্য পাথে হইল সর্ব্বরি ॥ বৃক্ষতলে রহে সতে উপবাস করি ॥ প্রথম প্রহরে

পতিনা দেখিয়া কন্যা দুঃখিত কৈল মন। নিত্য২ করে কন্যা দেব আরাধন ॥ বিদ্যাধরি পঞ্চকন্যা আইসে নিতি নিতি। কুমার আইসে সঙ্গী
হইয়া সাবধি ॥ সাবধি রাখিয়া তারা দেব পাবে জায়। হেনকালে রাক্ষসি সাবধি নাগ পায় ॥ দেখিয়া কুমার মূর্ত্তি যুক্তি কৈল মনে।
ইহাকে লইয়া বিবা দিব কথা মনে ॥ এতবলি অন্তরিক্ষে তারে লইয়া গেল। নিজস্থানে লইয়া তারে কথা বিবা দিল ॥ দিনে তোতা করি
রাখে রজনীতে নর। কুমার রহিল তথা হইয়া বর্ব্বর ॥ এমা দুই কন্যা করে দোহার কলন। এক চিত্তে হইয়া কিবেন দুইজন ॥
আন্তরিক্ষে বিদ্যাধরি করেন ভ্রমন। দৈবগতি রাক্ষসির মুখে আগমন ॥ পাক্ষিমুখে সব বানি শুনিয়া সুন্দরি। মনেতে ভাবিয়া
মনে বলে বিদ্যাধরি ॥ রাক্ষসি নাহিক তথা কথা গেল জানে। তোতা লইয়া বিদ্যাধরি জায় হেন কালে ॥ কপাটেত রাক্ষি দেখি
মনায়া কেমনি। সেইক্ষনে পূর্ব্ব মূর্ত্তি কুমার হইল ॥ পূর্ব্বমাঝি বিদ্যাধরি একত্র হইয়া। স্বামি লয়া জায় তারা উবিত হইয়া ॥
রাক্ষসির কন্যা দেখে তোতা নাই ঘরে। পাছে২ ধাইয়া তারে কতো ধরে বলে। তিন কন্যা টানাটানি কুমার লইয়া। সতে বলে পতি মোর
নাদিব ছাড়িয়া ॥ কেহবলে তোমার ইহাতে নাহি দায়। বলিবে কপাটে স্বামি কোনজনে পায় ॥ কপাটের আগে মাকি করেন বিভাম।

২৮

অসম্ভব কিম্বা। নারাশিব দীপ তোকে কহিপ্র সর্ব্বথা ॥ তৃতীয় প্রহরতরে হইল উপস্থিত। ইতি হাস কহে প্রন বিক্রম আদিত ॥ সম্ভ্রান্ত্রিয়া
কপাট নৃপতি কিম্বা কহে। প্রথবান বর্দ্ধমান এক রাজা বরে ॥ রাজকথা বিবাহ্যে ধনেক করিবাইল। কথোদিনে সেহি পুত্র সর্পাঘাতে মৈল ॥ আইল
তাহার নারি সতি পতিব্রতা। দাহন করিতে স্বামি নাদিল সর্ব্বথা ॥ মেউ বান্দি স্বামি লয়া ভাসিলেন জলে। কত দূর যেয়ে গিয়া লাগে নদি
কুলে ॥ দৈবগতি তথাতে দেব ঋষি। নিযে গুজা করে হর বিরিবান্ধ ঁহবি ॥ দেখ্যালে সেহি মাতেকিকে জ্ঞান। কিম্বা তমি মৃতা কিম্বা
কিহ বিখমান ॥ কিষ্টাল কহে যদি এমত বচন। কাহিতে লাগিলা তবে নিজ বিবরন ॥ সর্পাঘাতে মৈল স্বামি কহিলাম কথা। ইহার
সঙ্গীতি আমি মরিব সর্ব্বথা ॥ এমত শুনিয়া মনে দয়া উপজিল। কি ব্রিতে নিবেষ প্রবশ উপাসনা দিল ॥ ফল পুষ্প নৈবেদ্য তাহারা দেরা
দিল। তাহা দিয়া ভক্তি ভাবে হর আরাধিল ॥ তুষ্ট হয়া মহাদেব তারে বর দিল। জিবেক তোমার স্বামি নিশ্চয় কহিল ॥ এমত সময়
পত্র বিশ্বাধিরি দান। শিব আরাধিতে তথাতে আগমন ॥ হবিবর দিল জিয়া উঠিল কুমার। সেহি পত্রকস্যা তবে হইল আত্মসার ॥ দেখিয়া
গুণের পাত্র সকল গুণ কি। বলে তমি নয়াগেল আপনাকে পুকি ॥ সভার কানিজো তাহি তাকে দিব বিয়া। হর্ষমতি বলে তথা দেব আরাধিয়া ॥

তলেবলেন বেতাল। বালক ব্রাহ্মণ পায় শুন মহিপাল॥ এমত অষ্টাবক্র বাক্য শুনিয়া নৃপবরি। খাটের উপর হৈতে নামে প্রণাম করি॥
হরিষ করিয়া খাটে মাকে নাম। আপনার প্রত্যু সব করিল দুই পাত॥ অসম্ভব কিমাশ্চর্য কথ্য এমাবি কহ। চারি কিম্বা কাহিলাম
কিছু মান নহে॥ এহিমত মোনবশ হৈল কন্যার। রাজাকে ববিত চলে নয়া পুষ্প বৃক্ষ॥ বিনয় বচনে রাজা কহে তোর স্থান।
আমি প্রশ্ন করিলাম ব্রাহ্মণ কারণে॥ সমস্বর দেহ ভুমি প্রাঙ্গী ন ক্ষমাকে। অধিকারি হৈবা এহি বসাতল স্থানে॥ রাজার আজ্ঞায়
কন্যা ব্রাহ্মণে রবির। ব্রাহ্মণেকে রাজ্য দিয়া নৃপতি চলিল॥ এমত আছিল রাজা বিক্রম আদিত্য। তার সিংহাসনে সার
কাঞ্চি আলো চিত্ত॥ শুনহে সংগ্রাম দেখ নাতঃ নাহি তোমে। সিংহে বরিবেজেন স্থান অতি ভোকে॥ এমত কহিয়া স্বর্গে বিদ্যাধরি
গেল। মুর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল॥ ক্ষণেক থাকিয়া রাজা পাইল চেতন। প্রাবোধ করেন ভূপে পাত্র মিত্রগণ॥
ভূতি সপ্তম পুতলি ৭॥ তবে রাজা সংগ্রাম থাকিয়া কতক্ষণে। পুনর্ব্বার বসিবার জায় সিংহাসনে॥ এমত সময় চন্দ্রপ্রভা কহে কথা।
সিংহাসনে সার রাজা নাহিক সর্ব্বথা॥ বিক্রম আদিত্য ছিল এহি সিংহাসনে। তাহাতে বসিতে পারে কাহার পরাণে॥ বিক্রম আদিত্য

২২

বাক্ষসির কিথা পায় শুন মহিপাল।। এমত শুনিয়া কিথা কপালের কথা। তুমি বিক্রম জানিতার মানে নাগেতিআ।। আমার কপালে ঐথা কিহে
অনোচিত। মণ্ডু২ করি কাটি ফেলিল ভুবিত।। দ্বিতিয় প্রহর গেল মৌন ভঙ্গ নয়। বিক্রম আদিত্যে মনে উপজিল ভয়।। চতুর্থ প্রহরে
রাজা কহে ইতিহাস। আর সম্বোধিয়া কহে করি উপহাস।।
পরম তপস্বী সেই বীর্য অবতার। কতো দিনে তার আরে জন্মিল ক্ত
অন্ন নাহি গতি।। এক দিন সেই যে রক্ষ আবর্তন। বালক তাহা
বালক ধরিয়া দিল থাকার ভিতর।। দাসি নিজো জত করে
সময় দাসি বালক পোষিল। মধ্যে পুত্র করিয়া বালক জিয়াই

একি বিধি আছিল নারী একি মাঝ। বীর জনে তরক ভজনে শুনি রাজা।
মাক।। দ্বিজপত্নি পতিব্রতা সতি কুলবতি। স্বামির সেবন বিনা
ক তথা কৈল আগমন।। স্বামী মাইবার তরে উপরোধ করে।
ধর্ম আবর্তনে। এক্ষণি চলিয়া গেলে আথ্য প্রায়োজনে।। এমত
ন।। বালকের তবে দাসি কৈল পুত্র দায়। এক্ষণি আসিয়া

পুত্র দেখিবারে পায়।। এক্ষণি বালক লৈয়া করি উবাচলন। সেইকাল দ্বিজ ঘরে আইলা আপনি। এক্ষণ বলেন এতনয় আমার।
নাহিকি দোহার দয় কহিলাম সার।। তিন জনে জড়াজড়ি লইয়া কমার। বন দেখি আছে এই বালক কাহার।। শুনিয়া মাতের

কি কাজ সাক্ষি আমি হইয়া থাকব। কেবল পাপের ভোগ অবনী ভিতর ॥ এখন রাজাকে দিব দণ্ড কৈল মন। অগ্রহবি রাজা পালো ফনিন
প্রাক্ষন ॥ ফল দিয়া প্রাক্ষন কহিল বিবরন। অমর হইবে ফল খাইলে তক্ষন ॥ ফল হাতে লইয়া রাজা রাখে নিজস্থানে। ফল পাইয়া রানি তবে
চিন্তে মনে মনে ॥ স্বামি পান আছেন আমার উপপতি। তাহে যদি ন দিব আমি ছাড়িল যুবতি ॥ তার সঙ্গে আমার হইল অতিপ্রীতা।
থাকিব অনেক কাল হবে সুখ ভোগ ॥ এহি বলি ফল দিল তার পান হাতে। সেই অতিপ্রীতা তার ছিল বেশ্যা সাথে ॥ সেহি ফল
স্বামি সে বেশ্যাকে দিল দান। সেমিয়া উত্তম ফল কৈল অনুমান। ফল ভেটী দিল নিয়া রাজার গোচর। ফল দেখি মহারাজা ভাবিত
অন্তর ॥ রাজা বলে এহি ফল দিল কোন জন। স্বরূপে কহিবে নহে বধিব জিবন ॥ বেশ্যা বলে স্বামি সহ মোর অতিপ্রীতা। প্রেমানুরাগেতে
সেহি ফল দিল মোরে ॥ বিচার করিয়া রাজা চিন্তে দেখে মনে। তির্থ পর্য্যটনে গেলা ছাড়িয়া সংসারে ॥ পাত্রমিত্র গন রাজ্য করিয়া
বিচার। রাজ্যের পালন করে নৈয়া রাজ্যভার ॥ কতদিনে মুথরা নামা রাক্ষসি আসিয়া। ভক্ষন করে এই মনিষ্য খাইয়া ॥ পাত্রগন রাক্ষ
সি কৈল নিবারন। রাজ্য নাশ না করিহ শুন নিবেদন ॥ নিয়ম করিয়া এই সভে কহি তোমা। একই পুরুষ নর নিতে দিবত সর্বথা ॥ প্রত্যেক তক্ষকে

রাজা অপথ্য করিব। সে পথ্য করিলে রোগে নিশ্চয় কহিল ॥ তবে রাজা জিজ্ঞাসিল কহ পথ্য কথা। কোন পথ্য কৈলে রাজা রহিবে সর্ব্বথা ॥
শুনি কহিলেন রাজা শুন সাবধানে। এক দিন গেলা রাজা মৃগয়া কাননে ॥ অশ্ব থাকিল ধরি সৈন্য লইয়া সাথে। অরণ্যে দেখিল এক মৃগ আচম্বিতে ॥
তার পাছে ঘোড়া ছাড়ি দিলেন রাজন। ঘোড়া ভিয়াজায় দ্বৈব ঝাড়ি সোহিবেন ॥ হেনকালে হইল দিবস অবশেষ। অরণ্য ভিতরে মৃগ
করিল প্রবেশ ॥ কতদিন গিয়া রাজা এক দ্বিজালয়। রোদন করি হে বিপ্র কিছু খাহি কয় ॥ বিনয় বচনে উঁহ জিজ্ঞাসে তাহাকে।
কি কারণ কাঁদ বিপ্র কহিবে আমাকে ॥ বিপ্রবরে দেখি জেমা উত্ত মহাশয়। পূর্ব্ব হেতু জে হইল করি নিবেদন ॥ এ দেশের নাম রাজ্যে
অবন্তি নগর। তাহে হরি নাম পূর্ব্বে ছিল নৃপবর ॥ রাজার রক্ষিতা ইন সুমঙ্গলা নামা। তাহার রূপের নাহি দেখি যে উপমা ॥ এক বিপ্র
এই দেশে পাত্রের থাকিল। কহিয়া কপোত তপ দেব আরাধিল ॥ তুষ্ট হইয়া ভবানি দিলেন বরদান। বর মাগ বিপ্র তোমা জাহা লয় মন ॥
শুনিয়া দেবীর আজ্ঞা হরিষ ব্রাহ্মণ। কোন বর লব এত চিন্তে মনে মন ॥ ভাবিয়া কহিল বিপ্র শুনমা অভয়া। অমর করহ মোরে যদি কর দয়া
॥ এক ফল ভবানি দিলেন তাঁর হাতে। জে খায় অমর হবে কহিল সাক্ষাতে ॥ ফল দিয়া ভবানি হইল অন্তর্দ্ধান। মনে২ বিপ্র ভাবে কেন অপমান ॥

পাত্র মিত্রগন আসি করিল প্রনতি। রাজকার্য্যে সভাকে দিলেন অনুমতি ॥ রাজনিতি দেখিয়া সভার আনন্দিত। দিবস বহিয়া গেলা রাত্রে উপস্থিত ॥
পাত্র মিত্রগন সভে বিদায় হইল। কেবল নৃপতি মাত্র থাকিত রহিল ॥ প্রবেশ করিল গিয়া মন্দির ভিতর। বসিল নৃপতি সিংহাসনের উপর ॥
প্রাহরে ২ আসী রাক্ষসী হৈর্থাক। শ্লোক পাড়ি প্রত্যুত্তর মাগয়ে তাহার ॥ শ্লোক ॥ কথং বৈরস্মতেরাজা আসা বৈত্তরনি নদি।
কথং কাম দুহা ধেনু কথমস্তনন্দনং বনং ॥১॥ কেবা বৈরস্বতো রাজা কেবা বৈত্তরনি। কামধেনু কাম বির কহিবে বাখানি ॥
নন্দন কানন কিবা কহিবে আমাকে। নাকহিতে পার যদি তক্ষিব তোমাকে ॥ প্রত্যুত্তর শ্লোক ॥ ক্রোধ বৈরস্বতো রাজা আসা বৈত্তরনি
নদি। বিদ্যা কাম দুহা ধেনু সন্তোষং নন্দনং বনং ॥২॥ রাজা বলে ক্রোধ তুমি বচন আমার। ক্রোধ বৈরস্বতে রাজা জেকিছে সংহার ॥
আসা বৈত্তরনি নদি ক্ষমা নাহি জার। বিদ্যা কাম ধেনু জাহে মন্ত্রে দুঃখ তারে ॥ সন্তোষ নন্দন বন কহিলাম সার। তাহার দেখ সেবলে
রাখিবা দেখ আর ॥ প্রথম প্রহরে যদি প্রত্যুত্তর পাইল। দ্বিতীয় প্রহরে আসি আর শ্লোক কৈল ॥ শ্লোক ॥ প্রবাসেচ কর্ত্তামিত্র: কর্ত্তামিত্র
গৃহেষুচ। অথ আতুর অন্তামিত্র: কন্তামিত্র মৃতেষুবা ॥ প্রবাসেচ কেবা মিত্র গৃহে মিত্র কেবা। অথ আতুরে কেবা মিত্র মৃতকে কহিবা ॥ প্রত্যুত্তর

নোত মোহে ক্ষয় ॥ শুনিয়া রাক্ষসি তবে হইল উতলা । উত্তর করিল রাজা মন অভিলাস ॥ চরিশ্লোক পড়িয়া পাইল প্রাদুর্ভব । তেনকালে
প্রর্ত্ত দিলা উদিত ভাস্কর ॥ রাক্ষসি বলেন আর না মানিব এথা । রাখ্য তোমার ভুমি কহিল সর্ব্বথা ॥ একবারি মুদ্রা চলিলেন অস্থানে ।
রাজাকে থেলিলে হৃতি হৈল বিষমানে ॥ দেশে রাজা বসিয়াছে মহত্তার উপর । উদিতে কাহিল গিয়া সেতার গোচর । শুনিয়া অঙ্কুর
জন্যপাত্র মিত্রগণ । সত্বরে চলিয়া গেলা রাজার সদন ॥ প্রনাম করিয়া সভে বৈলা তারি তিত । বিস্মিত হৈয়া কহে রাজা রাক্ষসী চরিত ॥ আজি
তেজে মুরে গেল রাক্ষসির ভয় । আর আপনার এথা জানিবে নিশ্চয় ॥ রাজার মুখেতে শুনি এতেক প্রবন্ধ । শুনিয়া সভার মাঝে
হইল আনন্দ ॥ আইল দেশের লোক রাজ সম্ভাসনে । আসির্ব্বাদ কৈল আসি জতেক ব্রাহ্মণে ॥ দ্বিজগনে বেদপাঠ আসে বারবার ।
সুতেহুলে অতিরেক করিব রাজার ॥ নানা বাদ্য লয়ে নাচে বহু উপায় ন । অতিরেক জন আনি থোলায় ব্রাহ্মণ ॥ এমত মঙ্গল কথা কহে দ্বীপ
কথা । নারিবির প্রতিশিক্ষ কহিল সর্ব্বথা ॥ আর প্রাতিমুর্ত্তি আসি সেহি রাজ পথ । হইব ব্রাহ্মণ রাজা থাকে নাহি মথ ॥ এমত করিয়া সেহি থাকিল
ব্রাহ্মণ । পান পাসারিয়া রাজার বন্দির চরণ ॥ সভে অতিরেক কৈল ব্রাহ্মণের তরে ॥ সকল ব্রাহ্মণ গানে বেদধ্বনি করে ॥ রাজা করি ব্রাহ্মণ রমায়

২৩

শেলাক ॥ প্রবাসে বিদ্যা মিত্রঞ্চ ভার্য্যা মিত্র গ্রাহেষুচ। অথাতুর ঔষধী মিত্র গঙ্গা মিত্র মৃতে:পর। প্রবাসেতে বিদ্যা বিদ্যা মিত্র ভার্য্যা মিত্র গ্রাহে।
অথাতুরে ঔষধি মিত্র মৃতে গঙ্গা তাহে ॥ তৃতীয় প্রহরে শেলাক পড়ে থাবরাক। আসিয়া রাজার আগে রাক্ষসী কহে থাক ॥ শেলাক। পৃথ্বী
গুরু তরাকাচ কিমুচ্চ গগনা দপি। তৃনাং লঘুতরাকাচ পবনাত্রে চনহস্তকিং। কহ রাজা প্রযুক্তর কহিয়া বিচারে। পৃথ্বী হৈতে বড় কেবা
কহিবা আমাকে ॥ কিম হৈতে লঘু কেবা কহ রাজন। বাত হৈতে শি প্রগতি চলে কোন জন ॥ প্রযুক্তর শেলাক ॥ পৃথীব্যা গুরু তরা মাতঃ
পিতোচ্চ গগনা দপি। তৃনাং লঘুতরা চিন্তা বাতা শিঘ্রতরং মন। রাজা বলে পৃথ্বী হৈতে গুরুতর মাতা। গগন হইতে উচ্চ: মানি নিজ
পিতা ॥ তৃন হইতে লঘু চিন্তা জানিহ রাজন। পবন হইতে আগে শিঘ্র চলে মন ॥ তৃতীয় প্রহর গেল চতুর্থ প্রহরে। আসিয়া রাক্ষসী তারে
জিজ্ঞাসে রাজারে ॥ শেলাক। কিম্বা উৎপাতে ধর্ম্ম কিম্বা ধর্ম্ম বিবর্দ্ধতে। কিম্বা স্থাপ্যতে ধর্ম্ম কিম্বা ধর্ম্ম বিনশ্যতে ॥ কোথা ধর্ম্ম উৎপত্তি
কোথা বৃদ্ধি হয়। কোথা ধর্ম্ম স্থাপন কিমতে জায় ক্ষয় ॥ বিক্রম আদিত্যে বলে শুন নিশাচরি। জে জিজ্ঞাসিলে তাহার উত্তর আমি করি ॥ প্রযুক্তর শেলাক ॥
সত্যেতে উৎপতি ধর্ম্ম দয়া ধর্ম্ম বিবর্দ্ধতে। ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্ম্ম লোভ মোহ বিনশ্যতি ॥ সত্যেতে ধর্ম্মের পতি দয়াতে বাড়য়। ক্ষেমাতে স্থাপন ধর্ম্ম

আজ্ঞা কৈল মহারাজা আইল সিন্ধুপতি ॥ দশ দিন এমতি করিয়া হৈল গেল । রত্ন লইয়া দশ দিন মধ্যে উত্তরিল ॥ দেখে আসি নদী তীরে
হইল উপস্থিত । হেনকালে মেঘ বৃষ্টি হইল আচম্বিত ॥ পার হৈতে নৌকা নাহি দেখি তাহাতে থাকে । হেনকালে দেখা দিল এক সদাগর ॥ কহিল
আমারে পার করি দেহ পার । সিদ্ধ করি তোর থাকি কিঙ্কর রাজা
নিয়ম বিধানে ॥ রাজ আজ্ঞাতে যদি আজি মোর হয় । অবশ্য
অবশ্য করিব পার সিদ্ধ জানি তাহে ॥ কিঙ্কর বলেন পঞ্চরত্ন রত্নময়
তারে । পার হইয়া গেল তবে রাজার গোচরে ॥ পঞ্চরত্ন দিয়া তবে
করিয়া কহিল নিবেদন । রত্ন লইয়া নদী তীরে কৈল আগমন ॥ তৈ
ক ॥ দশ রত্ন লইয়া যাই নৃপতির স্থানে । দশম দিবস আজি
কাটিবে রাজা নাহিক সংশয় ॥ সদাগর বলে যদি পঞ্চরত্ন দেহ ।
। রাজ আজ্ঞাতে তাই দেহ কত ভয় ॥ এমত ভাবিয়া পঞ্চরত্ন দিল
কৈল নমস্কার । রাজা বলে পঞ্চরত্ন নাহি দেখি আর ॥ যোড়হাতে
রে উপস্থিত হইল ঘোর অন্ধকার । তবে হৈল হইলাম কিসে হইব পার ।
নদীর মাঝারে এই করিতে চিন্তন । অকস্মাৎ এক সাধু দিল দরশন ॥ পঞ্চরত্ন লইয়া সেহি পার কৈল নদী । নিবেদন তোমার চরণে শুন বিধি ॥
দশম দিবসে আজ্ঞা করিলে নিশ্চয় । আজ্ঞা হইতে রত্ন মোর রক্ষিত নয় ॥ রাজা বলে বড় অদ্ভুত বিচক্ষণ । রত্ন দিয়া কৈল পার আজ্ঞা বিলক্ষণ ।

চার॥ অশোক কিংশোক প্রমি চম্পক ভুলক॥ ইত্যাদিয় পুষ্পেতে লম্বীত তরুগন। উত্থান সোভিছে জেন নন্দন কানন॥ উত্থ সরোবর
সোভা করিয়াছে আর। কমল কুমদ কল্লোল পান করয়ে॥ পরীবানে বান্ধিত ঘাট তারতক সোভা। নানা ফুলে মধুকর মধুগন্ধে লোভা॥
মলয় পবন মন্দ বহে সুশীতল। পাষানে সোপান বান্ধা সুনির্ম্মল জল॥ নিরবধি চরণে উত্থান বিবর্দ্ধিন। আয়ুকেদি মানি যদি
হিমু আগমন॥ এমত শুনিয়া রাজা কানি পাতে তান। সত্ত্বর হইল ইচ্ছা দেখিতে উত্থান॥ চোদল বহিয়া চলে সর্ব্বেক সিহানি।
মুখ সত্ত্য দিল অত মালিগন মিলি॥ হথা নয় সত্ত তেত্তালে চাঁদর। আতর গোলাপ নয়া করে আগুবার॥ মৃগমদ অম্বুল চন্দন কেহ
লয়ে। অগারু কর্পূর আদি নানা গন্ধ চয়॥ দুশেক দুশেক জন গা খান বাজান। নানা বাদ্য বাজে অতি শুনিতে মোহন॥ উত্তরিল
গিয়া রাজা উত্থান মাঝার। দেখিয়া উত্থান সোভা কৌতুক অপার॥ উত্থান ভিতরে আছে বিচিত্র মন্দির। তাহাতে বসিলা রাজা
সরোবর তীর॥ নারীগন সংস্তুতি করিয়া শুন মেনা। মন্দিরে বসিয়া প্রথম সভাকার মেলা॥ শুনি গান নৃত্য গীতি করি কতক্ষন। ফিরাবন দেখিয়া
মোহিত নারীগন॥ কেলি করতলে বহু বিবিধ প্রমানন্দ। দেখিয়া কলাকেকাল হইলেন বন্ধ॥ এরিমতে মহারাজা উত্থান বিহার। একবিধ

২৭

এমত করিয়া তারে পুরস্কার কৈল। হেনকালে এক বিপ্র উপস্থিত হৈল ।। আপন দুঃখের কথা কৈল নিবেদন। পত্নি পুত্রবধূ কন্যা চারি পরিজন ।।
আমা দিয়া পত্রতজন (?) অধিকষ্ট পাই। তিন দিন উপবাস কিছু খাবে নাই ।। এমত কহিল যদি রাজার সাক্ষাতে। সেই ক্ষণে পত্রতজ্ঞ (?) দিল
তার হাতে ।। এমত কহিল দান বিক্রম আদিত্য। তুমি সিংহাসন যোগ্য নহ কদাচিত ।। ওনহ সংগ্রাম দেব নাকরিহ সাধ। সর্ব্ব
সহিত যেন মস্তক হিব বাদ ।। এমত কহিয়া মানিপুত্তলি সত্য গেল। আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ।। ইতি নবম পুত্তলি সংবাদ ।।
সঃম লোক লাজে রাজা দিন কতক্ষণ। সিংহাসনে বসিতে ক্ষমায় হইল মন ।। হেনকালে মানিকিনা কহে কিছু কথা। সিংহাসন যোগ্য
তুমি নাহও সর্ব্বথা ।। বিক্রম আদিত্য সম শ্রেষ্ঠ যেই করে। সিংহাসনে বসিবারে সেই জন পারে ।। বত্তাবনে সেই রূপ কৈল কোন
কর্ম্ম। তাহার পুণ্যের কথা কহিতে মর্ম্ম ।। মানিকিনা কহে রাজা কর অবধান। বিক্রমাদিত্যের ধর্ম্ম পুণ্যের আখ্যান ।। একদিন সিংহাসনে
বসিছে নৃপতি। নানাজন সহিতে বসিছে তাহমতি ।। গোপাল যেমন সাত বসন্ত সময়। উদ্যান রক্ষক এক হেনকালে কয় ।। নিবেদন মহারাজা তোমার
ভবনে। নানা পুষ্প বিকসিত বিনোদ উদ্যানে ।। যুতিন কেতকী আর মন্দার কাঞ্চন। মালতি মাধবি লতা বকুল বন্ধন ।। কুন্দাদি নবলতা মল্লিকা

বচন ॥ পুতলির কথা শুনি সংগ্রাম রাজন । অপমানে লাজ পায়া হইল তখন ॥ ইতি দশম পুতলি ৭ ॥ অনেক দৈন্য পায়া-
সংগ্রাম রাজন । সিংহাসনে বসিবার প্রশ্ন কৈল মন ॥ সুমিত্রা পুতলি তবে কহে একাদশা । সিংহাসনে রাজা তুমি নাহিক সাহস ॥
বিক্রম আদিত্য রাজা কেন জোড়হাত । কেহ আদি করি প্রশ্ন তাহার সমান ॥ সেহি সে বসিতে পারে এহি সিংহাসনে ।
নিরস্ত হইয়া তুমি থাক এইখানে ॥ রাজা বলে আর কোন প্রশ্ন কৈল শুন । বিস্তার করিয়া তাহা কহিবে স্বরূপ ॥ পুতলি
কহে শুন সংগ্রাম রাজন । যে প্রশ্ন করিল তাহা শুন দিয়া মন ॥ আছিল রাজার সেনা বৈষ্ণব একজন । নাহি কিছে-
পুত্র কন্যা নাহিক যে তার ॥ একমাত্র তার চিত্ত আছিলেন তথা ন । মনেতে চিন্তিয়া তবে হইল সাবধান ॥ রাজার বাড়ীতে সেবি
অতি লোক বেশে । ধর্ম কর্ম করি তারা গেলা স্বর্গবাসে ॥ নানাদা ন করে নানা তীর্থ পর্যটন । শ্রীকৃষ্ণ পূজন সেবা অতি সেবন ॥
অপত্য বিনা লোক অন্য নাহি মন । এ বিষয় নাহিক বাপ্পে হিংসা নাহি দেখে । কেবল আমার দেখি বিশেষ আবেশে ॥ পরকাল বাঞ্ছিতি
নাম মত্ত হয়া বলে । সিংহাসন ইন্দ্র রাজা তাহা পাইবা জলে ॥ এতেক চিন্তিয়া মনে জানিল বিবেক । দান ধর্ম কৃষ্ণসেবা কৈল অতিরেক ॥

২৮

তপকরে সর্ব্বের তিকে ॥ বহুকাল তপ করেন অনেক কষ্টেতে । শিত বাত কে [illegible] উপবাস বহুতর ॥ দেখিয়া রাজার তপ সুখ বিহার শ্রবণ ।
মানে হ তপস্যা করেন অপ্রমান ॥ ইন্দ্রের অধিক সুখ করেন রাজন । অপসরা নারে জেন বিদ্যাধরিগন ॥ বহুকাল বরি আমি তপস্যা করিন ।
কেবল দুঃখের পার সম্পদ নহিল ॥ আর দুঃখ সবিবেতে সমুদনা জায় । সুখের সামগ্রী নাহি কিহবে উপায় ॥ দ্বিজ আদি যের
অঙ্কশের দান । তাহিনে বাঞ্ছিত পার নয় মোর মনে ॥ এতেকতি বিয়া মনে তপস্য প্রাঙ্গন । রাজার সাক্ষাতে দ্বিজ গেল ততক্ষণ ॥
প্রনাম করিয়া রাজা প্রতিনা করেন । কোন কার্য্যে তোমার এমত কথা গমন ॥ দ্বিজবরে তপ আমি বহুকাল করি । আর আমি তপ দুঃখ
সহিতে নারিব ॥ দেখিয়া তোমার সুখ সম্পদ উখান । আগে মন মনসুখে তোমা বিদ্যমানে ॥ এইক্ষণে তুমি নাহি যদি দান দেহ মোকে ।
তাহার লইয়া সুখে রহিত মনের কৌতুকে ॥ এমত শুনিয়া রাজা প্রস্তী ন বদন । সত্যেক সুন্দরি দিল প্রত্যাদেশ স্থানে ॥ করিল উত্থান
দান বিলাস মন্দির । সরোবর দিব আতি সুস্থির নীর ॥ দান দিয়া এক্ষানে ন পাতি গেলা থাকে । কিন্তু সংগ্রাম ইহা কে করিতে পারে ॥
তাহার আশ্রমে সবে নাহি বাস নাজ । সিংহেকে জিনিতে যেন কুঃকুরের সাজ ॥ এমত কহিয়া তবে মানিল না গেল । উঠিয়া আকাশ পথে অন্তর

সমাচার ॥ কৌতুকে চলিয়া গেল বিক্রম আদিত্য । সরোবর নিকটে হইয়া উপনিত ॥ কলকাষ্ঠা দেখি তবে দয়া উপজিল । মনে২ নরপতি ভাবিতে লাগিল ॥ পর উপকারেতে আর কিছু নাহি সুখ । পর পিড়া মাত্র পাপ জানিবে কারণ ॥ অসার সংসার ধন জিবন যৌবন । পরহিতে কেনে হয় মর্তেতে গমন ॥ এমত ভাবিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মন । আপন স্কন্দেতে খড়্গ দিল ততক্ষণ ॥ স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া ত্বরিত । ইন্দ্র হইতে সভা কাষ্ঠ দিল আচম্বিত ॥ হইল আকাশবাণি শুন মহারাজ । পুনশ্চ এমত তুমি না করিবে কাজ ॥ দেবের সকতি ক্রমে ভোজরাজে মারে । নর মুর্ত্তি হৈয়া দোহে গেল স্বর্গ ধামে ॥ বিক্রম আদিত্যে রাজা ধর্ম্ম অবতার । নিজ প্রাণ দিয়া করে পরের উপকার ॥ শুনরে সংগ্রাম সেন কহিলে তোমারে । আমাদের যোগ্য তুমি কোন সাহসে বরে ॥ কোন পুণ্য কৈলে তুমি সিংহাসনে যাবে । কেনেবা করিতে চাহ আপন প্রমাদ ॥ এমত কহিয়া তবে সুমিত্রা পুতলি তথ মরা নাগরে অতি বিক্ষে গেল চলি ॥ সংগ্রামে নৃপতি সোকে পৈল ভমিতলে । সান্ত হৈয়া পাত্রগণে নৃপতিরে তোলে ॥ ইতি একাদশ পুতলি ॥ ১১ ॥ তবে রাজা সংগ্রাম অলকিয়া কতক্ষণ । পুনর্ব্বার সিংহাসনে হইয়া কৈল মন ॥ শুভক্ষণ করি রাজা বসিবার জায় । দ্বাদশে সুনন্দা নাম পুতলি বুঝায় ॥ বিক্রম আদিত্যে রাজা ছিল পুণ্যবান । ভোজন করিলে স্বর্গ তাহার সমান ॥

সকল প্রাণীদেহে ছিল জড়বৎ হলে । সংসার ছাড়িয়া গেল তীর্থ পর্য্যটনে ॥ ভ্রমিতে২ গেল নিব গিরি তটে । এক সরোবর দেখে তাহার নিকটে ॥ কমল কুমুদ
তাহে প্রস্ফুটিত নিত্য । তাহার দক্ষিণে এই পক্ষি দেখে অতি ॥ দূরেতে দেখিয়া পাক্ষি থাকিলেন তথা । দেশান্তরি দেখে মাত্র কাটা দেখে মাথা ॥
এই দেশান্তরি রাজা ছিল ধর্ম্মবান । পূর্ব্বজন্মে কৈল বহুবিধ ধর্ম্মদান ॥ একদিন হৈল তাকে দেবের নিমিত্তে । রাজার প্রান্তেতে এক আইল
অতিথ ॥ বসিতে আসন দিল তাম্বুল কর্পূর । সঙ্কোচিত হইয়া সেবে নত্যাকারি ষষ্ঠ ॥ সকল সামিগ্রী দিয়া চিন্তে মনে মনে । দেশান্তরী
ছিল এই তাহার বিরা আসে ॥ কাটিল তাহার কণ্ঠ মাংসের কারণে । দেখিয়া অতীথ করে শ্রীহরি স্মরণ ॥ ওরে বেটা আমি কত মাংস
নাহি খাই । জিবহিংসা করিতে তোমার ভয় নাই ॥ তোর বেটা পক্ষী খাইয়া নতিবে জনম । পশু হলে কেনে বেটা মুর্খ অভাজন ॥ জিবহিংসা
সম পাপ আর নাহি দেখি । অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে লেখি ॥ তোর মাথা কাটিনি বেটা পারে সেই যোনি । দেশান্তরি হইয়া বেটা জানহ
আপনি ॥ এমন অতিথ তাকে সাপ বাক্য কয় । তবে ধরিয়া রহে কহিল বিনয় ॥ সাপ ক্ষমা করি কৃপা কর মহাশয় । কৃপা করি অতিথ হাসের সন্নান
কয় ॥ যদি কেহু কবে ধর্ম্ম কাটে নিজ মাথা । অতি পাপ হবে হব কহিল সর্ব্বথা ॥ মনেতে ভাবিয়া তবে কৈল যুক্তিসার । কিছু কাম থাকিলে মন্নানে কৈল

ধন হারাসির পুত্রের সাক্ষাতে ॥ কিন্তু যদি সেহি চিত্র আমি পাই দেখা । এহমা নাহবে তবে মম প্রাতি লেখা ॥ এমত ভাবিয়া চিত্রকর মনে মনে । সখ্যাসির
বেশ ভাবে ধরিল তখনে । সদাগর আনয়ে হইল উপস্থিত । তাক্তিকদি ধামে সাধু ফেলিয়া অতীত ॥ এক্ষনের বিধান জিজ্ঞাসে সদাগর । কিআজ্ঞা করেন
তাহা কহিবে সত্তর ॥ সখ্যাসি কহেন যখন সতিনাথ পাই । সেহি যদি দেখ অন্ন তাব হস্তে খাই ॥ সদাগর পুত্রবধু স্থানে গিয়া কহে । তুমি যদি
দেহ অন্ন তবে ধর্ম্ম রহে ॥ সতি হস্ত বিনা অন্ন না তক্ষে সখ্যাসি । কিমতে অতীত মরে ঘরে উপবাসী ॥ কণ্ঠা বলে বন্ধন করিয়া পারি দিতে । যদ্যপি
কাপড়েতে অঙ্গ না পারে দেখিতে ॥ এমত কহিয়া কথা করিল রন্ধন । সেবিঠ যানেতে অন্ন লইল যেখানে ॥ সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকি অন্ন আনি দিল । কেবল অঙ্গুলি
এক সখ্যাসি দেখিল ॥ বজানি রাখিয়া চিত্রকর গেল যাবে । নিমিষ কিছুর মূর্ত্ত পাতের উপরে ॥ সেহি বাক্য সেহি মুখ সেই হস্ত পাত । সেহি হস্ত সেইপাত
নয়নে যাতি ॥ সেহিত মস্তক কেশ কঙ্কন বিরচন । তাতিরূ যবাতি সেহিক হির নির্ম্মান ॥ নির্ম্মাইয়া পাতে মূর্ত্তি গেল বাসা স্থানে । বাহাসাহানে
হেন মূর্ত্তি নাহিক ভুবনে ॥ প্রকৃত মূর্ত্তি যদি কল্পিত হয় । কন্যাকে দেখিলে চিত্র করিবে প্রত্যয় ॥ চিত্রপাট নিবেদয়ে করে হাত করি । আমার শকতি তাকে
আনিতে না পারি ॥ তুমি যদি মনে কর কিবা নাহি হয় । কন্যাকে আনিয়া দেখ চিত্রের প্রত্যয় ॥ তবে মহারাজা যুক্তি ভাবে মনে মনে । সতি পরনারি

সেহিজন সিংহাসনে পারে বসিবার । অন্যজন বৈসে হেন শকতি কাহার ।। রাজাসনে কোন প্রশ্ন কৈল সেরাজন । বিস্তারিয়া কহিবে তাহার বিবরণ ।। এতবলি
কহিলেন রাজা শুন দিয়া মন ।। নানাগুণ ধরে চিত্রকর একজন ।। রাজার প্রধান আসি রহিল নিরবধি । নৃপের সাক্ষাতে তাহা কেহ নাহি কহে ।। বিক্রম আদি যেরূপ
চিন্তিয়া মনেতে । একদিন গেলা রাজা মৃগয়া করিতে ।। সেহি চিত্রকর ছিল বড়ই চতুর । খাইবারে কেন দিন উদ্দুর করিবে(?) ।। যথা রাজা মৃগয়া করিতে
গেলা বনে । তথা গিয়া একাগ্র রহিল এক স্থানে ।। শ্রমযুক্ত হইয়া রাজা বৃক্ষতলে থাকেন । অশ্ব চরাইয়া গেলা সেহি বৃক্ষমূল ।। সেহি বৃক্ষতলে
বসি চিত্রকর ছিল । আইতে রাজাকে নাহি কেহ জানিল ।। অলক্ষিতে পূর্ব দিন করিতে ভক্ষণ । জিজ্ঞাসিল রাজা তারে তুমি কোন জন ।। চিত্রকর বলে আমি
আসি এই দেশ । নাহি তোমার স্থানে উপদেশ বিশেষ ।। জিবজন্তু যেবা আর মূর্ত্তি লিখি পাছে । আমার যে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাহি মাথে(?) ।। এক অঙ্গ কোথায়ে
সর্ব্বাঙ্গ চিত্রহয় । চিত্র তার অবয়ব কিছু ভেদ নয় ।। এমত শুনিয়া রাজা লোক দিল সাথে । অবসর কালে চিত্রকরারে সাক্ষাতে ।। মৃগয়া করিয়া রাজা
গেলা নিজপুরে । হেনকালে সাক্ষাতে কহিল চিত্রকরে ।। এ নাম করিয়া কল্লে শুন সর্বনাশ । ছয়মাস রহি আসি করিব সাক্ষাত ।। এতেক শুনিয়া তবে মাগিল মেলানি ।
ঘরে গিয়া চিত্রকর করে অনুমানি ।। শুক্লাদি চন্দন গন্ধ সামগ্রী সাবি(?) । তাহার উপরে রূপ নাহিক আপারি(?) ।। পাছে যদি সেহি মূর্ত্তি পারি নির্ম্মাইতে । তবে

হইয়া স্থানে ভ্রমিতে লাগে। অনেক ভাবিয়া কালে স্থির চিত্ত নহে॥ হাতির বসন তুমা সুয়ন ভক্ষণ। ভাবে উন্মত্ত জেন কহেন এমন॥ তারি মতে
বন গিরি ফিরে সর্ব্ব দেশ। বিরস আছিলে সুখে কহিন প্রবেশ॥ চন্দন পঞ্জার মূর্ত্তি দেখিলেন পাছে। মায়ে হাত দিয়া কালে তাহার নিকটে॥
নয়নে দেখিনু তোর প্রতিরূপ মূর্ত্তি। ভাবিতে আমাকে কেন না দেহ তুমতি॥ সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়ে তোর নাহি কিছু কথা। কোন খানে
বহিব সেহি তুমি কেন এথা॥ ভাবিতে পাইয়া সাধু কহয়ে এমন। রাজার সাক্ষাতে গিয়া কহে একজন॥ নৃপতি সাধুর তরে আনে ধরি
মান। লোচন কহর কেন প্রাণেতের স্থান॥ সাধু বলে ভাই চিত্র পত বিমুরতি। আছিল আমার মনে সতি অনবতি॥ একমাত্র দেবা
নির আছিল সমুখে। সংসার জানিয়া কিবি তবে থাকিলে॥ তাহার মুরতি পাছে দেখি আচম্বিতে। তাহার কারণ প্রাণ চলিবু
ভাবিতে॥ নৃপতির চিত্তেতে হইল স্মরণ। বিকল দেখিয়া কহে স্থির কর মন॥ পাইবে রমণী তোমার আগে তোহি মতন রূপী
আনি দিব তবে তোমা বিলম্বে॥ এমত কহিয়া তার স্থির কৈল মন। হরষিত হইয়া কৈল রঙ্গন ভোজন॥ শয়ন করিতে নির্জ্জন স্থানেতে
বাসা দিল। শয়ন করিয়া শুনে তথা নিদ্রা গেল॥ রাজা বলে কেতন তোমারা শুন কথা। অনাক্ষিতে নরকন্যা সাগর ভ্রমা॥ চলিন

৩১

আমি আনিব কেমনে ॥ চিত্রের প্রথমে তাহা আনি রাখ চাই । মতান্তর নাহি হলে তাথে দোষ নাই ॥ এখানে দেখিয়া পাই শুভ প্রকরাৱ । মানে ভাবিয়া
রাজা যুক্তি কেন সাধে ॥ ডাকিয়া রেতন অর্থ করিব দোহারে । আনিবে চন্দন গন্ধা নাধুইবে তারে ॥ রাজার থাকে লেতারা চলে অইজন । যথতম
উপরে দেখে কন্যার যখন ॥ নিদ্রাতে আছিল কন্যা রজনির শেষ । তম ত সময় যদি করিব প্রবেশ ॥ খাট সহ তুলিয়া লইল হরে যাদে ।
সেহিমতে লয়ে গেল রাজার সাক্ষাতে ॥ দেখিয়া কন্যার রূপ বদন ছে ন ভূপ । নিজ হস্তে বিধি কিবা নির্মাইল রূপ ॥ চিত্র পাট আনি
দেখে নাহিক বিশেষ । তবে কন্যা তেম পাট নাহি চিত্র লেখা ॥ চি ত্রকর সমান করিব রাহুতের । কন্যাকে রাখিব নিজ হাবির ভিতর
॥ রাখিল বাদ্যিন খাবে নাহি গান হয় । এহিমতে রহে কন্যা পুপ দেরবা সরে ॥ তথা প্রভু সদাগর রজনি প্রভাতে । কন্যা খাবে না দেখিয়া
রূপে সচাকিতে ॥ মাথে হাত দিয়া সত করেন ক্রন্দন । কেন বুঝির বিয়া বইয় দেবগন ॥ কিবা অভিশাপ তার হইল ছিলো তর ।
কিবা দোষ জানবে হইবে কোন জন ॥ বানিয়া কন্দিয়া প্রভু সাধুর নন্দন । কত দিন রহি শাকে কেন আপন ॥ কন্যার অবস্থা জিজ্ঞাসিল পিতা
স্থানে । কহিব কন্যার কথা প্রত বিশমানে ॥ শুনিয়া পিতার মুখে কন্যা নাহি খবে । হায় রে চন্দন গন্ধা বলিয়া ফুকারে ॥ অতেক

যেন তথা আউ নগর মাঝে । সেইমত নগর বাসে সাধুর সাক্ষাত ॥ চৈতন্য পাইয়া সাধু উঠিয়া বসিল । যেমন ঘুমাইয়া থাকে জাগি তেমন দেখিল ॥
নয়ানে২ দেখা হইল ঘড়ি ক্ষণ । কেহ দোহা দোষ দেহে করয় ক্রন্দন ॥ শুন হে চন্দন সাধু কি যাইছিলে কোথা । আমারে ছাড়িয়া তুমি কি কর্ম তথা
তথা ॥ কন্যা বলে নিবেদন শুন প্রাণনাথ । সবিশেষ কহি আমি তোমা
শুন কিছু নাহি মনে ॥ দৈব এক প্রহর ভেল দেখেন আসন । প্রবেশ
সেখানে কাহার আমি কহিতে না পারি ॥ তথা যথা আনিল কেবা দেখা
অখ্যান । ভ্রমিয়া অনেক দেশ গহন কাননে ॥ বিক্রম আদিত্য সহ
তুমি থাক তথা তথা । হেনবুঝি সেই বাক্য ফলিল সর্ব্বথা ॥ এই
র সাক্ষাত ॥ অন্দর ভিতরে আমি ছিলাম শয়নে । কোন জন কোথা
নাজানি তথা কিছু নাহি তত্ত্ব ॥ সন্ধান যোগায় তত্ত্ব কৈল এই নারি ।
তব সনে । সকল কহিল বাপ তোমার চরণে ॥ সদাগর বলে স্বামী তোমা
দেখে নয়ন । আশ্বাস করিয়া মোর স্থির কৈল মন ॥ আনিয়া দিলেন
মত আনাপাসে বজার প্রভাত । পাত্র সনে নগর রাজা বসিলা সতত ॥
কুমার সদাগর তথাতে গমন । কহিল রাজার স্থানে কন্যা আগমন ॥ রাজা বলে কন্যা তুমি নগরে আছ দেখা । বিস্তারিয়া সমস্তারে জানিল বিশেষ ॥
সেই কন্যার পতি তাহাকে সমর্পিয়া । যেমন প্রধান বিধ অর্দ্ধরাজ্য দিয়া ॥ পুরোহিত রাজনে পাঠাইয়া দিল দেশ । বিক্রম আদিত্য প্রভু করিল

এক প্রহরি তমাতে দেখিল অপ্রমাল। ত্রাহাতে আছেন দেবি অপ্রকাবি নাম ॥ প্রাব প্রাবেসিয়া জপ কৈল নিরন্তর। তুষ্ট হইয়া অপ্রকাবি হইলা গোচর ॥
এক মনি বস্ত্র দিলা বহুগুন ধরে। নাড়ানাড় কমলা মানি থাকে তার ঘরে ॥ এ তিজবা বৃদ্ধমত্রি থাকে ক্রমাচিত্র। সেই ক্ষনে জুবা হইল ব্রাহ্মন
নিশ্চিত ॥ তোমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইল বিশেষ। মোর পুণ্য কিত্তি রাজা গায় সর্ব্ব দেশ ॥ এতবলি রাজাক হরষিত মনি দিল প্রগাল
করিয়া মনি আশিস করিল ॥ প্রনাম করিয়া রাজা মাগিল মেলানি। চাড়িয়া গুজরি প্রাপ্ত চলে নৃপমনি ॥ চক্রবর্ত্তি দলে রাজা জানবারা
পাসে। বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মনে দেখিল আচম্বিতে ॥ অতিশয় বৃদ্ধ কাহিল জবা জীর্ণ কায়। যষ্টিকা ধরিয়া হাতে হেট হইয়া জায় ॥ ব্রাহ্মন
দেখিয়া রাজা নামিলা ত্বরিত। রাজা বলে বিপ্র তুমি চলিছ কো আছে ॥ ভিক্ষা করি ফিরি তাকে কহিলা ব্রাহ্মনে। ব্রাহ্মন দেখিয়া
রাজার দয়া হইল মনে ॥ ব্রাহ্মনের গলে তবে সেই মনি দিল। সেই ক্ষনে বৃদ্ধ দ্বিজ যুবক হইল ॥ সোনার বরন তনু নবিন বায়েস।
পাকাচুল আছিল অসিত হৈল কেস ॥ সেই মনি দিল তাকে আর কিছু বল। ফিরে ২ দ্বিজ তবে করিল গমন ॥ ব্রাহ্মনি দেখিয়া তারে প্রাছিলি ঘরে। জিজ্ঞাসা
সিল কেবা তুমি জাবা কোথা কারে ॥ অতেক বানক গন দেখিয়া পলায়। অদ্ভূত প্রবেশীতে সাতে মাচ্ছিরা ক্ষেপা ॥ বিপ্রবন এই কিরা হইল প্রমাদ।

আপনার প্রাণ তোমার সদনে। এ তোর প্রবনে প্রবণের তার মন॥ বিক্রম আদিত্য যদি শুনে এহি কথা। রাক্ষস মারিয়া কন্যা বান্ধিবে
সর্বথা॥ এহি মত দুঃখিমনে কেন এত মান। কন্যা আশ্বাসিয়া গেলা রাজা বিদ্যমান॥ কহিব কন্যার কথা জাতক প্রকাশ। পুনর্বার তাকে
রক্ষা করিব অবশ্য॥ প্রবণের সহিত চলিলা সেহি দেশ। কন্যার পুরেতে গিয়া করিল প্রবেশ॥ দিবা অবসানে রাজা হাতে চর্ম অসী।
জাগিয়া রহিল রাজা সজোপনে বসি॥ হেনকালে রাক্ষসের হইল আগমন। মারিতে রাক্ষস কন্যা করে ক্রন্দন॥ মুখ দিয়া অগ্নি
আর পদামাত। উচ্চনাদে কাটে কন্যা মাথে দিয়া হাত॥ হেনকালে নৃপতি হাতে খড়্গ জান। সম্মুখে যাইয়া তাকে ডাকিয়া দিলেন॥
লেতে পাপিষ্ঠ ত্রাস করিস প্রকার। নাকি আমার হাতে নাহিক নিস্তার॥ খড়্গ চর্ম লয়া রাজা হইল আগুসার। রাক্ষস উঠিয়া
তোর বল মাত্র॥ দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ বাজিল সংগ্রাম। দেখাদেখি দোহাদোহি নাহি বিশ্রাম॥ কতক্ষণে মহারাজা পাইল সংকেত।
মহাবীর রাক্ষসের খড়্গ কৈল ছেদ॥ রাক্ষস পড়িল যেন পর্বত প্রমাণ। এহি মতে রাত্রি শেষে প্রভাত বিহান॥ কন্যা বলে মহারাজা কৃপা
কৈলে যদি। তোমাকে রাখিল আমি নিয়োজিত বিধি॥ আমি নিবেদয় তুমি সতার আশ্রয়। কহিব তোমার সেবা করিব নিশ্চয়॥ রাজা বলে

কতবাৰ পাৰে সেহি দেখেন স্বপন । যদিবৰ পাচে আমি বাণ্ডিয় লক্ষণ ॥ তাহাকে কাটিলে জ্ঞান হৈব উন্মাদ । সপন দেখিয়া ৰাজা হৈল
অংকাৰ ॥ অনেক প্ৰয়াস কৈল না পাৰিল যদি । বিষম জানিব মোকে বিড়ম্বিল বিধি ॥ তিৰ উপৰাস কৈল খুনাইৰ ৰিৰল । ৰাজাৰ বলে
আছে মোৰ বলিষ্ঠ লক্ষণ ॥ এহি যদি শুনিয়া বাণেশ্বৰি প্ৰাণিকা ৰ । সহজে তাহাৰ পাপ হৈব আমাৰ ॥ পৰ উপকাৰ কৰি দিয়া
নিজ প্ৰাণ । সেহি জন ভৱ সিন্ধু পাৰ পৰিত্ৰাণ ॥ এমত ভাবিয়া মনে নৃপতি চলিল । কৈতান ৰাহুলে তথা উপস্থিত হৈল ॥ চলিল ৰজনি যোগে
উমা সাধোৰৰ । সৰোবৰ দেখি হৰষিত হৈল অন্তৰ ॥ প্ৰণমিলে অন্তৰ্য্য যুগতিৰ নিজ প্ৰাণ । উপকাৰ কৈলে সৰ্ব্ব পৰিখ্য নিদান ॥ এমত ভাবিয়া
প্ৰবেশ সৰোবৰ মধ্যে । হাতে মৰা লৈয়া দিল আপনাৰ গল ॥ দেৱ গণ দেখিয়া ৰাজাৰ হেন কৰ্ম্ম । পৰ হেতু হেন কেবা কৰিয়াছে কৰ্ম্ম ॥ ৩৩
আপোন জিবন দিয়া কৰে উপকাৰ । এহেন কৰিতে কাৰ শকতি আছা ৰ ॥ এতবলি দেৱগণ সত্বৰ গমনে । কাত্যায়নী হৈল সত্তা তাৰ হস্তে হৈলে ॥
হৈল আকাশবাণী শুনহে ৰাজন । না কৰিহ ভয় তুমি শুনহ বচন ॥ তুষ্ট হৈলাম দেখা দেখিতেৰ কাৰ্য্য । সৰোবৰে জল উগাৰিয়া দিব
কৰ্ম্ম ॥ সেহি ৰাতি মাৰি জল সম্পূৰ্ণ হৈল । নিজ স্থানে সকল দেৱতা চলি গৈল ॥ দেখি চিত্ত লৈৰ ৰাজা হৈল আনন্দিত । নিজ দেশে চলি গৈলা

কতবাৰি পাৰে সেহি দেখেন স্বপন । যদিবৰ পাহু জমি বাঞ্ছিয় লক্ষন ॥ তাহাকে কাটিলে জান হইব উদ্ধাৰ । স্বপন দেখিয়া ৰাজা হইল
অহংকাৰ ॥ অনেক প্ৰয়াস কৈল না পাইল যদি । নিশ্চয় জানিল মোকে বিড়ম্বিল বিধি ॥ তিন উপবাস কৈল ধৃতৰ ৰাজন । ৰাজাবলে
আছে মোৰ বত্রিশ লক্ষন ॥ আমি যদি শুনিয়া বাদেতে প্ৰাণ [illegible] ৰ । সহজে তাহাৰ পাপ হইব আমাৰ ॥ পৰ উপকাৰ কৰি দিয়া
নিজ প্ৰাণ । সেহি জন ভব সিন্ধু পাব পৰিত্ৰাণ ॥ এমত ভাবিয়া মনে নৃপতি চলিল । কৈতান বাহনে তথা উপস্থিত হইল ॥ চলিল ৰজনিযোগে
উমা সৰোবৰ । সৰোবৰ দেখি হৰষিত হইল অন্তৰ ॥ পূৰ্ব্বদিনে অবধ্য ধৃতৰ নিজ প্ৰাণ । উপকাৰ কৈলে সৰ্ব্ব অবধ্য নিৰ্দ্দাৰ ॥ এমত ভাবিয়া ৩৫
যোগে সৰোবৰ স্মৰিলে । হাতে খড়্গ লৈয়া দিল আপনাৰ গলে ॥ সেৰ গীৰ দেখিয়া ৰাজাৰ হেন কৰ্ম্ম । পৰ হেতু হেন কেবা কৰিয়াছে কৰ্ম্ম ॥
আপন জীবন দিয়া কৰে উপকাৰ । এহেন কৰিতে কেবা উচিত আমাৰ [illegible] ৰ ॥ এতবলি দেৱগন সত্বৰ গমনে । কাত্যায়নী হইল সাক্ষাত তাৰ হস্তে হইল ॥
হৈল আকাশবাণী শুনহে ৰাজন । নাৰাচৰ মস্ত জমি শুনৰ কাৰন ॥ তুষ্ট হইলাম দেখ দেখিতেৰ কাৰ্য্য । সাৰোবৰে জন উঠ আদৰিয়া দিব
কাৰ্য্য ॥ সেহি বাৰি মধ্যে জন সম্পূৰ্ণ হইল । নিজ স্থানে সকল দেবতা চলি গেল ॥ দেখি চিত্ত শেষ ৰাজা হইল আনন্দিত । নিজ দেশে চলি গেলা

পুৰন্দৰ আমাকে আনিল। তাৰ ৰূপ বোৰ্ব্বেজীৰ বিৰহ মমহাত্তে মৈল॥ তাহাকে ৰহিবা তুমি এইৰূপ উচিত। তবে কিয্য মনেত হৈলা আনন্দিত॥ পুৰন্দৰ
গানেকিয্য মালা ওনি দিল। পুৰন্দৰে ৰাজ্য দিয়া নৃপতি চলিল॥ এমত আছিল ৰাজা বিক্ৰম আদিত্য। সিংহাসনে যোগ্য তুমি নহ কদাচিত॥ সিংহা
সনে বসিবাৰ কেনেকৈৰ সাধ। হৰিনী হৈয়া জেন সিংহ সম্বাদ॥ এমতে কহিয়া তবে ৰোহিনি পুতলি। এতেকে বিক্ৰম আকাশ গমনে
গেল চলি॥ শুনিয়া সভায় সেবে পুতলিৰ কথা। হায় হায় কৰে ৰাজা মানে পায় ব্যথা॥ ইতি চতুৰ্দ্দশ পুতলি॥ ১৪॥ তবে ৰাজা সংগ্ৰাম
থলকিয়াকি আক্ষেপন। পুনৰ্ব্বাৰ আমানে বসিতে কৈল মন॥ আশা কৰি চায় ৰাজা বসিবাৰ তাকে। পঞ্চদশ পুতলি কহেন ফিৰে ফিৰে॥ এহি
সিংহাসনে ছিল বিক্ৰম আদিত্য। ঔদাৰ্য্য কৰিলে পুন্য বৰ্ণায়ে নিশ্চিত॥ তবে ৰাজা জিজ্ঞাসিল কহ সব কথা। কিমত কৰিল আৰ কৰিবে
সৰ্ব্বথা॥ পুতলি কহেন ৰাজা কৰহ শ্ৰৱন। বিক্ৰম আদিত্যে ৰাজা বিদিতু অৱন॥ সৰ্ব্ব দেশে অনিষ্টীতে ফিৰে তাৰ চৰ। এক চৰ আসি কহে ৰাজাৰ
গোচৰ॥ শুন ৰাজা নিবেদন কৰিয়ে তোমাৰ। কাশী দেশে এক ৰাজা চিত্ৰসেন নাম॥ আছে কি জানে এক দিন সৰোবৰ। না জুটে তস্মাতে জল দেখিয়া
ফাকেৰ॥ উপবাস কৰি ৰহে বিষ্ণুক নিকটে। লক্ষ লক্ষ খেয়ে কেন জল নাহি উঠে॥ অন্ন আহাৰ তিন দিন ৰহে নিৰাহাৰ। তবে মহাদেৱ তাৰে সপনে দেখায়॥

বিক্রম আদিত। চিত্ররেখা পরি পুর্ব্ব দেখিসবেবর। পারনা করিবে সাত উপবাস পর॥ হেন রাজা বিক্রম আছিল নরনাথ। কারিব প্রাণমুণ্ড
না করিব ভয়॥ শুনহে সংগ্রাম সিংহ তুমি নরনাথ। আমারে বসিতে যুক্ত নাহিক মাত্র॥ এতেক কহিয়া তবে পুত্তলী হইল। অন্তরিক্ষে
আকাশ গমনে গেল চলি॥ ইতি পঞ্চপুত্তলী কথা॥ ৫॥ তবে রাজা সংগ্রাম ভাবিয়া মনেহ। পুনর্ব্বার বসিবার তারে সিংহাসনে॥
রাজা পুত্তলিকে কহে ইন্দুরাতি। সিংহাসনে কেন তুমি নাহি দেহ নৃপতি ॥ বিক্রম আছিল কি এই সিংহাসনে। নাহিক তেন তাহা সাহকির
কেন॥ এমত শুনিয়া রাজা পুত্তলির কথা। প্রথম কিম্বহ কৈল্যকাহি এ সর্ব্বথা॥ পুত্তলি বলেন রাজা কর অবধান। মন দিয়া শুন তার
প্রথমে আখ্যান॥ একদিন গেল রাজা তীর্থ পর্য্যটনে। নর্ম্মদা নদির তীরে স্নানের কারণে॥ পুরুষ নাহি জোগি দেখিয়া করিয়া স্নান
দান। জপ তপ কৈল তথা বিবিধ বিধান॥ কত দিন রহে তথা কিছু ক্ষত আবাহিলে। এক বিপ্র তথা দুঃখ চিন্ত মনে॥ রাজনে নাহিক জানি
সখনে নিবাস। জিজ্ঞাসিল তারে করিয়া আশ্বাস॥ কহ বিপ্র কি ভয় পাইলে কোনস্থানে। বিনাশিয়া কহিবে আমার বিদ্যমানে॥ আমার
নিকটে তুমি না করিহ ভয়। রাখিব তোমাকে আমি সবেহে নিশ্চয়॥ বিপ্র বলে নৃপতি কহিয়ে নিবেদন। আমার বিরোধে আসিয়া বেসি বন॥

নৃপতি ২

নাকেতিমা তলে তোগিপ্রিবিব বাজাক ।। জডাজোড় করিয়া পাড়িল ভূমিতলে । মান্দিপদানে পতি ওটিল হেনকালে ।। মতাবিধি নৃপতি লইল আগু
সাব । অনাম্বিতে মুণ্ডকাটি ফেলিল তাহাক ।। পাইল বাক্ষস যদি বাজাব নিকট । মোহিনী বাজাব আগে হইল জোড় কবি । বিনয় কবিয়া তোপ
কবে নিবেদন । তোমাব প্রসাদে হইল বাক্ষস নিধন ।। শুআব কহি লে লোকে ওয় নিবাবিয়া । এসাকাদ্দি আপলে আমাকি কিক বিয়া ।।
আছুয়ে পিতাব বন তাহাক সাতকে । মিথ্যা যদি হয় তবে নয় পরতেক ।। কনক বৃক্ষতোমাব প্রধান তাহাক । হিবা নিয়া আদি কবি লেখেন
তুলাক ।। বক্তমানি আদি কি তাহাক তবঙ্গ । যাহা দেখি মুনি গনমন ○ হয় তঙ্গ ।। বাক্ষসেক সিদ্ধিমান আছে বিদ্যমান । সর্বসিদ্ধি হয় যাতে
সর্বত্র কথাব ।। যাহা চাই তাহা পাই মনে ইচ্ছা কবি । লোকে বিযাক্ত বিজুলি মাক তাহি দিবি ।। এতেক শুনিয়া বাজা কন্যাব বচন । কহিলা
তাহাকে কিছু ধর্ম বিবরণ ।। প্রান্তবের হেতু আমি আইলাম এথা সুখবকব দ্বিজে কহিব সর্বথা ।। বাজা আজ্ঞা হইল যদি মানা নয়া
কবে । গলেমালা শুনিয়া দিলেন দ্বিজবাক ।। প্রান্তবে বাজা কবি দিয়া সর্বস্ব । বাক্ষসেব সিদ্ধিমনী লইল বাজন ।। হেনকালে বাম বিপ্র বিজয়
হইলে । মনিষ্যা সেনে এমা মাকিয় কেমনে ।। সাক্ষুন দিং হেব তয় বাক্ষসেব ডয় । নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইব অবিশ্য ।। যদি যম্মা থাকে বিঘ্ন

কহিনু সর্ব্বথা ॥ এতেক কহিয়া তবে যক্ষ পঞ্চজন । জয়ধ্বনি রাজে তারা দিলেন তখন ॥ নির্জ্জনে শুইয়া রাজা রানি দুইজন । প্রভাতে দেখেন যক্ষগন ॥ শুন প্রজাগন যদি গেলিস কিম্বা । উপস্থিত হইল রাজা জয়সেন নাম ॥ তাহাকে করিয়া সেবা থাকে নিয়া সুখে । এত শুনি প্রজাগন

চলিল কৌতুকে ॥ জয়সেনে তখন নিয়া রথ সুদ্ধি সিংহাসনে । প্রলেব সন্দু
বলি নিজস্থানে গেল যক্ষগন ॥ রানির সহিত রাজা থাকে অন্তঃপু
র মন্দিরে । মুনিবর গেলা সে ও নৃপতির স্থানে ॥ যোগিলে রেখিল প্রতি
পালে হইল আগমন । মারিয়া সকল সৈন্য জয় কৈল কেন ॥ যুক্তি রহি
সাথে ছিলেন হারায় । সকল ঈশ্বর কৃপায় জয় পরাজয় ॥ ঈশ্বরে উহারে

যোগিয়া কহে যক্ষগনে ॥ জনম বিপাক গাড়ে করিয়ু স্মরন । এত
কে । তাহে মোরে মিথ্যা পাপ গন ব্রাহ্মন্ত অন্তকে ॥ রাত্রে দিনি যুগান্ত করিয়া
জয় সৈন্য সনে । নৃপতি স্মরন কৈল যক্ষ পঞ্চজনে ॥ সেইক্ষনে যক্ষ
পরাজয় মানি পাপগন । গনরথে কাহে হৈল প্রবল দুর্জ্জন ॥ তবে নৃপপাদে
কৈল নারিকে কমল । ঈশ্বরে রাখিলে কিবা করে শত্রুগন ॥ বিক্রম

আক্রিলে যদি করে উদ্বিগ্ন । শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল জত আমিগন ॥ সাপে মিলি কৈল তারে সাধু ২ বাদ । কৃপাকরি চিন্তামনি করিলা প্রসাদ ॥ মনিস্থানে
জানাইল সেই ক্ষনে পায় । মনি আগে নৃপতি আপন দেশে জায় ॥ ধর্ম্মিষ্ঠ এক ব্রাহ্মনে সেদিন সেইপাশে । আশীর্ব্বাদ করিয়াছে রাজার সাক্ষাতে ॥

৩৮

বরিষাত মহারাজা করিলেন স্তুতি । কপাটের সম্মুখে দাণ্ডায়া মহামতি ॥ মুনিবরে দেখি দোষা নপের লক্ষণা । রাখ্য পতিকর কেন হবয় গমন ॥
ভুপতিরে রাজারে পাণ্ড পায় তাহ্য বসে । এবশার পায়া পাত্র বিশ্রম প্রকাশে ॥ শ্রীগুরু শুনিয়া রাজাকারে নিবেদন । রাজ্য সম্পদাদি ও ঈশ্বর নিজো
জন ॥ ঐ খবরে কির্ম্ম কেবা অন্তরেতে পারে । পুর্ব্ব বিবরণ কহি তোমার গেছেন ॥ আছিল পাঞ্চালি নাম এক পূণ্য দেশ । ধর্ম্মকর্ম্ম বিরা
তথা নাহি পাপ লেশ ॥ সেহি রাজ্যে জয়সেন নৃপতি আছিল । পা এ গনে মিনিথা তাহার রাজ্যপন ॥ রানিকে সংহতি করি বস্তা
লেন বলে । এমন মন তক্ষন করেন ধর্মজ্ঞান ॥ একবৃক্ষতলে বৈসেন নি সমনে । সেহি বৃক্ষ মূলে আছে মক্ষ পরিজনে ॥ সুধায় বিকল
রাজা নিরানাহি হয় । মক্ষগন বলে তুমি দেহ পরিচয় ॥ কেতুমি কোথায় থাক এথা কি কারণ । নাকি সঙ্গে ফির কেন গহন কানন ॥
রাজা বলে পাঞ্চাল রাজ্যের আমি রাজা । নাহি করি পাপ কর্ম্ম বর্ম্মে পালি প্রজা ॥ মক্ষগনে রাজে নিরখিবে ২ । রানিরা লইয়া সঙ্গে ছাড়ির
কেমনে ॥ কে তোমরা পরিজন দেহ পরিচয় । ইহা শুনি পরিজন তার স্মরণ কয় ॥ ক্রবেরের চর মোরা মক্ষ পরিজন । কিন্তু তুমি না কিছু ভয়
রাজন ॥ বনে এমন কেন পায়া বড় ক্লেশ । জয়ন্তি নগরে রাজা আছিল মহেশ ॥ সেই রাজা মরিছে বাঁধ্য তামি গন তথা । সংহতি আমরা আর

শুন রাজন দ্বিপ্রভাই কোথা হৈতে তোমা । কি কারণে এথা আগমন করিবে সর্বথা ॥ দ্বিপ্রবনে হই আমি দুঃখিত ব্রাহ্মণ । ভিক্ষা লাগ্যে সর্ব্ব চারিত্র করিয়ে ভ্রমণ ॥
তাহার ফলে আদি দিন তে ভিক্ষা কিছু পাই । বারি পরিশ্রম পরিক্রম মাতে মিনি মহৈ ॥ নাপাই যে দিন কিছু থাকি উপবাস । ভিক্ষা অর্থে আগমন তোমার সকাশ ॥
শুনিয়া বিপ্রবর বাণী দুঃখ পায়া মনে । সেই চিন্তামণি দান দিলেন ব্রাহ্মণে
শ্রবণে ॥ শুনরে সংগ্রাম দেব কহি সে তাতে । সিংহলের যোগ্য তুমি নহ কোন
কালে সম্ভাবনা ওকনি ॥ ১৬ ॥ তবে রাজা সংগ্রাম চিন্তিয়া কতক্ষণ । সিংহ
সিংহাসনে যোগ্য রাজা নহ কদাচন ॥ ঐ হি সিংহলাদ্য ছিল বিক্রম আদি
লোক প্রথা ॥ একমাত্র অনাবৃষ্টি হইয়া গেল তথা ॥ দুর্ভিক্ষ হইল প্রজা অন্ন
॥ যে চাহ পাইবে দ্বিজ চিন্তামণি স্থানে । দান দিয়া গেল রাজা আপন
চিত্ত ॥ বিপ্রবর এমত কহিয়া তার স্থানে । অন্তর্বিক্ষেপ চলি গেল অন্তরে গমনে ॥
মনে বাসনার প্রথম কৈল মন ॥ এ ছৈলোক্য যেমতি কহে রাজা স্থানে ।
৫ । অতঃপর শুন কিছু তাহার মাহাত্ম্য ॥ নাহিল রাজার দেশ দুঃখ
কলেষ্টমবে ॥ নব রক্ত সংহতি নৃপতি থাকিবে ॥ কহই রক্তগণ কেন কি হইল ।
মনেতে ভাবিয়া সবে হৃদকে কহিল ॥ গো ব্রাহ্মণ বধ হিংসা কিবা দায় হয় । বিভণ্ডকা কুমারি দেশেতে থাকিবে ॥ সেই দেশে অনাবৃষ্টি অবশ্য প্রকার ।
ইহা জানি চলে রাজা তত্ত্ব করিবারে ॥ কি দিন আপন রাজ্য নাহি দোষ লেশ । এক দ্বিপ্রমাঝে গিয়া পাইল উদ্দেশ ॥ বিভণ্ডকা কথা তবে আছেন কুমারী ॥

গন। কি চাহ সন্ন্যাসি। কিসের কারন এই দেখা উপবাসি ॥ অবনত মাথে কিছু না দিল উত্তর। আনাইল স্বর্ণপাত্র রানির গোচর ॥ তবে রানি আইল সন্ন্যাসী হিতমা
ন। জিজ্ঞাসে বিনয় করি হইয়া নম্রমান ॥ কি কারনে সোনাপত্র করহ উপবাস। ইহার কারন কহ করিয়া প্রকাশ ॥ সন্ন্যাসী বলেন আমি কিছি সর্ব্বদেশ। এক
ছিত্র ঘরে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ তাহার যৌবনা কন্যা বিবাহ নাহয় মনে নিঞাইল স্থির করিয়া নিশ্চয় ॥ তোমার হস্তের যদি পাইব কঙ্কন। তবে
দিবা লিখি কন্যা কেন এহি পন ॥ এসব বৃত্তান্ত যদি কহিল আমাকে। প্রতি জ্ঞা করিয়া আমি কহিলাম তাকে ॥ আমি আনি দিব প্রানেশ্বরীর কঙ্কন।
সেহি হেতু তোমার ঘরেতে আগমন ॥ এমত বচন যদি সন্ন্যাসী কহিল। হস্ত হইতে কঙ্কন খুলিয়া তারে দিল ॥ কঙ্কন লইয়া তবে করিল গমন।
বিপ্রের ঘরেতে গিয়া মিলিল তখন ॥ জেন তেকঙ্কন পাইল রানির নিকট। গরকোতে প্রবেশ কৈল জেমত সঙ্কেতে ॥ সকল সংবাদ কহি বিপ্রের
সাক্ষাতে। কঙ্কন তুলিয়া দিল ব্রাহ্মনের হাতে ॥ বিক্রম আদিত্য না আপনার ঘরে। কভু জেমি হেন কর্ম্ম কোন জন করে ॥ প্রেমরতি
কহে রাজা শুনহ বচন। সিংহাসনে বসিবার নাহি তাজন ॥ এতবলি প্রতলি গেলেন স্বর্গ পথে। শুনিয়া সংগ্রাম সেই রহে হেট মাথে ॥ ইতি এক ত্রিংশ পু
ত্তলি ॥ ৩১ ॥ এক দিক রহিয়া রাজা স্থির কৈল মন। সিংহাসনে বসিবার করিল গমন ॥ দুই ত্রিংশ প্রতলি হাসিল দশমদিশা। সিংহাসন অসার কিসা নাই লেখা ॥

তুমি দ্বিজ পতি মোর দহে খরজন ॥ এমত শুনিয়া রাজা কর্ণে দিল হাত । কহেন অমুক তাসা কিন্তু কি সাক্ষাত ॥ বিপ্র আমি বোলে আমি কৈল
সেন কর্ম্ম ॥ ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হৈলে হবে কোন ধর্ম্ম ॥ ব্রাহ্মণ দরিদ্র তুমি আমার বচনে । থাকিহ পরম সুখে ব্রাহ্মণের সনে ॥ দ্বিজের এমত বাক্য
শুনিয়া শুনহ কি । ব্রাহ্মণের গণে নানা দিনা ভক্তি করি ॥ সেই রাজ্য [illegible] পরি কিন্তু ব্রাহ্মণেরে দিয়া । আপনি তখন রাজা গেলেন চলিয়া ॥
এমত করিতে পারে আছে কোন জন ॥ সিংহাসনে সাধ তুমি কিসে থাক বীন ॥ পথ বেশ এমত করিয়া মর্ত্তে গেল । মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিত
পাড়ন ॥ ইতি ত্রয় বিংশতি পুত্তলি ॥ ২৩ ॥ তবে রাজা সংগ্রাম ভূপতি মা কতক্ষণে । পুনর্ব্বার বসিবারে গেল সিংহাসনে ॥ হেনকালে
সর্ব্ব মানা পুত্তলি বিংশতি । কহেন রাজার আগে সাক্ষাৎ ভারতি ॥ শুনহ সংগ্রাম দেব তুমি নহ পাত্র । সিংহাসনে বসিবার সাধ
করি মাত্র ॥ বিক্রম আদিত্য সম জোহি পুণ্য করে । সেই জন সিংহাসনে বসিবারে পারে ॥ অপরে কহিবে তাহার পুণ্য কথা ।
কি পুণ্য করিলে তেঁহো কহিবে সর্ব্বথা ॥ পুত্তলি বলেন রাজা বিক্রম আদিত্য । তাহার সমান রাজা নাহি পৃথিবীতে ॥ এক দিন রাজা বসিয়াছে
সিংহাসনে । প্রধান ইত্যাদি পাত্র করি নিজ গণে ॥ উপস্থিত হইল আসি এক দ্বিজবর । নিবেদন করে কিছু রাজার গোচর ॥ আশিষ করিয়া

কথাগান শুনিয়া ঐ মুনির বানি । কহিতে লাগিলা কিছু আপন কাহিনি ॥ পঞ্চতপ হইল মোর ইন্দ্র বিধাবাধি । নিতি ইন্দ্রের সাক্ষাতে লয়েকার ॥
এক দিন হইলেন গৌতম খণ্ডন । অলক্ষে আসিয়া তাহে দিল দরশন ॥ তাহাকে নাকষ্ট দেখি বিপরীত বেশ । হাথ তুলিলেন আমা সবার বিশেষ ॥ তা
দেখিয়া সাপ দিল কাম রতিপাতি । পৃথিবীতে আছু তোবা হবে কাম
হাহাকার ॥ অতিসাপ কেন তাহা নাজাযি খণ্ডন । আতায়াত করিতে
শুনিতার বহির হবেন ॥ কাম দেব পাশা কিছি কহিল তখনে । বিক্রম
হইবে তোমার পতি কহিনু সর্ব্বথা ॥ সেই হৈতে থাকি এই সবে
তীর্থ পঞ্চতপ । তোমার জীবনে তপ কেবল এখন ॥ এ পরাণে হইতে

গতি ॥ মনিষ্য অবশ্য পতি হইবে তোমার । এতেক শুনিয়া ইন্দ্র করে
দিলেন সিংহাসন ॥ পুনর্ব্বার বাখে তথা থাকি পরস্তলে । অভিলাষ
আদিত্যে রাজা হইব ভুবনে ॥ সবে বিম্ব পঞ্চবান হবে মহা দাতা ।
বিবদনে । তোমা দরশনে হইব অতি সাধু ফলে ॥ পারিলয় করি মোর
মুখ বিধাবদি । আমার শাকতি দিবা করিতে না পারি ॥ আসিয়াছ

লইয়া জায় ইন্দ্র বিনাশে । তবে আজ্ঞা দেয় তাকে দেখিব বিধান ॥ এমত শুনিয়া বাস তলিয়া বজাল । এতে দ্রিক্ষে নয়ানে ইন্দ্রের সকল ॥
প্রভাতে আসিলেন ইন্দ্র আপনে রাশিয়া । তিনি গিয়া গুরু দিব পাত লইয়া ॥ প্রসন্ন হইয়া রাজা করিল প্রনাম । জিজ্ঞাসে তাহাকে ইন্দ্র তোমার কি কাম ॥

কহে রাজার সাক্ষাত।। দেখিনু অপূর্ব এক স্থান ক্ষিতি নাম॥ উদয়গিরি নিকটেতে এক সরোবর। নানা প্রকার বিকশিত পদ্ম মনোহর॥ সেরবেতে
রচিত রত্ন তরু রবনতা। রত্নের অট্টালিকা শোভন বিহরে দেবতা॥ সরোবর মধ্যে থাকে পবিত্রক স্থান। বিচিত্র মন্দির তাতে প্রাসাদ উদ্যান॥ এক সিংহাসন
তথা আছে দেবগতি। থাকয়ে অনেক মাধ্যে দ্বারে নিতি নিতি॥ রতিতে ২ স্থানে পরসে থাকায়। রাজবনে এবং আইব তার পাশ॥ এমতে
করিয়া রাজা প্রধানের স্থান। সংহতি লইল দ্বিজ পাইতে সন্ধান॥ রে তিন বাহনে তথা গেল অলক্ষিতে। প্রধান কহিল আগু দেখিন সাক্ষা
তে॥ দেকাইয়া দিলেক রাখিল এক স্থানে। প্রবেশ মাঝার রাজা গেলে ৎ আপনে॥ পদ্মকণ্যা বসিয়াছে পদ্ম সিংহাসনে। সাক্ষাত
জানিয়া রাজা দর্শায় তখনে॥ সচকিত হইয়া সকল কন্যাগন। পু দেকি দেখিয়া পলাইতে কৈল মন॥ সিংহাসনে উঠিতে লাগিল
র্ণিমাস। হেনকালে কোন ও রবির দুইহাতে॥ উঠিতে নাপারে মনে ভাবে কন্যাগন। এহিবা পুরুষ কেবা দেখি অনুপম॥
আকাশে নারে উঠি বৈস কিসের কারণ। জিজ্ঞাসে রাজা কে তুমি হও কোন জন॥ রাজা বলে নাম মোর বিক্রম আদিত্য। এমত শুনিয়া সাতে তেঁব
হরসিত॥ কথাকন স্থানে জিজ্ঞাসেন নরপতি। পরিচয় দেহ তুম সকল যুবতি॥ কে তোমরা কোথা বাস তথা। কিকারণ। কিমতে আকাশে উঠে রাখি সিংহা
সন॥

গিয়া রাজা দিল জয়ধ্বনি । হেনকালে নিশাবতি কহে কিছু বাণি ॥ কহে এক বিংশতি পুত্তলি রাজাস্থানে । বসিতে নারহ তুমি এই সিংহাসনে ॥
বিক্রম আদিত্য সম জেহি পুণ্য করে । সেই জন সিংহাসনে বসিবার পারে ॥ রাজা বলে কহ ২ তাকি পুণ্য কথা । কি পুণ্য করিল সেই কহ রে বারতা ॥
পুত্তলি বলেন শুন মহাল বাজন । বিক্রম আদিত্য সম নাহিক ত্রিভুবন ॥ একদিন রাজা বসিয়াছে সিংহাসনে । চৌদিগে বেষ্টিত বেশে
নব রত্নগণে ॥ হেনকালে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ । বয়স [illegible] ক সর্ব্ব শুভলক্ষণ । তীর্থ পর্য্যটন কৈল কিছি নানা স্থান । আগে তাকে
নাহি তার সকল প্রধান ॥ সিংহাসন দিয়া পাদ পাখালায় । সমাদর করি তারে সভাতে বসায় ॥ তবে বর্ম্মরিক চরিতে নানা বর্ম্ম কথা । সৌরব
হইল্যা পৃথিবী আনিবে সর্ব্বথা ॥ দ্বিজকে ভাবিয়া দিয়া প্রণাম সংসার । তাহার আজ্ঞায় বিধি করেন সংহার ॥ তাহার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে দেব
গণ । পৃথিবী করেন চন্দ্র সূর্য্য রইলেন ॥ আর নাহি লক্ষ্মী সেবি করয় সেবন । নারদাদি মুনি তার বিধায় চক্ষেন ॥ ইহ লোকে পর লোকে সভাকার গতি ।
ব্রাহ্মণের নয়নে সদা থাকেন পার্ব্বতি ॥ সে প্রভু সভার মূল নিরাকার ময় । জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন সেই মহাশয় ॥ যুগে ২ আপনে করিয়া অবতার । অসুরে
মারিয়া হয়ে প্রাণিবির জর ॥ সবে মূলে ব্রহ্ম আছিল মহারাজ । তুমি মূলে মান রাজা আপনে যুবরাজ ॥ আমৃত সহিত্যা স্বয় আসে সেথাতি । তাহার

৪৩

রাজা বলে শোধেনাম ব্রিমওআদিত্য । বিপ্রবরি গান সঙ্গে দেখা আচম্বিত ॥ পঞ্চকথা থামা দিতে চাহে সযন্তক । তেকারনে আইলাম তোমার গোচর ॥
নহিলে তোমার আজ্ঞা ইহা নাহি হয় । দিয়ে দিলাম তোমার চরনে নিশ্চয় ॥ ইন্দ্র বলে জানি তুমি বাসুকি রাজন । তোমা সম প্রথ্যবান নাহি ত্রিভুবন ॥ থাকি
সালকুঞ্জপ দিয়াছে পঞ্চজনে । রক্ষি বাসুকি পাতে তাহার কারনে ॥ও সিংহাসন বড় বাসুকি রাজন । কিছুক্ষন বসিয়া তুমি করিবা গমন ॥ নৃপ
এই কৈল স্তব বিবিধ প্রকার । স্তবন দিলেন ইন্দ্র প্রবলে তাহার ॥ শ্রেষ্ঠ ইইয়া সূর্য্যমনি দিলেন স্তবন । রাজার সংহতি কথা ভবির সকল ॥
এমি চতি যুত বির সরোবর জল । হেনকালে ব্রাহ্মন আইল সেই স্থলে ○ ॥ ব্রাহ্মনে দেখিয়া রাজা হইল বাঞ্ছিত । কিছুক্ষন স্থানে কিছু কহেন
নিহিত ॥ ব্রাহ্মনেরে স্তুপনে আইলাম এথা । আমার বচনে দ্বিপ বরহ সর্ব্বথা ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য কিছুক্ষন মিনি । ব্রাহ্মনের গানে
মানা সত্য দিনা গুনি ॥ পঞ্চকথা সহিতে স্তবন দিয়া দান । আপন ওবলে রাজা হইল অধিষ্ঠান ॥ শুনিলে সংগ্রামের প্রাণের বাখান ।
কহিব এমত দ্রব্য কেবা আছে আর ॥ নাহিক আমার যোগ্য সারিকর কোন । কুপাবে নাহিকি ইহা বলিবা কেমনে ॥ এতবার সর্ব্ব মানা বিংশতি প্রতলি ।
আগত বিশেষ এমবা হবনে দেখা চলি ॥ ইতি বিংশতি প্রতলি ॥ ৮৮ ॥ মুক্তি হইয়া রাজা থাকি কতক্ষন । সিংহাসনে বসিবারে মন কৈল মন ॥ সিংহাসনে

বিস্তাৰ কৰি শুন নৰপতি ॥ সেহি যুগে হৈয়া হৰি ৰাম অৱতাৰ । ৰাৱন মাৰিয়া কৈল সীতাৰ উদ্ধাৰ ॥ দ্বাপৰে কৰিনা ৰাম কৃষ্ণ অৱতাৰ । সিশু পালা
আদি কৈলা কংসৰ সংহাৰ ॥ মুখ্য বিধি সেহি যুগে ধৰ্ম্ম পৰায়ন । নানা ভক্ত কৰিয়া ভজিল নাৰায়ন ॥ কলিযুগে আসি তুমি লভিলে জনম । পৰম উৎকৃষ্ট তুমি
সৰ্ব্ব গুনক্ষন ॥ নানা ধৰ্ম্ম নাম ভক্তি কৈল নানা মত । পৃথিবীতে ৰাজা নাহি তোমাৰ সমান ॥ সংসাৰে আসক্ত সব জোমক উদ্ভক্ত । এতেকে ধৰ্ম্মৰ নাম
কৰে ধৰি মানা ॥ কৰ্ম্ম হৈতে কৰ্ম্ম ভোগ নামেত নিস্তাৰ । কলিযুগে হৰিনাম মাত্ৰ সেহি সাৰ ॥ সংসাৰে ৰহিয়া জন্ম ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কিবে । প্ৰতীত প্ৰাজ্ঞানে
কৃষ্ণ সেৱা প্ৰজাকাৰ ॥ পৰ উপকাৰ সম আৰ নাহি ধৰ্ম্ম । পৰপিড়া সম আৰ নাহি অপকৰ্ম্ম ॥ পৰদাৰ পৰদ্ৰব্য জেকৰে হৰন । নিশ্চয় জানিব তাৰ
নৰকে গমন ॥ সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম সাৰ জেহি ভজে নাৰায়ন । আশ্ৰয়া কৰিয়া কৰ্ম্ম কিবে সমৰ্পন ॥ সেৱা পায় জত দেখ কৰি সাক্ষিবয় । পাপ ধৰ্ম্ম দুই মাত্ৰ সঙ্গে সঙ্গে
জায় ॥ শুন ৰাজা তোমাত কৰিলে নিবেদন । আদি মুক্তি চাহ তবে ভজ নাৰায়ন ॥ শুনিয়া বিপ্ৰৰ মুখে উত্তম ধৰ্ম্ম কথা । তৎকালে কৰিয়া ৰাজা নোয়াইল মাথা ॥
নক্ষ মুদ্ৰা দান দিল বাহ্মন প্ৰতি । বিস্ময় মানিল হৃদে বিপ্ৰ প্ৰচণ্ড ॥ শুন ৰাজা সংগ্ৰাম তোমাৰ নাহি ভাল । সিংহলাৰ সৈন্য নাহি কৰ অনুমান ॥ এতেকে
কহিয়া সৰ্ব্ব গেলা নিজ ৰাজ্য । কতক্ষনে চৈতন্য পাইয়া নৰপতি ॥ ইতি একবিংশতি প্ৰকৰণী ॥ ॥ ৰাজ্য মাঝে থাকি তবে নৃপতি সংগ্ৰাম । সিংহলা দেশে আসি ৰাজাক দিতে

ব্রিত্রান ॥ দ্বিবে হওয়ায় রাজা ভাবিত অন্তর । হেনকালে হিরাবতি কহেন উত্তর ॥ দ্বাবিংশ প্রকার কিথা কহে হিরাবতি । শুন রাজা ভূমিসেবর্দ্ধ মুক্তমতি ॥ বিক্রম
আছিল রাজা কেন দানাদান । ভোজন করিলেক কর্ম্ম তাহার সমান ॥ সেহিলে বসিতে পারে এ হিসিংহাসনে । নাকর ভেমত আথ সারিকিছ কেনে ॥ রাজার বলেক
দেখি প্রথেমর বাখান । কি প্রশু কহিল সেহি ভূপতি উত্তম ॥ প্রত্তলি বলেন রাজা কহ প্রবর্বার । বিক্রম আছিলে সম নাহি পৃথ্বীবার ॥ রাজার আছিল
পাত্র সুবুদ্ধি সাগর । উত্তম সিন্ধু তার পুত্র অতি গুণধর ॥ পণ্ডিতের সেনা ভেহো রব দেশ স্থানে । পণ্ডিত সকল বিদ্যা এক মহিমানে ॥ সেহো পড়িয়া
বন্ধু পাত্র মেম দুত । শিক্ষা পাত্রিন হনহ জানিতে অদ্ভুত ॥ পাড়ির তাবাত আগম শাস্ত্র কাব্য টিকা । বশিষ্ট পাত্রিন সেখান রাত্রিদিন কা ॥ করিয়া প্রশ্নার
আতি জ্যোতিষ সহিত । উক্ত স্থানে বিদায় হইয়া মহাব্রত ॥ চলিল আপন দেশ ওবিত গমনে । পাছে তে অবস্থিতি হইল শীব্রা অবকাশে ॥ আছিল মণ্ডপ এক
দেশে সেহিস্থানে । উত্তম সিন্ধু অধিষ্ঠান হইল সেহিখানে ॥ দেখিল প্রতি মা এক মণ্ডপ মাঝার । তাহার সম্মুখে বহে পানের উদার ॥ ইত ব্যস্ত রাত্রিতে
নায়িকা অম্বুজেন । সরোবর জলে ইহতে উঠিবাত খন ॥ দেখি সাক্ষাতে পূজা করিতে লাগিল । সরোবর জলে প্রতাকে বাহির ॥ কিন্তু পাল দেখিয়া লাগিল চমৎকার ।
পরম উত্তম হিদয়া লক্ষ্মী অবতার ॥ তবে উত্তম সিন্ধু গেল আপনার দেশ । ভূপতি সাক্ষাতে সব কহিল বিশেষ ॥ এমত শুনিয়া উত্তম সিন্ধুর বচন । ভাহারে

৪৪

নইয়া সাঙ্গে করিল গমন ॥ মণ্ডপ সমীপে গিয়া হইল উপস্থিত । সন্ধ্যাকালে মণ্ডপ বাহিরে একচিত্ত ॥ এহি মতে হইলে আছে কতক্ষণ । ভান হইতে স্ত্রী তিবে
কিছু পথ পর্যটন ॥ উদ্যুবাস পরিবার ভবানে প্রাপ্তিত । মণ্ডপ সমীপে গিয়া হইল উপস্থিত ॥ কবির ভক্তিকী হবো হয়ে মহিলে । বজনি প্রভাতে গিয়া প্রাবেশী
জনে ॥ এমত দেখিয়া রাজা জানে আপনি । জনেব মাজনাক ধরি থুক্ত ও দেখিল ॥ পুষ্পক্যা বসিয়াছে আসি সিংহাসনে । এমত সময় তিখা
গেলেন ব্রাহ্মণে ॥ স্বরূপ দেখিয়া তবে মায়ারূপ বাকে । লজ্জিত হইয়া কি খুজিলা তাহাকে ॥ কোথাতে তোমার বাস এথা কি কারণ । কহিবে
তোমার বাস হও কোন জন ॥ রাজা বলেন হইয়াছি মলিন্য সবিক । কিন্তু যথা দিলে বাস নৃপতি সুবীক ॥ তোমা সবা দেখিবাকে আইসয়াছিয়া ।
তোমরা কে হও তাহু কহিবে মর্ম্মখা ॥ কিন্তুলান বলে মোরা এখন্ট নায়িকা । ভবানি কিঙ্কিরি বিবিটী মঙ্গল দায়িকা ॥ তুমি মোর প্রথ বাম
বীর্য্য অন্তরাক । ভেকাবল এমা তমি পাইলে নিস্তার ॥ সন্তুষ্ট হইয়া মতোম নি অতেক পাখিনী । এই বেশে রাজাকে দিলেন অসমান । শুন রাজা এহি
মনি সম্প্রতি নবিকে । মোর তু প্রসাদে কেহ্ অপকার হবে ॥ মনি দিয়া নৃপতিকে দিলেন বিদায় । জন হইতে স্ত্রী রাজা নিজ দেশে লয় ॥ হেনকালে পাখে দেখে নর্ত্ত
সুমিজন । সতাহ্ নইন আসি নৃপের সুবন ॥ কীর্ত্তিবাস কবি সতে নাতির কহিতে ॥ আমাপাকে দুঃখি আর নাহি পৃথিবীতে ॥ নাজা বিবা প্রথ জাম কপোল কেন ।

তব প্রাতিকালে ব্রিবি ব্রক্ষিত হইল॥ কেবা কিছু জিজ্ঞাসা অনিকারি পয়ূষ্টন। প্রাণ্যমানি বেতন্ত হইয়া নাকিকে কথম॥ নারিশ্বর কাহারো উদর নাহিস্থাবে।
এ্যারিক বিশ্রামা সঙ্গে মমম নাকিকে॥ তেমবি সকল রাম্যু জুমিহিবে নাই। আমার কপালে দুঃখ নিখিলা গোসাঞি॥ মরে গেলে কিম্বা স্থির সবে বল
মধ্য। প্রিয়কথা কহিতে মত্তকিরে দণ্ড॥ সেনমান কিবে তাহা সভা র বচনে। বিনা মায়া মদি কাল নাহিক জিবনে। তুমি মহাজ্ঞাত রাজা
কন্দ্রক সমান। আনিতোর সম্বন্ধ করিমা তাহা দান॥ শুনিয়া দুঃখে র কিশাদুঃখীত বাদনে। আজিমায় দুঃখ রাখে রাজার মরম॥ এমার
রাজেন্দ্র দুঃখ পায় প্রত্যাগম। এমা সেব রাজভুবনের জগুবন॥ আচ্ছা র করিয়া রাজা সভাকারে আনি। একে একে সভাকে দিলেন অষ্টমান॥
করিয়া মনির উপর তার কপালে। তুতদিন গিমা রাজা আপন ভুবনে ॥ এইমত রাজার হয়ে জনক সংগ্রাম। বুঝিবে তোমার তায়ে বিধি হয় বাম॥
এমত করিয়া স্বর্গে ছিলা তিলোকে। তাকে নিম সংগ্রাম দেখি আচেতন হইল ॥ ইতি দ্বাত্রিংশতি পুত্তলী॥ ২৮॥ তক্ষণে তৈতম্ম পাথুল নরম। নারমার
লোক হইল সবির উদ্ভব॥ জানিতে স্থান সাঁই সাই হইল মত। স্থির্ধর্ধার বসিবার জায় সিংহাসনে॥ জানিকারি দুগাত বসিব ক্ষেকাল। হাসাবতি
স্বতানি এমত লীন হলে॥ শুনহ সংগ্রাম দেব হিত উপাসনা। বুঝিলম তোমার আপেব নাহি লেখা॥ বিক্রম আদিত্য রাজা ছিল সিংহাসনে। তাঁহার সমান

৬৫

প্ৰথম জোৰিত্তনকাৰি। সিংহাসনে বসিবাৰ সেহিক্ষণ পাৱৰ ॥ ৰাজাৰানে কহে২ কিবা প্ৰথম কেন। এমত বিশেষ হাবাৰতি কহিতে নাগিল ॥ বিষম থাকিল ৰাজা মহাশয়
কৰি। বেতাল বাহনে ৰাজা বুলে২ কিবে ॥ এমি তেতে২ গেলা একি উপবনে। দেখিল থাকয় তথা এক মহাজনে ॥ অতিশয় তেজতৰ ক্ষিন কলেবৰ। জোড় হস্তে কৰে ৰাজা
তাহাৰ সেৱক ॥ শুনহ তপস্বী কৰিয়ে নিবেদন। তাৰিত হইয়া ভূমি থাকৈ কি কাৰণ ॥ ত্ৰিভুৱনে শত্ৰু মিত্ৰ নাহিকে তোমাৰ। তবে জে ভাৱিত দেখি
এবে কোন বিচাৰ ॥ তপস্বী কহেন্ত কিছু কহিব বিশেষ। তোমা হেতে আমাৰ চিত্তে সংশয় পৰবেশ ॥ কৈমাক্ষা দেবিকে আৰাধিল বহুদিন। তাহাৰ
কৃপাৰ কিছু নাপাইলু চিন ॥ পৰ্ব্বত নিকটে এক ধাৰি মানোহৰ। পাষাণে খচিত দ্বাৰ বুঝি এতেক ॥ তাহাৰ মাজতে কুণ্ড আছি সুনিৰ্ম্মল।
বিধাতাৰ প্ৰষ্টি কুণ্ড দেৱ অধিষ্ঠান ॥ একিতাৰ স্বৰ্গতাখে নিতি২ হয়। নাপাৰিব ফাৰকীতে দ্বাৰ পৰিচয় ॥ নাপাৰিব মনোনীত বিবি হইল বাম। তোমাৰত
হইয়া এমা কাৰিব বিশ্ৰাম ॥ এমত শুনিয়া ৰাজা তপস্বীৰ কথা। তপস্বী সংহতি কৰি চলিলেক তথা ॥ তিন দুপৰাস কৰি দেৱি আৰাধিল। আপন
মস্তক ৰাজা আপনে কাটিল ॥ সম্মাংসদিত্ত দিয়া দিলেক আহুতি। তাতে কৈমিকামাক্ষা দেৱি হইল কুতহলি ॥ ৰাজাৰ নিকটে আসি হইল উপস্থিত। তিনলোক
নৃপতিকে হইয়া তৰিত ॥ গন্ধৰ্ব্ব সমান হইল ৰাজাৰ শৰিৰ। সোবৰ্ণ সমান তত্ৰ কুণ্ডে মহাবীৰ ॥ দেৱি তুষ্ট হইয়া কহেন্ত প্ৰিয় কথা। মনহৰা কিছু ৰৰ পাইবে

সর্ব্বথা ॥ জোইবের চান্দ্রতায় নাকবিব থান । নিবেদন করে রাজা দেবি বিদ্যমান ॥ যদি কৃপা যুক্ত মোরে হইয়া অবনি । তপস্বীর মনোরথ সিদ্ধি কর তুমি ॥
যুক্ত করি দেহ তাকে ধরির ত্থাক । স্নরের মায়াতে তার হউক সন্তাব ॥ এমত শুনিয়া দেবি তাকে দিল বর । যদি নরকপালে দেন ধরিব উত্তর ॥ দেখিয়া দেবেন্দ্র
সন্তুষ্ট হইল সুবিনীত । তপস্বী দেখিয়া দুঃখ হইল মলানিত ॥ আত্তজাদিন নরপতি রেত্তানের তক্ষে । দ্যাতার মৃর্ত্তদিন তপস্বীর মরে ॥ মোবন্ত তাহার
দিয়া রাজা গেল ঘরে । তপস্বী পাইয়া মূর্চ্ছা হৈল এত কে ॥ এমত রাজার সঙ্গে শুনহে সংগ্রাম । নিশ্চয় জানিবে তোমার বিধি হইল বাম ॥ এমত কহিয়া
সর্ব্ব লোক হাব বলি । মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণে পড়িল ধরাতে ॥ ইতি ত্রয় বিং ○ পাতি প্রভৃতি ॥ ২৩ ॥ কতক্ষণ থাকি রাজা পাইল চেতন । সিংহাসনে বসিবার
শন্ন কৈল মন ॥ চক্রাবৃতিংশা পুতলি মেনকা হেন কালে । নৃপতিকে সাত্যথাবি তার হেন বিবেকে ॥ শুনহে সংগ্রাম দেব বুঝি নাহি তোর । নারাকিয়া ছিত্ত
পানে দিতে চায় তোর ॥ বিক্রম আদিত্যে রাজা পৃথ্বীতে ছিলেন । নিত্যে২ পরহে কর্ম্ম কত পুস কেন ॥ তার সিংহাসনে তোর বসিবার সাধ । জম্বুদ্বীপে
থাকিয়া সাধন সন্তবাধ ॥ তাহার সমান পুণ্য কোটি জন করে । সিংহাসনে বসিবার সেই জন পারে ॥ রাজা বলে কহ তুমি সেই পুণ্য কর্ম্ম । বিক্রম কৈল
সেই কৈল কোন কর্ম্ম ॥ পুতলি বলেন রাজা শুন সাবধানে । রাজ চক্রবর্ত্তি তেহ বিদিত ভুবনে ॥ পৃথিবীর রাজাগণে তারে দেন কর । বিক্রম আদিত্য সম নাহি
[illegible] ॥

৪৬

বরবর্ধিনি প্রখর ॥ মৃত্যুর সময় তার হইল আগমন । চারি পুত্র তার লইয়া করেন ক্রন্দন ॥ সদাগর বলেন তোমরা সকলে । না করিবে বিরোধ আমার
মলে হইলে ॥ মৃত্তিকার তলে আছে চারি ঘড়া ধন । এক এক ঘড়া করিয়া লইবে চারিজন ॥ যেমন যেমন ঘড়া পাবে নাম লেখা আছে । সেই মতে লইবে বিরোধ
নহে পাছে ॥ এতেক কহি সদাগর ছাড়িল জীবন । ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ মতে কৈল পুত্রগণ ॥ চারি ঘড়া তবে খুদিয়া তুলিল । সকলের নাম লেখা প্রত্যেকে
পাইল ॥ মৃত্তিকা খণ্ড এক দ্বিতীয় অঙ্গার । তৃতীয়েতে অস্থি খণ্ড এ ঘড়া থাক ॥ বুঝিতে নারিল মর্ম তারা চারি ভাই । সভাই চলিয়া
গেল পণ্ডিতের ঠাঁই ॥ পণ্ডিতে নারিল যদি করিতে বিচার । প্রাচ্য দেশে দেখে বাড়িল অহঙ্কার ॥ সানবান নামে এক আছিল ব্রাহ্মণ । জানয়ে
সকল বিদ্যা অতি বিচক্ষণ ॥ তাহার জন্মের কথা শুন নরপতি । মন দিয়া কর অবগতি ॥ নারে বিবরা এক আছিল ব্রাহ্মণী । পরম
গুণবতী বটে যুবতী রমণী ॥ তব কীর্তি লেখি এক নারের কুমার । যোগোতাকে করিল প্রসব ॥ তাহাতে হইল গর্ভ ব্রাহ্মণী লাজিত ।
জন্মিল তাহাতে এক তনয় বিদিত ॥ অধিক সুন্দর বটে সর্ব্বগুণ যুক্ত । সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তার আনন্দে বিহরে ॥ শিখিল সকল শাস্ত্র ব্রাহ্মণ বংসর । দৈব যোগে
সেই দেশে হইল দণ্ডধর ॥ তাহার নিকটে গেলা সাধু চারিজন । সকল বৃত্তান্ত তারে কৈল নিবেদন ॥ অতএব শুনিয়া তবে বালা সানবান । কহেন

পাংবতি৬

হেনমতা কেবা আছে আর ॥ মরিবারে সেই গল তা হুনা হি পানে। প্রতিজ্ঞা ন্যারেন তক্ষ প্রাণদান করিবে ॥ ইহার সহিত নহে বিরোধ উচিত। অতএব রাজার
সহে কি বিপিরিত ॥ এমত ভাবিয়া সানবাল নৃপবর। পদ্মুত পাছে সঙ্কেকরি তেনির সত্বর ॥ নৃপতি সাক্ষাতে গিয়া হইল উপস্থিত। দোহে মিলি আলিঙ্গন
প্রেমে পুলকিত ॥ তবে রাজা সানবাল মহামনি দিল। মনির পরশে মাত্র সর্ব্ব সেই দিল ॥ তবে রাজা তনি গেল আপনার দেশ। এক বিপ্র
পাইল সেহি মনির উদ্দেশ ॥ ভেট প্রশ্ন হয় তার মরে সেই দিল। । মনিখানি লিয়া হৈব তার মনে২ ॥ মাগিলেন মহামনি কি ক্রিয়া করিবে।
মনিখানি দিল রাজা ব্রাহ্মণের স্থানে ॥ এমত রাজার [illegible] শুনিলে সাক্ষাতে। কহত এমত পুথ্য কে পারে করিতে ॥ শুনিলে সংগ্রাম দের
ভাবি দেখ মনে। কিমতে বসিতে চাহ তাহার আসনে ॥ এমত করিয়া তবে উঁহারি দিতনি। অস্তু: বিক্রে গেলা তেজো শুদ্ধ লোকে ভনি ॥ ইতি
পুত্তলি বিংশতি দিতনি ॥ ২০ ॥ লোকি শ্রম নাজে রাজা ছেটকৈন মাথা। হেন বুঝি সাহজন নাহিল বিবাতা ॥ তবে রাজা সংগ্রাম মনেতে কৈল সাধ।
সিংহাসনে বসিবার ভায় পুনর্ব্বার ॥ হেনকালে ষড়বিংশ লোক কহে মানা বাত। আমার বচনে রাজা কর অবগত ॥ এই সিংহাসনে দ্বিন বিক্রম আছিলে।
তার সম পুথ্য কেহ করে কদাচিত ॥ সেই সে বসিতে পারে এই সিংহাসনে। নহেঁ যোগ্য পাত্র তুমি সাহস কর কেনে ॥ রাজা বলে কোন পুথ্য কৈল নৃপবর।

৪৭

বিস্তার করিয়া কহ আমার গোচর ॥ শুনিয়া কহেন রাজা শুন সাবধানে । একদিন বসি রাজা আছেন আসনে ॥ হেনকালে উপস্থিত এক জোতির্ব্বেদ । প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি যেন
সেহি গ্রহ পরিচ্ছেদ ॥ রাজার অগ্রেতে বসি করিল গনন । ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কহেন কথন ॥ গনিল জনমাবধি পাইয়া প্রত্যয় । ভবিষ্যত গনিলেন রাজা
তবে স্থানে কয় ॥ গনিয়া শনিগ্রহ আসি কহে রাজাস্থানে । বিপাক পড়িল রাজ্য তোমার ভুবনে ॥ রোহিনি নক্ষত্রে শনি সঞ্চার আছিল । গনিয়া আসিয়া
শনির দৃষ্টি হইল ॥ সাড়ে সপ্ত বৎসর শনির হইল দৃষ্টি । বারবৎসর হইবেক অনাবৃষ্টি ॥ দুর্ভিক্ষ হইবেক অনাবৃষ্টি হবে দেশ । প্রজার বিনাশ হইবে
তার অবিলম্বে ॥ রাজা বলে আমি নাহি করিব পাপকর্ম্ম । না করিব প্রজার পিড়া না করিব অধর্ম্ম ॥ তবে অনাবৃষ্টি হইল পৃথ্বী আশানাশ । ভাবিয়া চিন্তিয়া
রাজা হইলা চিন্তায় ॥ না দেখিয়া প্রজার দেখিতে দুঃখ ভয় । ধর্ম্ম সাক্ষি করি নিজ মনে স্থির রাজা ॥ নিশ্চয় করি সাধিব রাজা প্রজার কারণ । সূর্য্য
থাকি দেখিলেন দেবতা সকল প্রানে ॥ তবে ইন্দ্র আসিয়া নৃপের সাক্ষাৎ । করিয়া অমৃত বৃষ্টি দিল প্রাণদান ॥ হেনকালে রাজা ধর্ম্ম অবতার ।
নাহি শনির পিড়া রাজ্যেতে তোমার ॥ হইব উত্তম বৃষ্টি দিব মেঘগন । এমত কহিয়া গেল আপন ভুবন ॥ হইল রাজ্যেতে বৃষ্টি প্রজার আনন্দ ॥ দেখিয়া
রাজার ধর্ম্ম সত্যে শনি গেল ॥ এমত রাজার ধর্ম্ম শুনহ সংগ্রাম । লোক রক্ষা হেতু দেয় আপনার প্রান ॥ শুনহে সংগ্রাম মোর স্থির কর মনে । তোমার সকল নাহি

বসিতে আবাসে ॥ এমত কহিয়া সবে গেলা যার যার বাটি ॥ দুঃখমনে কেন রাজা পড়িবে ক্ষিতি ॥ ইতি সপ্ত বিংশতি পুত্তলি ॥ ২৭ ॥ তবে রাজা করিয়া স্নান
দান । সিংহাসনে বসিবারে ধর্ম্মরাজ চাহে ॥ এমত সময়ে তাকে বলেন মালতি ॥ সপ্তবিংশেক কহে কিশোরি অষ্টাবিংশতি ॥ এক দিন রাজা রানি আছেন শয়নে । তিন
কথা জিজ্ঞাসিল প্রাণপ্রিয় স্থানে ॥ বিশ্বাস ত্রিলোকে সাধু বিবেচক তপ । এক
সাধু বিবেক কহিতে কর পাপ ॥ একাত্তর বন্ধু কথা কহিতে নিদানে । রানি বলেন
পাত্র থাকে তিন জনা ॥ এমত শুনিয়া রাজা চেতন বাহনে । দেশে২ এমন
রাজা মহাজন ছিল ॥ সেহি নগরেতে থাকে এক সদাগর । ধর্ম্মের সমান
হইল তাহে তাহার সনে ॥ তাহে মিলি বন্ধুতা করিয়া রহে তথা । পাইল
তব বন্ধু কথা কহিবে স্বরূপ ॥ রাজা বলে বিশ্বাস তোমার পর নাই । আমি
মত নাহি অন্য মম মনে ॥ আমি নাহি বিশ্বাসি তোমাতে বিবরণ । কহিতে জানিতে
কহিব সর্ব্বক্ষণে ॥ এবলোকে গেলা তোজ প্রশংসিব দেশে । উপস্থিত হইল
স্থানে বিশ্ব কিলেশ্বর ॥ উপস্থিত হইল রাজা সাধু সন্নিধানে । পরম পিরিতি
পরম সুখ যত পেল তথা ॥ কত দিন রহি সাধু দিন সর্ব্বদা । নিজোজন
ধন জন সকল তাহার ॥ সর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল আপন মানি । নিয়ে২ রাজ্য ধন বাহিরে থেকে হানি ॥ বসিয়া করেন কার্য্য নাহি যায় বাহিরে । সাধু বলে বন্ধু কেন নাহি যাও
বাহিরে ॥ রাজা বলেন বিনা কোথাহ নাহি যাব । মাগিলে দুঃখিত জন কোথা ধন পাব ॥ সাধু বলে নহি থাকি বিবেকে কিসান । বাহিরে পাবি লোক সেখানে জাগিয়ান ॥

৫০

মর্ম্ম ॥ বালকের থরহরিকার ঢিব নিয়া তারে । তবে রাজা চলিলেন রাজ্য লৈয় সঙ্গে ॥ রাজার প্রবেশ গমনে ভেইহার ছিল । সেইহার গনিকা আপন গলে দিল ॥
রাজপুত্র হার দেখি বিস্ময় বুঝিয়া । রাজার সাক্ষাতে দিল গনিকা ধরিয়া ॥ রাজা বলে সহসা উচিত নহে কর্ম্ম । বুঝিয়া না কৈলে ধর্ম্ম সহসা বিধর্ম্ম ॥ বিক্রম
আদিত্যে রাজা সেই কালে ছিল । বিচার করিতে বলাতে তাহাকে কহিল ॥ গনি কার তরে রাজা পুছে বারম্বার । তিনিল গনিকা এই দিয়া ছেন হার ॥
বেশ্যা বলে যদি আমি এই মানে মরি । তথাপি বিশ্বাস আমি হইতে না পারি ॥ এমত ভাবিয়া বেশ্যা মনেক ভিতর । এতাদৃক নিকি কিতরে
দিলেন উত্তর ॥ কে দিন কিমতে আনি কতেক আইলে । বিদেশি আইলে তাকে চিন্ন পাবো কিসে ॥ [illegible] যদি আমি রাজ অনউকার ।
তবে কেন এমত হইব ব্যবহার ॥ দমন করিয়া পুন জিজ্ঞাসে নৃপতি । কেনবা মরিবে সত্যে কহিবে দুর্ম্মতি ॥ নাকিবে কাহার নাম [illegible] ।
মরিব আনেক তবু প্রাণ কেন দোষ ॥ তবে তেজ নৃপতি করিল বিবেচনা । এখানে কেন বেশ্যাকে কর বিড়ম্বনা ॥ সবে কহে বেশ্যা রাজা নির কোন
মতে । গনিকা নিকট আসে আয় সাতে ॥ উহাকে কি হেতু দোস দেইবে অখণ্ড । আছিল নির্ব্বাণ হইয়া গেল যাচণ্ডিত ॥ এমত কহিয়া তাকে দিল অব্যাহতি ।
তিনি কিমা প্রমান পাইল নরপতি ॥ আওলা দিল মন্ত্রী রাজা বেতাল বাইল । আচম্বিতে রাজপুত্র আনিয়া খুইল আচম্বিতে ॥ একস্মাৎ সে তেমিনি [illegible] ।

বালক পাইয়া রাজা আনন্দ অপার ॥ প্রতিদিন বালক স্থানে গিয়াছিলে কোথা । কেবা নিয়াছিল তোমা কহিবে সর্ব্বথা ॥ রাজ প্রবরকে আমি নাপারি
কহিতে । কেবা লইয়া গেল মোকে আনিল কিমতে ॥ তাহার নিকটে আমি ছিলাম হরিষে । তাহার মাহাত্ম্য আমি কহিব বিশেষে ॥ সেইকালে মনে
তবি বিক্রম আদিত্যে । আপনার সেনা গিয়া হইল স্বপতিত ॥ সেনা তি চাহিয়া রাজা ভাবে মনে মনে । মিত্র নাহি হইলাম পরিত্যাগ করিলে ॥
একান্ত বন্ধু সেহি তেঁহ কেনবীর । কিমতে সুস্থির তাহা ভাবে মনে মন ॥ নিমন নিমিষা এক পাইল মানি । পশ্চাতে তার স্বর্ণ সোহিত্যানার
হইল ॥ এমত রাজার ধর্ম কেবা করিবে আর । নারিবে বসিতে রাজা আসনেতে তাহার ॥ নাজ নাহি সংগ্রাম পাইল বুঝিলাম । কৃপা দেবা কিছু
দেখা পশ্চাতে দিবসে ॥ মানতি প্রতলি কহে এমত কিমন । এতে বিক্রে সর্ব্ব নাশে করিবা গমন ॥ শোক ধ্বনে সংগ্রাম পতিত প্রমিতলে । প্রথ
মিত্র গণ তাকে সাত বক্তৃ বলে ॥ ইতি সপ্তবিংশ পুত্তলি ॥ ২৭ ॥ তবে রাজা সংগ্রাম ধুলকিয়া কত ক্ষণে । পুনর্ব্বার বসিবার যায় সিংহাসনে ॥
সেইকালে সুবর্ণ পুত্তলি এতা বলিলো । নৃপতি সদনে কিছু বলি প্রিয় ভাষে ॥ শুনহ সংগ্রাম দেব সিংহাসন কথা । তোমার কপালে নাহি নিমিষে
বসিতে ॥ বিক্রম আদিত্য সম যেহি ধর্ম করে । সেই জন সিংহাসনে বসিবার পারে ॥ রাজার বলে কোন ধর্ম কৈল সেহি ভূপ । বিস্তারিয়া তাহা কহিবে

স্বরূপ ॥ প্রভুনি বলেন একি আশ্চর্য বাজন। মাধব তাহার পাত্র গুজন প্রধান ॥ গানেতে খ্যাত তার গন্ধর্ব সমান। আপনে পাসাবে সেহি শুনে তার
গান ॥ যেখানে বাজিতে জায় বালা সভা হৈতে। শুনিবে করিয়া গীত গায় পাসের ॥ একদিন হইল তার দেবের অর্চন। একি সমাব খুবে করিল ভোজন ॥
পাসেতে শুনিয়া গীত ছেড়িল ভোজন। মান হইয়া তথা করিল গমন ॥ স্বর্গ বধূ থুয় দিতে হইয়া ত্বরিত। গান শুনি চলে সেহি নাসানে পার্ম্ভিত ॥
নারদ মাঝারে ইন্দ্র নরনারি থাকে। মগ্ন হইয়া গান শুনি জায় পাছে ॥ গান সমাধান হৈলে সভে হয় স্থির। নিজ স্থানে চলি জায় লাজ্জিত
সহিত ॥ নড়ো পাথা সভে সেনা বাজার সদনে। বাহিতে নারিল বাস্তা মা হইবে গানে ॥ এমনে করিয়া গান গায় পাসে পাসে। নবনারি নারি পারে
বৈদেশী রিতে ॥ মাধবের ইহকারি দেশান্তে দেহ ॥ এমনা নাকরে গান এ হিতা কেকহ ॥ রাজা তাকে আনিয়া করিল সমাদর। পাত্র করি
রাখে তাকে সেহি পুরে ॥ সঙ্কুন্তনা নালি রেখ্যাছে সেহি ঘরে। নিয়ে থাসিত্ব থকরে বাজার গোচরে ॥ সতনাসে মেপু গান শুনি
তার গান। সকলে মিলিয়া তাকে করেন সম্মান ॥ উত্তকরি মাধব না দেয় কিছু তাকে। পর দিন আসিয়া গানি কপুবেকরে ॥ সভাশাসে সেহি দিন করিল
সম্মান। মাধব প্রসন্ন একমনি হৈল গান ॥ জিজ্ঞাসিল নৃপতি তবে মাধবের স্থানে। কি কারণে আজি তুমি প্রসন্ন হৈলে গান ॥ মাধব বলেন এই কিবা জানো না।

৫২

মৈন সেরিজন। কিকর্ম্ম করিব আমি বাস্যিয়া জিবন। ভাবিতে২ মনে হিনাইল গাত্র। ভ্রমিতে পড়িল মুখে নাহি স্বর বাক্য॥ জিবন যৌজন বাজা ভাবিত
অন্তেক॥ পুনকরি সেনা বাজা বেখাব সোচক॥ কহিল বেখাব স্থানে বাখাব তোমার। যোরা ক্ষেতে গাড়ি লৈল সাক্ষাত আমার॥ বেখাব নে বাখুর
ছাড়িল যদি প্রাণ। তবে আমি মরিয়া সারিব কোনকাল॥ যোত্রা কি দুগ্ধ ক্ষেতে পড়িল ভ্রমিত। প্রাণ ছাড়ি গেল বাজা দোষিয়া বিস্মি
রাজাবনে কৌতুকে প্রমাদ উপস্থিত। এক্ষণে মৌবন হইল আজি ত॥ হিতে বিপরিত হইল জানিব কেমনে। ধই মন্ত্রা লইয়া গেল আপন
ভবনে॥ শুনতে রাজ তেন খোলে কহিয়া বাখিব। জিয়াইব অবশ্য নৃপতি মনে বৈল॥ বেতাল বাহনে বাজা করিলেন ভ্রমণ। নানা দেশ ফিরে ৫৩
কত গহন কানন॥ এই রিমাতে ভ্রমন করেন কত দেশ। সুস্কন বাজাক দেশে করিল প্রবেশ॥ আছিল বাজাব এক কন্যা রূপবতি। মনে কৈল বিক্রম
আদিত্যে লৌকি পাত॥ এই মতে ভাবিয়া মনে গন্ধর্ব্ব সোবন। গুপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব তাহাকে ববাদিল॥ দিনে২ ভাবে বাড়ে কথা ভাবিত রাজন। কিত
বাজপুত্র সহে করিল ভোজন। কিআবলে আমার বিবাহ হইসানাই। তবে হবে এখা মাদি কবেন গোসাই॥ বিক্রম আদিত্যে বাজা হইলা উপস্থিত।
সভা মাঝে দেখি রাজা হইলা সচকিত॥ মহাজন বেশ রাজা দেব্য মূর্ত্তি দেখে। কহিল বিবরণ কথা সুস্কনেব তবে॥ কিআমাদি দেহ তুমি কবি পরিনয়।

সত্য লইয়া। সবোবরতীরে তবে গেলেন চলিয়া॥ বেতালের তবে আজ্ঞা দিলেন নৃপতি। সাঙ্গোপাঙ্গে গোঞিয়া আসিবে শীঘ্রগতি॥ কিঙ্কিরে কোথাতে জায়
একেন আনিবে। ক্ষনেক আসি সব গোচর করিবে॥ সাবোবরে গিয়া ক্রিয়া করিলেন স্নান। বক্তভক্তি করিয়া দেবতা কৈল ধ্যান॥ বেতাল গোঞিয়া দেব দেখা
নাহি দিল। মনে ভাবিয়া কিছু প্রোহেক চলিল॥ দেখিল নিৰ্বারভারে আছে নিত্য পাতি। পুনর্বার গেল কিছু জানি সিদ্ধগতি॥ প্রণাম করিয়া
পবন কৈল আবাহন। সেইক্ষনে দেবতা দিলেন দরশন॥ কৃষ্ণ দেবতারে ক গন্ধর্ব গন পাতি। কহিল বিদ্যাধর কিছু কির সিদ্ধগতি॥ কিন্নরগণ
প্রণাম করিলে আবাহন। তখনে আসিয়া লোক দিলে দরশন॥ পা বিজাত প্রসন্ন কিছু দিলে অহংকে। চলিল হইয়া কথা গেলা নিজ মনে॥
সয়ন করিল গিয়া মাঠ তার উপর। বেতাল কহিল গিয়া রাজার গোচর॥ ভেং কর্ম কৈল কথা সব বিস্তারিয়া। নৃপতির পরে কহিল বেতাল
আনিয়া॥ আজ্ঞা দিল মহারাজা বেতাল যাইল। প্রথম সহে পারিজাত জানি আনি দিল॥ বেতাল আনিয়া রাখে রাজার সদনে। রাম ২
স্মরি রাজা দুঃখে ততক্ষনে॥ রাজার বলে কথা আমি গোঞিব সপন। দেব আরাধিলে ভূমি করিলে গমন॥ প্রাতঃকালে দিল দেখা পুনর্বার গোচে।
একান্ত করিয়া জেন দেব আরাধিলে॥ তুষ্ট হইয়া সেহি দেব আশীর্বাদ কৈল॥ এক পারিজাত পুষ্প সেহি তোমায় দিল॥ পাইলে কিমতে সখা গোঞিবার চাই।

চন্দ্রের শ্রবনে ॥ অমৃত আনিয়া দিল নৃপতির পাশে । এইমত নিয়াছেন অমৃত পরশে ॥ কিবেক মাইব দেখাইবি শোভন । সেইস্থানে বাইন
তাহারা দুইজন ॥ এইখানে বালক আতরে পাইয়াছেন । পতিনা হেরিয়া হইল চিন্তিত বদন ॥ পিতার সাক্ষাতে সব কহিল শোভন । না পাইয়া
চিন্তিত নৃপবর ॥ পরিচয় না হইল কে কহিল হিহা । সর্ব্বদেশে প্রচার হইয়া গেল ইহা ॥ দেশে দেশে হইল কত বার্ত্তা পাইল । কি কারনে
সব কৈল আগমন ॥ সভেরে বিধা করি গিয়াছিলাম আমি । তখন নে লইয়া আর আনি এতি স্বামী ॥ কথাবলে এইমত সম্বন্ধ হইতে নাই ।
বিবাহ বাসের কিনা কই মোর নাই ॥ বিবাহ কার্য্য হইয়াছে যাহার কহিল । নাজানে বুঝিতে কেহ কহিতে না পারে ॥ এইমতে কেন কত
পরাত্রে পায়া । কোথা কেমনে কি আইল চলিয়া ॥ মালাকার বাটীতে থাকিত হইয়া রহে । মালিয়ানি স্থানে কিছু সঙ্গোপনে কহে ॥
কহিল তাহার ধন প্রনাতের কথা । বিবাহ বাসের কথা জানিবে সর্ব্বথা ॥ মাথে লইয়া মালাকার কাছে গেল । বিবাহ বাসের
কথা তাহাকে পুছিল ॥ অনেক যতনে কথা কহিল তাহাকে । মালিনি চলিয়া গেল আপন বাসাকে ॥ কহিল কোথাও স্থানে মালিনি আসিয়া । কোথা
না পাইল শোক গেলেন চলিয়া ॥ আপন দেশেতে গিয়া কহিয়া সভাকে । সকলে চলিয়া গেল কথা জানিবাকে ॥ রাজার সভাতে গিয়া হইল উপস্থিত ।

রাজার জামাতা বলি কহিল বিনতি ॥ আহার নহুতে আমি আপন বনিতা। কথার সদনে গিয়া কহে সব কথা ॥ কথা বলে কি কর্ম্ম হৈয়াছে বিপরীতি। কহিতে নাপারে
তবে কিবা জানি পতি ॥ এমত শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে। কহ কোন কর্ম্ম হৈল ত্রিরাত্রি বাসরে ॥ শুনিয়া কোটাল বলে শুন হে নৃপবর। পায়নাথ বাণিক কথা সেহি বাসর
দিন ॥ পায়নাথ আইলা আমি ছিলাম শুনিয়া। ইহু নয় তোমার কথা কি গ্রহ গিয়া ॥ কথা বলে পায়নাথ বান্ধিহ নিশ্চয়। তখন কবি গেহু তাহা সবে
কিমাশ্চর্য্য ॥ কোটালের প্রাণ বলে নিষ্ঠুর অবস্থা। কিবা বলে সবে ইহার হেতু সর্ব্বথা ॥ এহিমাত্র দুই জন আসি উপস্থিত। দিনের কি মাত্র কেহু নাপায়
প্রাতঃ ॥ রাজা বলে বিকর্ম্ম আছিলে সভারাজ। নবরত্ন নিকটে থাকে সভামাঝ ॥ তারপর সেহি দোষে চলকিবে নির্ণয়। ইহু নয় তবে কি পাইব পরিচয় ॥ কোটাল
তনয় কিছু দোষে তমাপেন। বিকর্ম্ম আছিলে স্থানে সকল কহিল ॥ কথা বলে বিরাগ বাহির কথা কহিল। সেহি দিনে আমার পতি প্রবেশ করে ॥ রাজা
বলে কহ কথা কোটাল কেমন। বিবাহের বাসে হৈল কেমন প্রকার ॥ কোটাল বলেন শুন হৈল আমার। কহিব কি থাক স্থানে এহি সমাচার ॥ পায়নাথ
বাণিক কিছু সেহি স্থানে ছিল। সুন্দরী আরবলা আমি সকলে মানিল ॥ রাজা বলে পায়নাথ পাক সবে হয়। মানুষের ভেকের ভিন্ন তাহা সবে নয় ॥ কেহু নাহি মায়
তাহা বাসিতে প্রবেশিয়া। জুতির দোষ তাহা জানিবে বুঝিয়া ॥ কথা বলে এহি কিছু কেহু নাহি জানে। এ কার্য্য রাজার হবে বুঝি অনুমানে ॥ কোটাল নিশ্চয়

ইইয়াছেন নিজ দেশে। কিথা নিবেদিল তবে রাজার সম্মুখে ॥ তোমা পতি লাগি দেব বৈদ্য আনাইল। তুমি হিন ছিলে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ তবে রাজা প্রণাম করি রাখিল
তাহাকে। মনেতে ভাবিয়া রাজা বুঝিল বিপাকে ॥ এ আসন নিমিত্ত আমি কহিব প্রমাণ। তাহাতে কহিবে কিবা তাহার কারণ ॥ বিধাবিলে কিথা কেহ নাহি পায় আন এহি
মন চিন্তে রাজা কেন অপমান ॥ অনেক প্রকার রাজা মনে বিচারিলা। মাধব
আনিয়া রাজা কিঅাদাম কেলা ॥ দিলেন অনেক দান বাক্য এক মতে। তাহাতে
এসাইয়া প্রথমে কিবা হইল দণ্ড। শুনহে সংগ্রাম দেবকি হইল কথা। সিংহাসন
ন পায় তুমি নাহিত সর্বথা ॥ জিয়াইল মরা দ্বিজ শুনিল বিপাক ॥ নানা দান
রাক্ষ দিয়া স্থাপিলেন তাকে ॥ এমত কহিতে এথা পাবে কোন জন। তার সিংহা
দানে তুমি না করিহ মন ॥ এমত কহিয়া তবে মূর্চ্ছিত পুতলি। হাসিতে২
সনে থাকিবেক চলি ॥ পাত্রমিত্র বহিল রাজা হইয়া আছেন। সাক্ষাতে আইয়া তোলে
চলে পাত্র মিত্র সভাজন ॥ ইতি প্রশ্ন বিংশতি ॥ ২০ ॥ তবে রাজা সংগ্রাম
থাকিয়া কতক্ষণ। সিংহাসনে বসিবার স্থির হইল মন ॥ হেনকালে কহে পুষ্প
জিনি চিত্রাবতি। সিংহাসনে বসিবারে কি তোর শকতি ॥ বিক্রম আদিত্যে সম
তোরই প্রশ্ন কহে। সেই জন সিংহাসনে বসিবারে পারে ॥ রাজা বলে প্রশ্ন কথা কহিবে তাহার। কি প্রশ্ন কহিবে সেহি কেমন প্রকার ॥ পুতলি বলেন রাজা শুন সাবধানে।
একদিন নৃপতি জিজ্ঞাসে বক্তস্থানে ॥ কহ দেখি কি প্রশ্ন কহিবে জ্যামাতারে। কোন ধর্মে রাজা হইলাম কহিবে আমারে ॥ জন্মান্তর কথা কেহ নারিল কহিতে। একে২ জিজ্ঞাসিল

সকল পাণ্ডবে ॥ এবলোম পাপ স্তম্ভ পাতিবর ছিল । তাহাকে ডাকিয়া বীণা বৃত্তান্ত কহিল ॥ কহ দেখি পাপলোক পূর্ব্ব জন্ম কথা । কি পাপে বাত্তপথ হইল কহিবে
সর্ব্বথা ॥ কি পথে করিয়া ছিলাম ছিলাম কোন স্থানে । নাকহিতে পাপ যদি কাটিব সম্মুখে ॥ শুনিয়া পাপের বাণী পাপ হইল বনদ । এক দিন পাপ প্রতিজ্ঞা করিল [illegible] ॥
এতবাণী মহাপাপ নিজমাকে গেল । হেট মুণ্ড হৈয়া পাপ মাটিতে বসিল ॥ এ
দুঃখিত দেখিয়ে কেন কহ শুনি কথা । পাপ বলে সর্ব্বনাশ হইল সর্ব্বথা
তাবত্তরে ॥ কথা বলে স্নান করি এথা গিয়া যাও । আমি কি মা কহিতাম
কহিবে তোমা পূর্ব্ব বিবরণ ॥ এ কথা শুনিয়া পাপ গেল বেশ্যা স্থানে
দাতাকে । এ বেশ্যা কহিবে রক্ষা করিবে আমাকে ॥ বেশ্যা বলে সেক[illegible]

ছিল পাপের কথা বিবরিয়া হয় । জিজ্ঞাসে অনেক স্থানে করিয়া বিনয় ॥
॥ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম রাজা পুছিল আমারে । এক দিন প্রতিজ্ঞা দিয়াছি
সেই স্থানে যাও ॥ নগর বাহিরে থাকে বেশ্যা এক জন । সেই স্থানে
। পাইল বিশেষ কথা বেশ্যার সদনে ॥ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম কথা কহিবে
হিত নও আমা নি । কহিব সকল কথা বিধানু [illegible] ॥ এমত শুনিয়া
পাপ গেল তার স্থানে । পাইল তাহার স্থানে বিনয় বচনে ॥ মুনি বলিল [illegible] সিন্ধুরাজ দেশ । পাইবে তাহার স্থানে কি মার আদেশ ॥ [illegible] রাজক
পুত্র তিন দিন আছে । সেকালে জনম [illegible] তার কাছে ॥ পাইল বালক সেই কহিবে এখন । পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম কথা সকল বৃত্তান্ত ॥ এত শুনি

রাজপাট গেল সেই দেশ । রাজার সাক্ষাতে গেলা জ্যোতির্ব্বেদ বেস ॥ পত্রিকা শুনাইয়া পাছে বলিলা কথন । কহিব আমার বাক্যে কর অবধান ॥
রানি মহিষি গর্ভবতি পুত্র জন্মিব । তিন দিন বহি তার সন্ধ্যাকালে হব ॥ সর্ব্বগুনশ্রেষ্ঠ বটে লোকের বিধান । এতগুন দৃষ্টে দেখি নষ্টকে স্থান ॥ জন্ম
কালে আমা যদি লইয়া তথা । সর্ব্ব লোক প্রতিকার করিব সর্ব্বথা ॥ রাখিব তাহাকে রাজা করিয়া বিচার । সেই দিন সেই কালে জন্মিল
কুমার ॥ সেইক্ষনে ডাকিয়া লইল জ্যোতির্ব্বেদ । বলিল সকল লোক না জানিবে ভেদ ॥ ধাত্রের জননি সঙ্গে সঙ্গে গেলা ঘরে । কহিব কথন
থাকি রাখিবে তাকে ॥ ঘরাঘর গেল সভে শুনি তার কথা । বালকের পাত্র জিজ্ঞাসে বারতা ॥ কহ দেখি দ্বিতীয় আছিলে পূর্ব্বজন্ম । কিবা
করিল সেই কেন কোন কর্ম্ম ॥ বালক বলেন শুন ওমি মহাশ্রীক[?] । পূর্ব্বজন্মে ছিন রাজা ব্রাহ্মন সরিক[?] ॥ পাত্রমন্ত্রবন্ধু [illegible] আর ।
নিতি ... ছিল বিপ্রক বিবাদ ॥ যে কিছু পায়েন তিথি অতিত্তে[?] দিয়া । সমভাগ করি দেন সভাকে বাটিয়া ॥ এক দিন কর্ম্মবাদ হইয়া
ছিলেন ব্রাহ্মনের বাড়ি গেলা বেলা অবশেষ ॥ অতিথি দেখিয়া সেই দ্বিজের ব্রাহ্মনী । পাত্রার্থ জল্দন[?] আনিল দিল আনি ॥ ভিক্ষা লইয়া নিজ ঘরে
ব্রাহ্মন আইল । আনিল ভিক্ষা বাটি সভাকে বাটীল ॥ সত্য করি বলিলের অতিথে দিল তাকে । তবুত দেখিয়া বলে কি করিব পাকে ॥ আইয়ে অধিক আনি

৫৭

সাতে রাজার স্মরণ॥ নানা দান করিয়া তুষিল দ্বিজগণ। এমত রাজার পুত্র কহিল ব্রাহ্মণ॥ শুনহে সংগ্রাম দেব তোমার নাহি নাস্তি। নাকিক আমার সাথি
বাক্যিত সোনাক্তি॥ এমত করিয়া স্বর্গে গেল সম্ভাবতি। সংগ্রাম পাইয়া লোকে লোটাইছে ক্ষিতি॥ ইতি দ্বিসপ্ততি পুত্তলি ॥৭২॥ কতক্ষণ ছিল রাজা হইয়া
মূর্চ্ছিত। পুনঃ কপি বসিতে আকুল হইল চিত॥ নারিবে দাক্ষিণ প্রাণ জায় সিংহাসনে। কিমনা পুত্তলি বুলে বহু অভিমানে॥ সিংহাসন ছোঁয় নহি
কেনে হবে সাধ। আপনে২ কেন চিত্তে পরমাদ॥ বিক্রম আদিত্য সমতো ছিদ্রিয় কিকে। সেই জন সিংহাসনে বসিবারে পারে। রাজা মনে কোন
পুত্র কোন দুর্বনাম। কহিবে বিস্তার করি আমার সাক্ষাত॥ পুত্তলি লেন রাজা ভোজ সাবধানে। এক দিন রাজা বসিয়াছে সিংহাসনে॥ ছিল
কালে বিদেশী আইল চারিজন। পরম সুন্দর তারা বুঝে বিচক্ষণ॥ রূপবন্ত অযোগ্য লোকে আলোয়ার। নানা শাস্ত্রে বুদ্ধি তারা বিশারদ
সংসার॥ এ জোয়ানে তোমারা কেহ চারিজন। প্রণাম করিয়া তারা কৈল নিবেদন॥ মনু দেশে থাকি মোরা রাজার কুমার। পাত্র মন্ত্রী
কোতাম তনয় তিন আর॥ কহিব তোমার সেবা সাধ হইল মনে। আশ্বাস করিয়া রাজা রাখিলা যতনে॥ জেজন জেমত তাকে দিলেন জালীক। সর্ব্বকার্য্য
বিচারক সর্ব্ব সাবোধীর॥ এ রিমতে রাজার নিকটে মতে রহে। ভূপতি জানিল অন্তর হিকস্থ নাহে॥ ক্রমে২ নানা কর্ম্ম করে নিজোজিত। শুন বিনোদ মনতাক

৬০

নাবুঝিল চিত্ত ॥ পালঙ্কের চৌকিতে রহিল চারিজন। রাজারানি দোঁহে জখন করিবেন সয়ন ॥ চারিজন জাগিয়া থাকেন চারি জাম। দৈবে সেখানে এক বার্ত্তা হইল
কোন কাম ॥ শেষ নিশি প্রহরেক জাগেন রাজসুত। সুগন্ধবাহি সর্পনাম দেখিল অদ্ভুত ॥ রাজরানি সুখে আছে মস্তকের নিকটে। এক বুদ্ধি রাজপুত্র সর্প দেখে কাটে ॥
দুঃখ করিয়া রাখিল বাটির ভিতরি। দুঃখ করিয়া রাখিল তাহা মনে ভঙ্গ করি ॥ এক ফোটা রক্ত লাগিয়া রানির অঙ্গে পৈল। অন্যক্রমে সেই রক্ত বসনে তুলিল ॥
হেনকালে মহারাজা পাইল চেতন। নাকহিল কিছু তাকে দেখিয়া রাজন ॥ প্রভাতে বসিয়া রাজা বাহিরে দেওয়ান। পাত্র মিত্র পণ্ডিত হইল অধিষ্ঠান ॥
চৌকিদার চারিজন করিল প্রণাম। রাজা বলে সহসা উচিত নহে কাম ॥ প্রথম সে শুনিল রাজা ডাকি একেজন। এ বিষয় সিজালে সাস্তি উচিত কেমন ॥
কোতাল কুমার বলে শুন মহাশয়। এ বিষয় সিজাল বধ উচিত নিশ্চয় ॥ কিন্তু বেজি বৃত্তান্ত নাহয় পরিনাম। সহসা উচিত নহে কিছু লোক কাম ॥ রাজা
বলে কহ বেজি বৃত্তান্তের কথা। কহ প্রভু কোতাল কহেন নত মাথা ॥ আছিল গৃহস্থ এক পালন নেউল। আছিল নিবে সেহি গৃহস্থের কালা মূল ॥ বালক সোয়াইয়া
বেজি রক্ষক রাখিয়া। জল আনিবারে গেল গৃহস্থের জায়া ॥ অকস্মাৎ নড়ি সর্প আসিয়া তিসানে। বালক দংশিয়া সর্প চলিলেন বনে ॥ দেখিয়া নেউল তবে চিত্তে
মনে২। দন্ত দিয়া কাটি নিজ গলাকে রহিল ॥ মুখে করি ঔষধ আনিল সিঘ্রগতি। জিয়াইতে বালক হইল তার মতি ॥ হেনকালে গৃহস্থ আইল নিজবাসে। দেখিয়া

তবে রাজা ভোজ পাইয়া কতক্ষণে। বসিতে সংগ্রাম দেব জায় সিংহাসনে ॥ হেনকালে প্রথম পুতলি তাকে কহে ॥ তোমার উচিত এহি সিংহাসন নহে ॥
বিক্রমাদিত্য সম জেবা পুণ্য করে। সেহি জন সিংহাসনে বসিবারে পারে ॥ রাজা বলে কোন পুণ্য কৈল সেই ভূপ। বিস্তর করিয়া তাহা কহিবে স্বরূপ ॥
পুতলি কহেন রাজা শুন সাবধানে। একদিন মহারাজা আছেন শয়নে ॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার। শুনিল ক্রন্দন রাজা একি চমৎকার ॥
নারীর ক্রন্দন শুনি মহা দুঃখী বীর। খড়্গ হস্তে রাজা চলে স্থির করি ॥ মাঠেতে রাজা যাইতে লাগে। লাগ পাইয়া এক দেখিল প্রত্যক্ষ। এক
মড়া ঝুলাতে দেখিল আছে শূলে। তাহার নীচে এক রাক্ষসী নিরখে ॥ ক্ষুধিত হইয়া মড়া খাইবারে চায়। উচ্চতর শূলে হাত দিতে নাহি পায় ॥
ক্ষুধায় বিকল হইয়া করেন ক্রন্দনে। হেনকালে তার কাছে গেলেন রাজন ॥ রাজা বলে কি তুমি কান্দহ কি কারণ। রাক্ষসী বলেন কান্দি ক্ষুধার কারণ ॥
এই মড়া খাইতে মনেতে করি সাধ। নাপাই ধরিতে নাহি ধরয়ে প্রমাদ ॥ রাজা বলে আমার কান্ধেতে চড়ি খাও। সন্তুষ্ট হইয়া তুমি নিজ স্থানে জাও ॥
এমত শুনিয়া স্কন্ধে চড়িয়া রাক্ষসী। খাইল সকল মাংস শেষ হইল নিশি ॥ ক্ষুধা নিবারণ হইল প্রসাদ অপার। কহিল রাজারে স্থানে সুধাইল বার ॥
এমত করিয়া দিল গড়ি গড়ি দান। রাজ পাইয়া বলে রাজা কহ কি বিধান ॥ রাক্ষসী বলেন শুন আমার বচন। বাঞ্ছা যে থাকে তাহা করহ প্রকাশন ॥ এমানে

৬২

রহ এরি স্থানে। এখন যাইব আমি ভাবর ভুবনে ॥ বেতাল চড়িয়া রাজা গেল সেই দেশ। উত্থান ভিতরে গিয়া করিলা প্রবেশ ॥ দেখিয়া গন্ধর্ব্বি গন
এথা রহিয়া। মারে২ সঙ্কুচি কাটিবারে যায় ॥ হেনকালে ছাড়ে রাজা নড়ি হড়ি বান। রাখিল সভাকে দড়ি বিবিধ সন্ধান ॥ গন্ধর্ব্ব গনেকে নড়ি মারিতে
লাগিল। কাটি কাটি ভূমিতে পড়িল ॥ আজ্ঞা পায়া বেতাল করেন কোন কাম। ভুক্ত করিয়া বৃক্ষ লইয়া চলে নিজ ধাম ॥ ফলে মূলে বৃক্ষ লয়া
চলিল রাজন। নড়ি হড়ি বান লিল মাসিল যখন ॥ ব্রহ্মচন নিকটে আসিয়া আচম্ভিতে। ফলে ফুলে ভরা নিজ হুবানিতে ॥ পরিতক্ত্যা
সেখাতে রাখিয়া সেইখানে। সাথেলা চলিল রাজা বেতাল বাহনে ॥ পামতে যাইতে দেখে বিশাল কানন। তার মধ্যে দেখে এক পুরি সুশোভন ॥ ৬৩
মনি মুক্তা মানিক তথা মানি ঘর বিখ্যান। প্রবেশ মাঝারে গিয়া হে ল অধিষ্ঠান ॥ দেখে মৃত্যু হেথা এক কিংবা আছে পড়ি। তাহার নিকট
আছে দুই খানি লড়ি ॥ রাজা তারে মৃত্যুর লক্ষণ কিছু নাহে। আছে সে সুন্দর পড়ি শুধু খানি সহে ॥ এক খানি নড়ি দিয়া করিয়াছে ঠেলিল। নড়ির
পরশে কন্যা সজীব হইল ॥ হরিশা বিষ্ময় হৈয়া কন্যাকে কহে কথা। এথাতে কোথা সর্ব্বথা ॥ এহি রাজ্যে রাজাতিনি জনক আমার। আমার
সকল লোক রাক্ষসী খাইবার ॥ বিংশতি অধিক নাত নিসাচর গন। এহি স্থানে থাকে তারা নিয়াছে ভবনে ॥ সন্ধ্যাকালে আসিয়া খাইব তোমারবিক ॥